2000

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ৮ম সংখ্যা

৩১ অক্টোবর, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
   ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
   খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
   গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

আযাব ও ধ্বংস থেকে মুক্তির পথ

'আমরা কোন জাতিকে কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা (সতর্ককারী) রসূল প্রেরণ করি' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬ আয়াত) সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলা আকস্মিক এক ভয়ঙ্কর বন্যায় প্লাবিত। আশ্চর্য্যের বিষয় হল এ বন্যা নদ-নদী, খাল-বিলে প্রবাহিত না হয়ে মাঠ-ঘাট এমনকি সড়ক-মহাসড়ক ডিঙ্গিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে সর্বস্ব। বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মহাপ্লাবনেও অত্র অঞ্চল সম্পূর্ণ বন্যা মুক্ত ছিল। এবারের এ বন্যার দৃশ্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নূহের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ "এবং যখন সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো, আর যখনই তার জাতির প্রধানগণ তার নিকট দিয়ে যেতো তারা তাকে [হযরত নূহ (আঃ)-কে] হাসি-বিদ্রূপ করতো। সে বলতো, যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করো তাহলে (সময় আসলে) আমরাও তোমাদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করবো যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করছো" (সূরা হূদ ঃ ৩৯)।

হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা (সঃ) চৌদ্দশ' বছর পূর্বে শেষ যুগ (বর্তমান) সম্পর্কে অনেক সাবধান বাণী উচ্চারণের পাশাপাশি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রদান করে গেছেন। যার পূর্ণতায় ১৩০৬ হিঃ মোতাবেক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) মহান আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ববাসীকে দাজ্জালী ফেৎনা মুক্ত করে বিশ্বকে শান্তির রাজ্যে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পরও যে সব দুর্ভাগা তাঁর (আঃ) সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করে তার এবং তার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও বিরোধিতা এবং অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাদেরকে তিনি পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্তাআলার নিকট থেকে জ্ঞাত হয়ে বলেন ঃ "হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও! হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। ... নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। ... খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে (হাকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ঈসাব্দ)।

বানভাসি লোকদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে সবার সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে খুলনা ও সুন্দরবন স্থানীয় জামাতের মাধ্যমে ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের এবং এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার আবেদন করলে তিনি দোয়া ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা

১৬ কার্তিক ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ২রা শাবান ১৪২১ হিঃ কাঃ

৩১ ইখা ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ৩১ অক্টোবর ২০০০ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

আল্ কুরআনে অবশ্যই বৈপরীত্য নেই

সত্যান্বেষী হিন্দু ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বাবু ডাঃ হরিলাল বিশ্বাস মহোদয়ের নিকট থেকে তারিখবিহীন একখানা বিস্তারিত পত্র পেলাম। পত্রের জন্যে তাঁকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। তিনি অনেক কষ্ট করেও মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন-তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা হরিলাল বাবুর প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গেলে তা মোটামুটি একখানা পুস্তকের রূপ নিতে পারে। প্রশ্নোত্তরের পাতায় আমরা পর্যায়ক্রমে ওগুলোর উত্তর দিতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্। আজকের মত নীতিগতভাবে কিছু কথা নিবেদন করে দু'একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেউ সামর্থ্য দিতে পারে না।

হরিলাল বাবু যখন কুরআন শরীফ পাঠ করেছেন তখন তিনি নিশ্চয় জানতে পেরেছেন, কুরআন বলে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম ভয়-ভক্তি ও ভালবাসা রাখেন, পথ প্রদর্শন করে থাকেন। (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ৩) আর মুত্তাকীদের পরিচয়ও এর পরে আল্লাহ্তাআলা বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। পুনরায় সূরাতুল ওয়াকে'আতে বলা হয়েছে - পবিত্র লোকগণ ব্যতিরেকে কেউ একে (অর্থাৎ কুরআনকে) স্পর্শ করবে না' (৮০ আয়াত)। আমরা কেবল বাহ্যিকভাবে এর অর্থ গ্রহণ করি না। যদি করতাম তাহলে বাহ্যিকভাবে পবিত্র না হয়ে কেউ কুরআন ধরতেই পারতো না। আমরা বিশ্বাস করি, এর অর্থ যাদের হৃদয় পবিত্র-স্বচ্ছ ও নির্মল নয়, যে হৃদয়ে কুটিলতা ও অন্ধকার বাসা বেঁধেছে, যে হৃদয়ে সরলতা ও আন্তরিকতার অভাব রয়েছে তা কখনও কুরআনের সত্যিকারের জ্ঞান ও তত্ত্ব-কথা বুঝতে পারবে না।

এবারে আমরা আসল কথায় আসছি। 'ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তন হতে পারে' এ বিষয়ে যে কয়টি আয়াত তিনি উদ্ধৃত করেছেন তাতে যা বলা হয়েছে তার মর্ম সংক্ষেপে এরূপ। তিনি ইহা বুঝতে ভুল করে থাকবেন।

(ক) আল্লাহ্র বন্ধুদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যে পার্থিব জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও - আল্লাহ্র এ কথা বা প্রতিশ্রুতির কোন পরিবর্তন নেই (১০ঃ৬৫)। এতদ্দ্বারা আল্লাহ্র কোন কথারই পরিবর্তন নেই তা বুঝায় না। জোর দেবার খাতিরে কথাটি এভাবে বলা হয়েছে।

(খ) আসহাবে কাহ্ফের লোকেরা কতদিন সেখানে অবস্থান করেছিলো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা নবী করীম (সঃ)-কে যা অবহিত করেছেন তা তাঁকে (সঃ) আবৃত্তি করতে বলা হয়েছে। তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্র) কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই (১৮ঃ২৮)। আল্লাহ্ যে সঠিক খবরটি দিয়েছেন এখানে তা-ই বলা হয়েছে।

(গ) "নিশ্চয় আমরাই এ যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আর নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী" - (১৫ঃ১০)। কোন অবস্থায়ই কুরআনে বিকৃতি ঘটবে না এখানে এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

হরিলাল বাবু বলছেন, পরিবর্তন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ তিনি যে আয়াতগুলোর উল্লেখ করেছেন এখন তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক ঃ

(ক) সূরাতুন নাহলের ১০১ আয়াতে, যে আয়াত বা নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা কুরআনের আয়াত মনে করে তিনি ভুল করেছেন। যারা শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এর আগে তাদের কথা হচ্ছিলো। সুতরাং শয়তানের অনুসারী হওয়ার কারণে তাদের ওপরে কোন শাস্তি নির্ধারিত হ'লে আল্লাহ্ তা তাদের সুমতির কারণে দূরীভূত করে দিতে পারেন যেভাবে হযরত ইউনুসের (আঃ) জাতির ওপরে হয়েছিলো। আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে ভালবাসেন এবং সকলের সংশোধন হোক তা-ই তিনি চান আর সেজন্যে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বড়ই করুণার আধার ও কৃপাময়। তাঁর সংশোধন ব্যবস্থাকে 'পরিবর্তন' মনে করা নেহায়েৎ ভুল। অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র কোন আদেশ স্থগিত বা রহিত হলে তাকে 'পরিবর্তন' বল্লে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

(খ) সূরাতুল বাকারার ১০৭ আয়াত সম্বন্ধে তিনি আয়াতের রহিত বা ভুলিয়ে দেয়ার যে কথা বলেছেন তা-ও কুরআনের আয়াতের বিষয়ে নয়। আল্লাহ্তাআলা যুগের প্রয়োজন ও মানবকে পরিপূর্ণতার প্রতি নিয়ে যাবার জন্য যুগে যুগে নতুন নতুন বিধান নাযেল করেছেন। ইহা পূর্ববর্তী বিধান থেকে উৎকৃষ্টতর । এখানে শরীয়ত বা বিধানের কথা বলা হয়েছে। কুরআন হলো মানবের জন্যে শেষ বিধান বা শরীয়ত। এর কোন পরিবর্তন হবে না সে কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর আয়াতের অর্থ কেবল কুরআনের আয়াত নয় এবং অভিধান অনুযায়ী 'আয়াত' শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে এগুলোর উল্লেখ করা হলো যেমন ঃ বাণী, চিহ্ন, আদেশ, কুরআনের আয়াত (লেইন)।

গ) সূরা রা'দ-এর ৪০ আয়াতে-আল্লাহ্তাআলা ঐশী শাস্তির কথা বলেছেন। আল্লাহ্তাআলা ইচ্ছা করলে শাস্তি বিলুপ্ত করে দেন বা শাস্তি দিয়েই দেন-এ কথা বলা হয়েছে। এখানে আয়াতের পরিবর্তনের কথা বলা হয় নি। আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উম্মুল কিতাব অর্থ বিধানের মূল উৎস। এখানে একটি ঐশী নীতির কথা বলা হয়েছে, যার কাছে সব কিছুর মূল শিক্ষা রয়েছে তিনিই জানেন কখন কোন্‌টি প্রয়োগ করতে হবে। আর এর ভিত্তি হলো আল্লাহ্র সিফাত বা গুণাবলীর ওপরে। সুতরাং এখানেও আয়াত পরিবর্তনের কোন কথা নেই।

হরিলাল বাবু যদি পূর্বাপর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআনের আয়াতগুলোর অধীন টীকার আলোকে চিন্তা করতেন তাহলে তিনি এ ভ্রমে পতিত হতেন না। আমরা আশা করি এখন তাঁর নিকট বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়েছে। হরিলাল বাবু দোয়া চেয়েছেন। অবশ্যই আমরা তাঁর জন্যে দোয়া করি। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে সঠিক পথ পাবার সৌভাগ্য দান করুন। তাঁর অন্যান্য প্রশ্নগুলোর জবাব ভবিষ্যতে দেবার আশা রেখে সম্পাদকের কলম এখনকার মত তুলে রাখছি।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ ইরফানে হাদীদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ আহলে জযবের মর্যাদা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়তের ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	৫-১০
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১১-১২
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩
❑ আমরা সেই ঐশী জামাত	ঃ ডাঃ মীর্যা আলী আকন্দ	১৪
কবিতা - মু'মিন করিস নারে ভয়	ঃ মাষ্টার মাহমুদ আহমদ জুয়েল	১৪
❑ যিকরে হাবীব	ঃ অনুবাদ - আহসানউল্লাহ্ সিকদার (মরহুম)	১৫-১৭
❑ রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন	ঃ অনুবাদ - জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	১৮-১৯
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০-২১
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২২-২৪
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ	২৪-২৬
❑ আখেরী নবী আহমদীয়া মতবাদ - অভিযোগের উত্তর	ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	২৭-২৮
❑ সত্যবাদিতা	ঃ জনাব ফজলে-ই-ইলাহী	২৯-৩০
❑ সংবাদ	ঃ	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ BAWRO MOSQUE - আফ্রিকার একটি আহমদীয়া মসজিদ

দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও একাত্মতা প্রকাশ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর স্থানীয় জামাতগুলোর নিকট রিলিফ বাবদ আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে সত্বর কেন্দ্রে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরে বন্যা কবলিত ভাইদের পুনর্বাসন ও গৃহ নির্মাণ করার কাজটি খুবই জরুরী। সুতরাং এ কাজ করার জন্যে আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের হাতে এখাতে খরচ করার তেমন বরাদ্দ নেই। তাই স্থানীয় জামাতগুলোকে এ কাজে অর্থ যোগানের জন্যে বিশেষ সাহায্যের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে অতিসত্বর রিলিফ ফান্ডে চাঁদা সংগ্রহ করে খাকসারের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে আমাদের জামাত থেকে উপদ্রুত অঞ্চলে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

ওয়াকফে জাদীদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বছর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় হয়ে যায় সেজন্যে সকল ওয়াদাকারী ভাই ও স্থানীয় কর্ম-কর্তাকে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নও মুবায়েঈনদের নিকট থেকেও যে যা দিতে পারেন তা আদায় করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সৌভাগ্য দান করুন; আমীন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাতে, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

গত জুলাই ২০০০ইং সন হতে **পাক্ষিক আহমদী**'র নূতন বৎসর শুরু হয়েছে। সম্মানিত গ্রাহকগণকে পূর্বের বকেয়াসহ (যাদের বকেয়া আছে) হাল সনের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলের হাফেয ও নাসের হোন।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ,
হিসাব ব্যবস্থাপক, পাক্ষিক আহমদী ও
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

১৩। তিনি বললেন,[৯৫২] 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম, তখন আনুগত্য করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল ?' সে বললো, 'আমি তার চাইতে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা থেকে'।[৯৫৩]

১৪। তিনি বললেন, 'তাহলে এখান থেকে দূর হয়ে যাও,[৯৫৪] এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নয়। সুতরাং বের হয়ে যাও; নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত'।

১৫। সে বললো, তুমি (তাহলে) আমাকে অবকাশ দাও পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।[৯৫৪-ক]

১৬। তিনি বললেন, 'তুমিতো অবকাশপ্রাপ্তদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

১৭। সে বললো, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছ, সেহেতু আমি অবশ্যই তাদের জন্য তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে (ওঁত পেতে) বসে থাকবো;

১৮। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের প্রতি (ধেয়ে) আসবো-তাদের সম্মুখ থেকে এবং তাদের পশ্চাৎ থেকে এবং তাদের ডানদিক থেকে এবং তাদের বামদিক থেকে;[৯৫৫] এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।'

৯৫২। এই আয়াতে আল্লাহ্ এবং ইব্‌লীসের মধ্যে কথোপকথনের আকারে যা উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে অবশ্যই এটা বুঝায় না যে, আসলেই এইরূপে বাক্য বিনিময় হয়েছিল; বস্তুতপক্ষে, এ ছিল ইব্‌লীস কর্তৃক হযরত আদম (আঃ)-এর আনুগত্য অস্বীকার করার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটা চিত্র। বিস্তারিত জানার জন্য ৬১ টীকা দেখুন।

৯৫৩। 'তীন' অর্থ-কাদামাটি। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ৪২০-ক টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৫৪। 'ফাহ্‌বিত্‌মিন্‌হা' অর্থ-"তাহলে এখান থেকে দূর হয়ে যাও" এই আয়াতে কোন নামবাচক বিশেষ্য পদ না থাকায়, যার পরিবর্তে 'এখান' সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে যা "মিন্‌হা" শব্দের মধ্যে নিহিত; যার অর্থ-এখান থেকে। এর দ্বারা ইব্‌লীস হযরত আদম (আঃ)-এর আনুগত্যের অস্বীকার করার পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে ছিল যেন তাকেই বুঝাচ্ছে।

৯৫৪-ক। এই আয়াতে উল্লেখিত পুনরুত্থান এবং পুনর্জীবন, পরলোকে মানবের জন্য স্থিরীকৃত শেষ বিচার দিবসের পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন নয় বরং এতে মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম অথবা তার আত্মিক চেতনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ণতার কথাই বলা হয়েছে। ইব্‌লীস তাকে (মানুষকে) কেবল ততক্ষণ পথভ্রষ্ট করতে পারে যতক্ষণ তার আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন লাভ না হয়। কিন্তু একবার মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়ে যায়, যাকে 'বাকা' (অমরত্ব) নামে অভিহিত করা হয়, তখন ইব্‌লীস তার আর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না (১৭ ঃ১৬)।

৯৫৫। মানুষকে প্রলুব্ধ করে বিপথে পরিচালিত করার জন্য শয়তানের ভীতিপ্রদ ফাঁদের বিষয়টির প্রতি খেয়াল করুন।

হাদীস শরীফ

ইরফানে হাদীস
(হাদীসের তত্ত্ব-জ্ঞান)
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

হযরত মু'আয (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাকে দীনের সারবস্তু বলবো না ? আমি আবেদন করলাম, অবশ্যই হে রসূলুল্লাহ্ ! তখন হুযূর আকদস নিজ জিহ্বা ধরে বললেন, এ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যা কিছু আমরা বলি তার জন্য কি আমাদিগকে গ্রেফতার করা হবে ? তখন তিনি বলছেন, তোমার মা তোমার জন্যে কান্না-কাটি করুক, হে মু'আয ! লোক নিজেদের জিহ্বার কর্তিত ফসলের কারণেই জাহান্নামে অধোমুখে পতিত হয় (তিরমিযী কিতাবুল ঈমান)।

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"এটা হযরত মু'আয (রাঃ)-এর বর্ণনা, এর অর্থ হযরত মু'আয (রাঃ) বলছেন, আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করলাম, হুযূর আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ থেকে রক্ষা করবে। হুযূর আকদস বললেন, তুমি একটি কঠিন কথা জিজ্ঞেস করেছ; কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা যদি সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে ইহা সহজও বটে, অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত কর, তার সাথে কাকেও শরীক করো না, নামায রীতিমত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর; যাকাত তো প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয নয় কিন্তু নামাযে নিয়মানুবর্তিতা পালন করা প্রত্যেকের উপর ফরয; রমযানের রোযা রাখ; যদি তুমি বায়তুল্লাহ্ (কা'বা) পর্যন্ত যাওয়ার সংগতি রাখ, রাস্তা নিরাপদ থাকে, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়ার পথ বিপদমুক্ত থাকে, তাহলে হজ্জ কর। অতঃপর হুযূর আকদস বলছেন, আমি কি তোমাকে মঙ্গল ও পুণ্যের দরজাসমূহ সম্পর্কে কিছু বলবো না ? তা হলে শুন ! রোযা পাপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল (বর্ম) স্বরূপ। সদকা পাপের আগুনকে এমনভাবে নিবিয়ে দেয় যেমনভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। রাত্রের মধ্যমাংশে নামায পড়া মহা পুরস্কার লাভের কারণ হয়। আবারো বললেন, আমি কি তোমাকে গোটা ধর্মের শিকড় বরং উহার স্তম্ভ ও উহার শিখর সম্বন্ধে বলবো না ? আমি বল্লাম, জ্বি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! অবশ্যই বলুন। হুযূর আকদস (সঃ) বললেন, ধর্মের শিকড়-উহার স্তম্ভ হলো নামায, উহার শিখর হলো জিহাদ। অতঃপর হুযূর আকদস বললেন, আমি কি তোমাকে এই সম্পূর্ণ ধর্মের সারবস্তু বলবো না; কারণ অনেক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল এবং আশংকা ছিল তার সবগুলি কথা ভুলে যাওয়ার; আমি আবেদন করলাম, জ্বি হ্যাঁ, হে রসূলুল্লাহ্ অবশ্যই বলুন। হুযূর আকদস (সঃ) নিজ জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা যা কিছুই বলি উহার জন্যও কি আমাদিগকে ধৃত করা হবে ? হুযূর আকদস বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক; এটি একটি প্রীতিবাক্য যা আরবে ব্যবহার হতো; কোন ক্রোধ বা বদদোয়ার বাক্য নয়; তবে এই প্রবাদ বাক্য দুঃখ প্রকাশের জন্যও ব্যবহার করা হতো। "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক" এর মধ্যে উভয় কথাই অন্তর্নিহিত রয়েছে; প্রথমতঃ এই যে, এই বাক্য দুঃখ প্রকাশ করার সময় ব্যবহার হতো, যখন মা তার সন্তানকে হারিয়ে ফেলে। এবং বলার পদ্ধতি নম্র ও মহব্বতের হতো। মর্ম এই যে, এটা কোন বদদোয়া নয়। তুমি কথাটা এমন বলেছো যা এমনই মন্দ সংবাদ যেন কোন মা তার সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছে। হুযূর (সঃ) বলেন, লোক নিজেদের জিহ্বার কর্তিত ফসল অর্থাৎ অযথা কথা, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কথা না বলার দরুন অধোমুখে জাহান্নামে পতিত হয়। বস্তুত এটা একটা অত্যন্ত গভীর সতর্কবাণী। বৃথা ও অযথা কথা বলায় অভ্যস্ত লোকগণকে অবশ্যই নিজেদের জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ ও সতর্কবান

হতে হবে। অসতর্কতার দরুন অনেক সময় ঠাট্টা-মস্কারা করতে করতে মুখ থেকে এমন কথাও বের হয়ে যায় যা বস্তুত বেআদবী ও অশিষ্টাচারে গণ্য হয়। হযরত আকদস মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর আর একটি হাদীস অনুযায়ী জানা যে, মানুষ জান্নাতের কাছাকাছি পৌছে গেলেও কোন কোন সময় তার মুখ নিঃসৃত কোন ছোট ও সাধারণ কথা তাকে জান্নাত থেকে এত দূরে সরিয়ে ফেলে যে, অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। একথাও অবশ্য ঠিক, মানুষ সব সময় পূর্ণরূপে জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান মানুষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে এবং জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে যে, আমি কী বলছি, এবং ভেবে-চিন্তে মুখে কথা উচ্চারণ করে তা হলে ইনশাআল্লাহ্তাআলা অবশ্যই এই তৌফীক লাভ হতে পারে। কিন্তু এই পথে কিছু সমস্যাও আছে যেমন কোন কোন জাতি নিজেদের অভ্যাস মোতাবেক অনেক দ্রুতবেগে কথা বলে বিশেষভাবে ইউরোপের মহিলারা তো একাধারে অনর্গল কথা বলতেই থাকে। প্রশ্ন হয়, তা হলে কি তারাও তাদের জিহ্বার দ্বারা এইরূপ বলার দরুন জিজ্ঞাসিত হবে ? এই ব্যাপারে হযরত আকদস সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি শুভ সংবাদ রয়েছে যা বস্তুত কুরআন করীমের আয়াতের আলোতেই বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা তোমাদিগকে তোমাদের বৃথা কসমের কারণে জিজ্ঞেস করবেন না; তবে জিহ্বাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখো। কিন্তু যে স্থলে একাধারে অনর্গল কথা বলার অভ্যাস থাকে সে স্থলে ভুলবশতঃ জিহ্বার বিচ্যুতি হয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাও বের হয়ে যেতে পারে। সে জন্যে বেশী বেশী ইস্তিগফারের আশ্রয় নেয়া উচিত; কিন্তু পরক্ষণই তোমরা চিন্তা কর যেন আল্লাহ্তাআলার পাকড়াও হওয়ার পূর্বেই তোমাদের অন্তরে অনুভূতি ও অনুশোচনা সৃষ্টি হয় যে, আমার দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়েছে, এবং ইস্তিগফার করে ভবিষ্যতে সেই ভুল না করার অঙ্গীকার কর। এই মর্মই আমি এই হাদীস থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এবং আমি আশা করি, আমি ঠিকই বুঝেছি।

(দৈনিক আল ফযল, ৫ই অক্টোবর, ১৯৯৮ইং এর সৌজন্যে)

অনুবাদ - আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

আহ্লে জয্বের মর্যাদা

আহ্লে জয্ব (স্বর্গীয় ধ্যানে নিমজ্জিত ব্যক্তি)-এর মর্যাদা সালেকগণের চেয়ে উন্নত। আল্লাহ্তাআলা তাকে সুলুকের স্তরেই রাখেন না বরং স্বয়ং তাকে নানাপ্রকার বিপদাপদে নিক্ষেপ করেন এবং আপন স্থায়ী আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে নেন। নবীগণ মজযুবই (খোদার ধ্যানে বিলীন) ছিলেন। মানুষের আত্মাকে বিপদাবলীর সাথে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম শেষে অভিজ্ঞতা লাভের পর তার আত্মা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেমন লোহা ও সীসার মধ্যে উজ্জ্বলতার উপাদান নিহিত থাকে কিন্তু পালিশ করার ফলেই তা চকচকে হয়ে ওঠে। এমনকি কেউ চাইলে তার চেহারাও ওখানে দেখতে পায় মুজাহিদাও (চেষ্টা-সাধনা) ঘষা-মাজার কাজই করে থাকে। আত্মার ঔজ্জ্বল্য এতটুকু হতে হবে যে, সেখানেও মুখ দৃষ্টিগোচর হবে। মুখ দেখা যাওয়াটা কী? "তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও) এর সাক্ষ্য হওয়া। সালেকের অন্তর হ'ল দর্পণ। বিপদাবলী ও ক্লেশ-যাতনা একে এরূপ চক্চকে করে তুলে যে, নবী (সঃ)-এর গুণাবলী এতে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং এরূপ তখনই হয় যখন অনেক চেষ্টা-সাধনায় পবিত্রতা অর্জনের পর তার মধ্যে কোন প্রকার ময়লা ও আবিলতা অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এক সীমা পর্যন্ত এরূপ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন রয়েছে। কোন মু'মিন আয়না না হয়ে (আয়নাতে রূপান্তরিত না হয়ে) মুক্তি পাবে না। সুলুকওয়ালা (আধ্যাত্মিক পথচারী) এই পালিশ (ঘষা-মাজা) করে থাকেন। নিজের ক্রিয়াকর্ম (ত্যাগ-তিতিক্ষা) তিনি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে থাকেন। কিন্তু জয্বাওয়ালা (আত্মবিলীনকারী) বিপদাপদে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন। খোদা স্বয়ং তার রূপকার হয়ে যান এবং নানাপ্রকার বিপদাবলী ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পালিশ করে তাকে আয়নার মর্যাদা দান করেন। প্রকৃতপক্ষে সালেক ও মজযুব উভয়ের একই পরিণাম। অতএব, মুত্তাকী, দুইভাগে বিভক্ত–সুলুক ও জয্ব।

যেরূপভাবে আমি আলোচনা করে এসেছি তাকওয়া (খোদা-ভীতি) কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা চায়। এজন্যই বলা হয়েছে– "(কুরআন) মুত্তাকীগণের জন্য পথ-নির্দেশ, অদৃশ্যে বিশ্বাস, যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন করে" (২ঃ৩,৪)। এখানে মুশাহাদার (প্রত্যক্ষ করা) বিপরীতে অদৃশ্যে বিশ্বাস করা-এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতাকে চায়। সুতরাং মুত্তাকীর জন্য এক সীমা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। এর কারণ হলো মুত্তাকী যখন সালেহ্র (পুণ্যবান) মর্যাদা লাভ করেন, তখন তার কাছে অদৃশ্য আর অদৃশ্য থাকছে না। কেননা সালেহ্-এর মধ্য থেকে এক বর্ণনা উৎসারিত হয়, যা প্রবাহিত হয়ে খোদা পর্যন্ত পৌছে যায়। তিনি খোদা ও তাঁর ভালবাসাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

"যে ইহকালে অন্ধ থাকবে। সে পরকালেও অন্ধ হবে" (১৭ঃ৭৩)। এথেকে বুঝা যায়, যে পর্যন্ত না মানুষ এই পৃথিবীতে পূর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করবে সে কখনো খোদার মুখ দর্শন করতে পারবে না। সুতরাং মুত্তাকীর কর্তব্য হলো, সে সর্বদা এরূপ (চোখের) সুরমা তৈরিতে রত থাকবে যার ফলে তার আধ্যাত্মিক চক্ষু উঠা রোগ দূর হয়ে যাবে। এতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, যে মুত্তাকী শুরুতে অন্ধ হয়ে থাকে; বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পবিত্র করণের মাধ্যমে সে ঐ আলো লাভ করে থাকে। সুতরাং যখন চক্ষুষ্মান হয়ে গেলেন এবং পুণ্যবান বনে গেলেন তখন আর অদৃশ্যের ঈমান থাকলো না এবং আনুষ্ঠানিকতাও শেষ হয়ে গেল। যেমন রসূলে আকরম (সঃ)-কে এ পৃথিবীতেই বেহেশ্ত ও দোযখ চাক্ষুষ দেখানো হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাসের আলোকে মুত্তাকীকে এ কথা মানতে হয়। ওসব কিছুই তাঁর (সঃ) দৃশ্যপটে এসে গেছে। এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুত্তাকী অন্ধ হলেও আনুষ্ঠানিকতা পালনে তাকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু সালেহ্ এক শান্তির আলয়ে এসে গেছেন এবং তার আত্মা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মায় রূপান্তরিত হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাসস্থাপন হলো মুত্তাকীর ঈমানের অবস্থা। অন্ধের মত তার চাল-চলন। সে কোন খবরই রাখে না। প্রত্যেক কাজেই তার অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস। এটাই হলো তার আন্তরিকতা এবং আন্তরিকতার কারণেই আল্লাহ্তালার ওয়াদা রয়েছে যে, সে মুক্তি লাভ করবে যেমন 'তারাই সফলকাম হবে' (২ঃ৬)

(চলবে)

অনুবাদ - মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের কতিপয় ঘটনা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত।

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহার পরে সূরা মু'মিনের ৬৬নং আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ" তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তারই জন্য বিশুদ্ধ করে তাঁকে ডাক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য যিনি সকল জগতের প্রভু-প্রতিপালক।"

আজকেও পূর্বের মতই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ-(আঃ) লিখেছেন ঃ

"এখানে দোয়া কবুলের এমন একটি নমুনা যা অতীতের কোন কিতাবে লিখা হয় নি, পাঠকের মঙ্গলের জন্য লিখছি। ঘটনা এই যে, নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মালির কোটলার নবাব ও তাঁর ভাইয়েরা এক কঠিন পরীক্ষায় পড়ে গিয়েছিলেন। বিপদসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিপদ ছিলো এই যে, তাঁকে অন্যান্য সাধারণ প্রজাদের মত রাজ পুত্রের অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছিল। নবাব সাহেব অনেক চেষ্টার পরও কোন সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বশেষ চেষ্টা যা বাকী ছিল তা এই যে, ইন্ডিয়ার গর্ভনর জেনারেলের সমীপে আপীল করা হয়েছিল। কিন্তু এখানেও কোন আশার আলো ছিল না। কারণ নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে নীচের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে দিয়েছিলেন।এই ভয়ংকর বিপদে নবাব সাহেব আমার নিকট দোয়ার আবেদন করলেন। শুধু দোয়ার আবেদনই নয় বরং এর সাথে এই অঙ্গীকার যে, যদি আল্লাহ্ দয়া করে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে তিনি অনতিবিলম্বে তিন হাজার টাকা নগদ লঙ্গরখানার খরচ নির্বাহের জন্য আমাকে দিবেন।

অতএব, অনেক দোয়ার পরে আমি ঐশীবাণী (ইলহাম) পেলাম-"হে তরবারী! তোর দিক পরিবর্তন করে ঐ দিকে তাক্ কর।" ইলহামটি আমি নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবকে জানালাম। তারপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন ফলে গর্ভনর জেনারেলের দফতর থেকে নবাব সাহেবের আবেদন অনুমোদিত হয়ে তার দাবী পুরণ করে আদেশ জারী হয়ে গেল। সাথে সাথে নবাব সাহেব অংগীকার মোতাবেক তিন হাজার টাকা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এটা একটা বড় নিদর্শন ছিল"।

আর এক সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "দেখ, কিছুদিন পূর্বে মোবারক আহমদের চুলকানি ঘা হয়েছিল । তার এত কষ্ট হোত যে, সে বিছানার উপর দাঁড়িয়ে যেত এবং এমনভাবে ঘা চুলকাতে থাকত যেমন শরীরের মাংস ছিঁড়ে ফেলছে। কোন চিকিৎসার ব্যবস্থায় কাজ হোল না। অবশেষে আমি ভাবলাম, দোয়াই করা উচিত। আমি দোয়া করে শেষ করেছিলাম, ইতোমধ্যে কাশ্ফে (দিব্য-

দর্শন) দেখলাম, "ছোট ছোট ইঁদুরের মত জন্তু মোবারক আহমদকে কাটছিল। এক ব্যক্তি বলল, এ জন্তুগুলোকে একটি চাদরে বেঁধে বাইরে ফেলে দাও। তারপর অনুরূপ করা হোল।"

কাশ্ফ-এর দৃশ্য তিরোহিত হবার পরে আমি বাস্তবে দেখলাম মোবারক আহমদ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়েছে।

হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক (রাঃ)-এর বাল্যকালের রোগ মুক্তির ঘটনা ঃ "একবার মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বাল্যকালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, ডাক্তারগণ হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। অবশেষে মসীহ মাওউদ (আঃ) দোয়া করলেন। দোয়ার মধ্যেই ইলহাম হোল **"সালামুন কওলাম মির রব্বির রহীম"**।

অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল হোল। রহীম ও করীম খোদা এই শিশুর পক্ষে সালাম বা নিরাপত্তার শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। কিছু সময় পরই হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আল্লাহ্ তাঁর 'মসীহ্'র দোয়ার বরকতে তাঁকে স্বাস্থ্য দান করলেন" (সিরাতুল মাহদী)।

এখানে যে ইলহাম হয়েছিল হযরত মীর ইসহাক সাহেব সম্পর্কে তা ছিল,**"সালামুন কওলাম মির রব্বির রহীম"** -সূরা ইয়াসীনের একটি আয়াতের অংশ নিশেষ।

এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, পুণ্যবান রূহানী ব্যক্তিদের মৃত্যুর সময় যখন সূরা ইয়াসীন পড়া হয় তখন উক্ত আয়াত পড়ার সময় রূহ কবয করা হয় বা মৃত্যু ঘটে যায়।

আমি স্বয়ং সাক্ষী আছি, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত, ইয়াসীন সূরা পড়ে শোনানো হচ্ছিল এবং ঠিক এই আয়াত পাঠের সাথে সাথেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। হযরত আকদস (আঃ)-এর ইলহাম দেখুন কতবার কতবড় মাহাত্ম্যের সাথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

একবার বাল্যকালে এই (আয়াতের) ইলহামের মাধ্যমে জীবন লাভ এবং ইন্তেকালের সময়ও আবার উক্ত আয়াতের সাথে সম্পর্ক।

মির্যা ফইয়ায আলী সাহেব একটি লিখিত বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদ কপুরথলা নির্মাণ করছিলেন হাজী ওলীউল্লাহ্। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর দুই ভাতিজা মিলে হাবিবুর রহমান সাহেবকে মসজিদের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতঃ তাঁর নামে মসজিদ রেজিষ্ট্রী করে দিয়েছিলেন। মসজিদের মুতাওয়াল্লী হাবিবুর রহমান সাহেব আহমদী হয়ে গেলেন। যখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে পৃথক নামায পড়তে বলা হোল তখন ঐ মসজিদের আহ্মদী ও গয়ের আহমদী মুসল্লীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। গয়ের আহমদী মুসল্লিরা শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের উস্কানীতে জোরপূর্বক মসজিদ জবরদখল করে নিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বললেন, নিজ প্রাপ্ত অধিকারকে ছেড়ে দেয়া গুনাহ্। সুতরাং তোমরা আদালতের শরণাপন্ন হও।

হুযূর (আঃ)-এর নির্দেশে আমরা আদালতে মসজিদের দাবী দিয়ে মামলা দায়ের করলাম। এই মামলা সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকল। ঐ যুগে

আহমদীরা বাড়ীতে নামায পড়তেন। আমি সব সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য বলতাম। একবার হযরত আকদস (আঃ) দিল্লী থেকে কাদিয়ান ফেরত আসছিলেন। লুধিয়ানা শহরে হযরতের লেকচার হয়েছিল। আমি ও মুন্সী আব্দুর রহমান মরহুম লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। লেকচার শেষে খাকসার হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদন করলাম। হুযূর (আঃ) বললেন, "আমার এই সিলসিলাহ্ যদি (আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে, তোমাদের ঐ মসজিদ তোমরা ফেরত পাবে।" দেখুন, আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দাদের মুখ নিঃসৃত বাণী কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে তার বিবরণ দিচ্ছি।

ঐ সময় হযরতের পবিত্র মুখমন্ডল ঐশী নূরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। হযরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমরা খুবই খুশী হলাম। পত্রিকার মাধ্যমে এর প্রচারও হয়ে গেল। আমি আমরা লেখনী ও বক্তব্যে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে খুব প্রচার করে দিলাম যে, তোমরা সকল চেষ্টা করে দেখ যদিও বিচারকগণ অ-আহমদী কিন্তু আদালতের রায় আমাদের পক্ষে হবে এবং মসজিদ আমরা পেয়ে যাব। আমার কথা শুনে ডাঃ শাফায়াত আহমদ কপুরথলা অঙ্গীকার করলেন, "যদি মসজিদ তোমরা পেয়ে যাও তবে আমি হযরত মির্যা সাহেবকে মসীহ্ ও মাহ্দী বলে মেনে নেব"। একবার আমি কোন এক কাজে লাহোর গিয়েছিলাম। নামাযের জন্য আহমদী মসজিদে গেলাম। জনাব খাজা কামাল উদ্দিন সাহেবের সাথে এ বিষয়ে কথা হোল। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব বললেন-'মেম্বারে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে দিবেন।' আমি সবিস্তারে সকল অবস্থা এবং বিরাজমান পরিস্থিতি এবং হযরত (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে শুনিয়ে দিলাম যেন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার সময় আহমদীদের ঈমান বৃদ্ধি হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় আদালতের রায় বিরুদ্ধবাদীদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে ঘোষণা হয়ে গেল। ডাক্তার সাদেক আলী খুব চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তাদের শেষ আপিল উচ্চ আদালতে তারা দায়ের করলেন। এখানেও হাকীম বা বিচারক গয়ের আহমদী ছিলেন। তিনি মামলা পেয়েই আদেশ দিলেন "মসজিদ গয়ের আহমদী কর্তৃক নির্মিত অতএব, এতে আহমদীদের কোন অধিকার নেই।"

আহমদীরা যেহেতু নতুন নবীর দাবীকে মেনে নিয়েছে অতএব, তারা পৃথক মসজিদ বানিয়ে নিবে। পরশু আমি আদেশ লিখে ফয়সালা শুনিয়ে দেব। ডাঃ শাফায়াত আহমদ আমাকে বললেন, এবার বল তোমাদের মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী কোথায় গেল? আমি বললাম, ডাঃ শাফায়াত আহমদ আর একটু ধৈর্য ধারণ কর! এখনও ফয়সালা লিখতে ২/৩ দিন বাকী আছে। আমাদের এবং তোমাদের সর্বোচ্চ বিচারক উপরে একজন আছেন। দেখ তিনি কি ফয়সালা দেন। স্মরণ রেখো, আকাশ এবং পৃথিবী উল্টে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র বাণী যা মির্যা সাহেবের মুখ নিঃসৃত বাণী তা কখনও পরিবর্তন হবে না। আমার এমন জোরালো বক্তব্যে সে হতভম্ব হয়ে গেল। রাতে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মুন্সী হাবীবুর রহমান স্বপ্নে দেখলেন এবং আমাদের শুনিয়ে দিলেন যে, "বর্তমান বিচারক হাকীম আমাদের মসজিদের ফয়সালা লিখবেন না। এবং মীমাংসা যিনি করবেন তিনি অন্য কোন বিচারক। বিরুদ্ধবাদীদেরও শুনিয়ে দেয়া হোল। তারা তো হতবাক, হয়ে গেল যে, ফয়সালা লিখতে মাত্র ২/১ দিন রয়ে গেছে এবং হাকীম তো কি লিখবেন বলেই দিয়েছেন। অথচ আহমদীরা বলছে, আকাশ-পাতাল উলট পালট হতে পারে কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের কথা ভুল হতে পারে না! বর্তমান হাকীম রায় লিখবেন না! যিনি রায় লিখবেন তিনি অন্য কেউ।

নির্ধারিত তারিখ এসে গেল কিন্তু হাকীম রায় লিখতে পারলেন না। অন্য তারিখ নির্ধারিত করলেন। প্রত্যেক তারিখে এমন কিছু হ'ত যে, রায় লিখা হোত না। অন্য তারিখ দেয়া হোত। এভাবে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়ে গেল। ভয় পেতে আরম্ভ করল আহমদীদের ভবিষ্যদ্বাণী যেন পূরণ হয়ে না যায়। ইতোমধ্যে আব্দুস সামায়ী সাহেব (একজন আহমদী) স্বপ্নে দেখলেন, (যিনি এখনও কাদিয়ানে উপস্থিত আছেন) " আমি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এক ব্যক্তি আমাকে এসে বলল, "তোমাদের মসজিদের রায় যে হাকীম লিখতে চাচ্ছিলেন সে হাকীম মারা গেছে।" এই স্বপ্ন বিরোধীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হোল। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা ঃ উক্ত আব্দুস্ সাম্য়ী সাহেব যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বাজারে হেঁটে যাচ্ছিলেন, ঐ ব্যক্তিই যে স্বপ্নে সাময়ী সাহেবকে বলেছিলেন, যে হাকীম মসজিদের ফয়সালা দেবেন সে হাকীম মারা গেছেন? ঐ ব্যক্তিই আব্দুস্ সাম্য়ী সাহেবকে ঐ হাকীমের মৃত্যুর খবর দিলেন। হাকীম সাহেব সকালে খাবার খেয়ে আদালতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গাড়ী এসে দরজায় অপেক্ষা করছিল। ভৃত্য (ঘরের চাকর) কোন কাজে পাক ঘরে গিয়েছিল। আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হাকীম ঘটনা স্থলেই মারা গেলেন। বিরোধীরা দুঃখ করে বলেছিল যে, মসজিদ আমরা পাব এমন কোন সম্ভাবনা আর নেই। এখানে দেখুন কী অবস্থা। এবার নতুন যে হাকীম বা বিচারক নিযুক্ত হয়ে আসলেন, তিনি আর্য্যসমাজী, এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কঠোর বিরোধী ছিলেন। উকিলগণের দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করে দেবার পরে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল যে, কোন ইংরেজী অঞ্চলের বড় ব্যারিষ্টারের নিকট থেকে রায় গ্রহণ করা হোক। পঞ্চাশ টাকা ফী গ্রহণও করা হোল। কিন্তু হাকীম যিনি বিরূপ মনোভাব রাখতেন তিনি নিজের এক আত্মীয় আর্য্যসমাজী ব্যরিষ্টারের রায় গ্রহণের জন্য ফাইল পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এখানেও বিরোধীদল সকল চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তাছাড়া ঘটনা প্রবাহও কেমন কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করে যাচ্ছিল। একজন আহমদী স্বপ্ন দেখেছিলেন- একটি দালান নির্মাণ করা হচ্ছে যার দেয়ালগুলো গয়ের আহমদীদের জন্য নির্মিত হয়েছে। এবং ছাদ কেবল আহমদীদের জন্য হবে। যার ছায়ার নীচে আহমদীরা থাকবেন। এই স্বপ্ন নথি পত্রের প্রাথমিক বর্ণনার মধ্যে সংযুক্ত ছিল। যার অর্থ ছিল এই যে, যদিও রায় গয়ের আহমদীদের পক্ষে লেখার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু অবশেষে রায় আহমদীদের পক্ষেই হয়ে যাবে। অনুরূপভাবেই ঘটে গেল। মনে হচ্ছিল যে, কোন দৈব শক্তির প্রভাবে হাকীমের কলম বাধ্য হয়ে রায় আহমদীদের পক্ষে লিখলেন। প্রত্যেক আদালতে এমনই হয়েছিল। আমিও স্বপ্নে দেখেছিলাম। "আকাশে আমাদের মামলার নথিপত্র পেশ হয়েছে এবং পরে আমাদের পক্ষে রায় হয়েছে। আমি আমার উকিলকে আমার স্বপ্ন বলেছিলাম। উকিল আদালতে গেলেন নথিপত্র দেখতে। ফেরত এসে বললেন, তোমার স্বপ্ন বড়ই আশ্চর্য্যজনক। ফয়সালা হয়ে গেছে। অথচ ঐ ফাইল ব্যারিষ্টারের নিকট তখনও পাঠানো হয় নি। আমি বললাম যে, সকল হাকীমদের (বিচারক) উপরে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ হাকীম আছেন তাঁর আদালতে ফয়সালা হয়েছে। পৃথিবীর আদালত কিছু করার ক্ষমতা রাখে"।

অবশেষে আমাদের ফাইলে ঐ আর্য্যসমাজী ব্যরিষ্টার যে রায় দিলেন তা আহমদীদের পক্ষে ছিল। ফাইল ফেরৎ এসে গেল এবং রায় ঘোষণা দিয়ে দেয়া হোল। আমাদের হাকীম বললেন, আমরা তো আশ্চর্য হয়েছি যে, রায় তোমাদের পক্ষে কি করে হয়। মনে হচ্ছে তোমাদের সাথে আল্লাহ্র সাহায্য আছে। তাই তো মসজিদ তোমরা পেয়ে গেলে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় শাফায়াত আহমদ আহমদীয়ত গ্রহণ করেন নি।

মৃত জীবিত হবার নিদর্শনের একটি ঘটনা হযরত মির্যা খোদাবখ্শ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "প্রায় দু'বছর পূর্বে একমাত্র পুত্র আতাউর রহমান ঘটনা ক্রমে আমাদের কোন অজ্ঞাত গুনাহ্'র ফলে এমন এক ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল যে, তার বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তার হাত পা-সারা শরীর ঠান্ডা এবং একদম অবশ হয়ে পড়েছিল। কেবল গলার মধ্যে মৃত্যুর সময় যে সামান্য শব্দ অনুভব হয় আর নিঃশ্বাসের শব্দ বাকী ছিল। চোখ

কোটরে ঢুকে পড়েছিল। সাদা হয়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থা দেখে তার মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল এবং মা অচেতন হয়ে পড়লে দাঁত শক্ত হয়ে দাঁতের সাথে দাঁত লেগে গেল। মহিলারা ছেলেকে ভুলে তার মাকে বাঁচাবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। হযরত আম্মাজান (রাঃ) যিনি আমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন তিনি এমন অবস্থা দেখে সহ্য করতে না পেরে হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে গিয়ে ঘটনা বললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আতাউর রহমান তো মরে গেছে কিন্তু মাকে বাঁচানোর জন্য কোন উপায় করা উচিত। হযরত (আঃ) খুব কষ্ট পেয়ে দোয়ায় রত হলেন। হযরত (আঃ) তখনও সিজদারত ছিলেন। এদিকে ছেলেকে চোখ খুলতে দেখতে আরম্ভ করল। ছেলের চাহনি দেখে মেয়েরা মায়ের চেতনা ফেরাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। বেশ কিছু সময় পরে মা ও চোখ খুললেন। মহাবিপদের পরে হুযূর (আঃ)-এর দোয়া কবুল করতঃ আল্লাহ্ মা ও ছেলেকে পুনর্জীবন দান করেছেন।"

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোট (রাঃ) একখানা পত্র নিজ হাতে সম্ভবতঃ লাহোরের আহমদীদের নামে লিখেছিলেন। তিনি (রাঃ) লিখেছেন,

"আস্সলামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম। এখন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। তিন দিন ধরে বশীর ও মাহমুদের কঠিন জ্বর হয়েছে। আমি দোয়া করার নিয়্যত করেছিলাম। মনে পড়ে গেল যে, আপনি অসুস্থ। এদিকে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবও অসুস্থ। আপনাদের তিনজনের জন্য দোয়া করেছিলাম"।

ইলহাম হোল,"লিল আতবায়ে ওয়াল আওলাদ।" অর্থ ঃ তোমার সন্তান ও তোমার অনুসারীদের পক্ষে তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। এভাবে সকলেই স্বাস্থ্য লাভ করলেন [হযরত (আঃ)-এর পক্ষ থেকে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লিখেছিলেন]।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। ডাঃ শেখ নূর আহমদ সাহেবের ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মৃগীর আক্রমণ এত কঠিন হয়ে গেল, নিরাশ ও হতাশা দেখা দিল। হযরত (আঃ) দোয়া করলেন। ইলহাম পেলেন,"ইন্নাল্লাহা যুল মিনান।' ছেলে সুস্থ হয়ে উঠল। শেখ সাহেবকে মোবারকবাদ দেয়া হোল। তাদের জন্য ধন্যবাদ (মোবারক বাদ) যারা এমন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার (হুযূর-আঃ) সাথে যোগসূত্র কায়েম করে রাখে।

হযরত মিয়াঁ মিরা বখশ্ (রাঃ) পিতা মিয়াঁ রসূল বখ্শ সাহেব সিয়ালকোট বর্ণনা করেছেন–

"আমরা জলসা উপলক্ষ্যে কাদিয়ান গিয়েছিলাম এবং সেখানে বয়াত করেছিলাম। হযরত (আঃ) বলতেন, এখানে বারবার আসবে। এটা মসীহ্ মাওউদ-এর যুগ, যে মসীহ্র জন্য মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় আর পাবে না"।

একবার আমি কঠিন রোগে ভুগে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কেবল হাড় বাকী ছিল। হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার আবেদন করলাম। হযরত (আঃ)-এর পক্ষ থেকে উত্তর আসল, দোয়া করা হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আরোগ্য দান করবেন। অতঃপর আমি ভাল হয়ে গেলাম। অথচ বড় বড় যোগ্য চিকিৎসকরাও বলেছিলেন, চিকিৎসা সম্ভব নয়।"

হযরত চৌধুরী আহমদ দীন সাহেব উকিল গুজরাটি বর্ণনা করেছেন, মিয়াঁ গোলাম আহমদ সাহেবের এক ধরনের ব্যথা উঠে মাথা, চোখ এবং মুখ সম্পূর্ণ মাথা মোচড় দিতে থাকত। ব্যথার সময় মিয়াঁ গোলাম আহমদ সাহেব মাথা চেপে ধরে বসে থাকতেন। যারা দেখতেন তারাও তাঁর কষ্ট দেখে খুব কষ্ট পেতেন। যতদূর সম্ভব যতজন দ্বারা চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কোন উপকার হোল না। বহু বছর কষ্ট পেয়ে পেয়ে দিন কাটতে লাগলো। কোন ডাক্তার ধরতেও পারলেন না যে, এ কী ধরনের রোগ। আমি সবশেষে তাকে বললাম, চলুন, কাদিয়ান যাই। হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর চিকিৎসা করিয়ে দেখুন। হযরত (আঃ)-এর নিকটও দোয়ার আবেদন করবেন। সুতরাং মিয়াঁ গোলাম আহমদ কাদিয়ান গেলেন। কিছু দিন হযরত মৌলভী সাহেবের ঔষধ সেবন করলেন। কোন উপকার হোল না। আমিও সেখানে ছিলাম। একদিন আমি পাঞ্জাবী ভাষায় একটি নযম লিখলাম। এটি মূলতঃ মিয়াঁ গোলাম আহমদ সাহেবের পক্ষ থেকে রোগ মুক্তির দোয়ার আবেদন ছিল। হযরত (আঃ) একদিন প্রাতঃভ্রমণ শেষে ফেরত এসে ভেতরে যাচ্ছিলেন এমন সময় ঐ নযম আকারে দোয়ার আবেদন হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হোল। ঐ নযমের শেষ পংক্তি ছিল ঃ

"নাম গোলাম আহমদ আমার।

আমি তোমার গোলাম, হে আমার পবিত্র ইমাম আমার প্রতি শুভ দৃষ্টি দান কর।"

হযরত (আঃ) বললেন, আপনার নাম কি গোলাম আহমদ? অতপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি লিখেছেন? আমি বললাম জী হুযূর, আমি লিখেছি। হুযূর মিয়াঁ গোলাম আহমদের প্রতি করুণা ভরে দৃষ্টিপাত করলেন, অতপর বললেন, 'দোয়া করব'। আমরা নীচে চলে আসলাম। তখন থেকেই মিয়াঁ গোলাম আহমদ আরাম বোধ করতে থাকলেন। পরবর্তীতে কখনও ঐ কষ্ট আর হয় নি। এটা তো আসলে হযরত (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে সত্যতার নিদর্শন।

হযরত মৌলানা জালালুদ্দিন শামস্ সাহেব এক প্রবন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মু'জিযার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

আজ দামেস্কে সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন শাহ্ (রাঃ) আমাকে তাঁর আম্মার রোগমুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, " আমার মা সৈয়্যদা বেগমের বয়াতের উপলক্ষ্যে ঘটনা এই হয়েছিল যে, তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কঠিন রোগের ফলে ৪/৫ মাসে মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ঐ যুগে এই রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না। অবশেষে একদিন সময় এসে গেল যে, মনে হোল আজ তাঁর জীবনের শেষ রাত। ঐদিন আব্বাজান কোন কাজে সিয়ালকোট গিয়েছিলেন। আমরা সব ভাই-বোন মায়ের বিছানায় গেলাম। নিশ্চিত ছিলাম যে, সকালে মাকে জীবিত পাওয়া যাবে না।

সকালে মায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি ভাল আছেন। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কী ব্যাপার! না জ্বর না কাশি না অন্য কোন কষ্ট! মা আমাকে দেখে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আমি এবার সুস্থ হয়ে উঠব। এবার এই অসুখে মারা যাব না।" ঘটনা এই যে, ঐ রাতে মা স্বপ্ন দেখেছিলেন। মা বললেন,

আজ রাতে স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখলাম। অনেক বড় জনতার ভীড়। চারিদিকে সবাই বলাবলি করছে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এসে গেছেন। দেখলাম, একজন বুযূর্গ আসছেন সাথে বহু মানুষ। দু'জন তাঁর মাথার উপরে কাপড় ধরে ছায়া করে নিয়ে আসছেন। আমার মা যখন শুনলেন যে, ইনি ইমাম মাহ্দী (আঃ) তখন মা নিজের বুকের দিকে ইশারা করে হুযূর (আঃ)-কে বললেন, "যদি আপনি ইমাম মাহ্দী হোন তবে আমার জন্য দোয়া করুন আমি যেন রোগমুক্ত হই।"

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) একটি পেয়ালায় পানি পড়ে এক ছেলের হাতে এ পানি পাঠালেন এবং বললেন, এই পানি পান কর রোগ মুক্তি হবে। এই রোগ মুক্তি একথার প্রমাণ হবে যে, যেই মাহ্দী (আঃ)-এর অপেক্ষায় ছিল, সেই মাহ্দী (আঃ) এসে গেছেন।

মা বললেন, এই স্বপ্ন দেখার পর জেগে গেলাম এবং দেখছি আমার শরীর ভাল এবং রোগের যন্ত্রণা নেই। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে দিন মা চলতে আরম্ভ করছিলেন ঐ দিন আমাদের জন্য ছিল ঈদের দিন ।

আমার আব্বাজান স্বপ্নের বর্ণনা শুনে বললেন, আসলেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এসে গেছেন।

আব্বা পূর্বেই কোন একসময় বয়াত করেছিলেন, যা আমরা জানতাম না। আব্বাজান তখনই একখানা পত্রের মাধ্যমে ঐ স্বপ্নের বিবরণ লিখে আমার এক মামাত ভাইয়ের হাতে দিয়ে কাদিয়ান পাঠালেন। হযরত (আঃ) দোয়া করে আব্বাকে জবাবে লিখলেন, "দোয়া করেছি ইনশাআল্লাহ্ রোগ মুক্তি হয়ে যাবে।" আমার মা ঐ পত্রের মাধ্যমেই বয়াতের অঙ্গীকার লিখে পাঠিয়েছিলেন। পরে গিয়ে দেখাও করেছিলেন।

হযরত মৌলভী গোলাম নবী সাহেব, প্রাক্তন শিক্ষক, মাদ্রাসা আহমদীয়া কাদিয়ান বর্ণনা করেছেন, কাদিয়ানে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল, আমিও হযরত (আঃ)-এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গিয়ে ছিলাম। স্ত্রীর অসুখ বড় কঠিন আকার ধারণ করেছিল। প্রায়- মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল। আমি দারুল মসীহ্র দিকে যাচ্ছিলাম। বাজারে সৌমরাজ ভগতরাজ এবং ইচ্ছরের সাথে দেখা হয়ে গেল যারা "শিয়াচন্তক" পত্রিকা বের করত, তারা জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছ। আমি বললাম, আমার স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত। তারা ঠাট্টা করে হযরত (আঃ)-এর প্রতি কটাক্ষ করে বলল, "আমি নৌকা প্রস্তুত করেছি।" ঐ নৌকায় কেন বসে গেলে না? আমি বললাম, আমরা তো ঐ নৌকাতেই বসে আছি। তোমরা ভেলা তৈরী কর, যা নূহ (আঃ)-এর যুগে বিরোধীরা বানিয়েছিল। আর তা প্লাবনের ডুবে গিয়েছিল।"

আমি হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর খেদমতে স্ত্রীর অসুখের কথা বললাম, হুযূর বললেন, তুমি প্লেগের অঞ্চল থেকে এসেছ, ওখানেই দাঁড়াও। আমি হযরত (আঃ)-এর সামনে ভগত রাজের সাথে রাস্তায় যে কথা হয়েছিল তা-ও উল্লেখ করলাম। হযরত (আঃ) বললেন, দেখ ঈসা মসীহ্ মৃত জীবিত করতেন, কিন্তু প্রকৃত মৃত হোত না। আজ আমাদের জামাতে যেমন হচ্ছে এমনই তখনও হোত। একজন ঠিকাদারের স্ত্রী অপর একজন মাষ্টার মুহাম্মদ দীন যিনি তখন ছাত্র ছিলেন, এরা ওখানে ছিলেন।

হযরত (আঃ) আমাকে ঔষধ দিলেন । আমি ঔষধ নিয়ে আসলাম। তখন আমার স্ত্রী চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দু'ঘন্টা পর্যন্ত অচেতন থাকলেন। হযরত (আঃ) ঔষধ দিয়ে বলেছিলেন, আমরাও দোয়া করছি, তুমি দোয়া করবে। ঔষধ সাদা রংয়ের মসূরের ডালের আকারের ছিল। রাত দু'টার সময় শব্দ শুনলাম, "বিপদ মনে করা না।" ঐ সময় স্ত্রী বললেন, পানি দাও। আমি ঔষধ ও পানি দিলাম। রাত ৩টার সময় স্ত্রী উঠে বসতে চাইলেন, আমি ঘরেই নামায পড়লাম। কুরআন শরীফ হাতে নিয়েছিলাম। শব্দ শুনলাম, ঠিকাদার বাইরে এস। তারা বললেন, সৌমরাজ এবং পিচ্ছির এবং মালানের নাতি মারা গেছে। কাঠের প্রয়োজন, আলহামদুলিল্লাহ্! এরাই রাস্তায় আমাকে ঠাট্টা করেছিল।'

হযরত মিয়াঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব বর্তমান রেতিছাল্লা কাদিয়ান নিবাসী বর্ণনা করেছেন, আমার ছোট বোন প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল। ঐ বোন আল্লাহ্র ফযলে এখনও জীবিত আছে। আমার বোন দু'দিন পর্যন্ত কথাই বলতে পারে নি। তৃতীয় দিন সামান্য চেতনা ফিরে আসলে সে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের বাড়ী এসেছেন এবং আমার শরীরে ফুঁ দিয়েছেন।" আমি ঐ দিনই কাদিয়ান গিয়ে হযরত (আঃ)-এর খেদমতে সবকিছু বললাম। হযরত (আঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ ফযল করেছেন। আরো নির্দেশ দিলেন যে, আপনারা কাদিয়ানে আসবেন না। নিজ নিজ গৃহেই থাকুন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব।

হযরত আরো বললেন, দোয়া ঃ

"রব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী " অনেক বেশী বেশী পাঠ করবে। ইস্তিগফার অনেক বেশী করবে। আর এই দোয়া ঃ

"বিসমিল্লাহি ওয়ালকাফি, বিসমিল্লাহি ওয়াশ্ শাফি, বিসমিল্লাহি ইশফেনী।" এবং দুরূদ শরীফ অনেক বেশী পড়বে। আল্লাহ এ যুগের জন্য আমাকে এ দোয়াগুলো শিখিয়েছেন।"

হযরত মিয়াঁ গওহরদীন পিতা মিয়াঁ ভাগো কাদেরাবাদ বর্তমান কাদিয়ান নিবাসী বর্ণনা করেছেন, মিয়াঁ সুলতান আহমদের গ্রামে এক যুবক প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল। আমি হযরত (আঃ)-এর খেদমতে এসে বললাম যে, আমাদের গ্রামে প্লেগ শুরু হয়ে গেছে। হযরত (আঃ) বললেন, 'তুমি নিজ গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে গ্রামের সবাইকে উচ্চস্বরে ডেকে বল,

"হে আমার গ্রামবাসীরা! তোমরা তিন ঘন্টার মধ্যে আমার সাথে বেরিয়ে আস, এবং গ্রামের বাইরে মাঠে এসে আমার সাথে অবস্থান গ্রহণ কর। একমাসের জন্য খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যারা আমার সাথে আসবে তারা আমার সাথে থাকবে আর যারা পরে যাবে তাদেরকে তোমাদের সাথে থাকার স্থান দিবে না"। আমি এমনই করলাম। আমার সাথে কেবল মাত্র একটি বাড়ীর লোকেরা শামেল হোল। বাকীলোকেরা আঁড়ি করে আমার সাথে বের হ'ল না। কিন্তু কাউকে আমার সাথে রাখলাম না। তারা পৃথকভাবে অবস্থান নিল। আমার সাথে যারা এসেছিল তারা কেউ মরে নি। অসুস্থও হয় নি । বাকী প্রায় পুরো গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল। অনেকেই মরে গেল অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মাত্র ৩ জন সুস্থ ছিলেন, সে তিন জনই আমাকে বললেন, 'আমাদেরকে কাদিয়ান নিয়ে চল।' আমি এদেরকে নিয়ে কাদিয়ান গেলাম। হযরত (আঃ) সাক্ষাৎ প্রদান করলেন এবং বললেন,

"আমি এখন তোমাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ্ দোয়া কবুল হবে। কিন্তু তোমরা খাঁটি অন্তরে তওবা করে মুসলমান হয়ে যাও। কিন্তু এরপরে যদি বিপথগামী হও তবে হয়ত খোদা আমার দোয়াও তোমাদের পক্ষে কবুল করবেন না। যেমন নূহ (আঃ)-এর সাথে হয়েছিল।"

তারপর এই তিনজনই নিরাপদ থেকে গেল। এদের পরিবারের যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তারাও বিনা চিকিৎসাতে সুস্থ হয়ে উঠল।

চৌধুরী ফযল মুহাম্মদ সাহেব দোকানদার হাঁচ্ছিওয়ালের মুহাজের কাদিয়ান নিবাসী বর্ণনা করেছেন,

একবার হযরত (আঃ) পদচারণার জন্য বাইরে গেলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। ফেরত এসে যখন তিনি (আঃ) নিজ গৃহে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আমি শুনেছি অতীতকালে কোন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের অসুস্থ স্থানে কোন বুযূর্গ ব্যক্তি যদি নিজ মুখের লালা লেপন করে দিতেন তবে সে সুস্থ হয়ে যেত। আমার চোখে সব সময় ফুস্কুরি বের হতে থাকত।

হযরত (আঃ) হেসে দিলেন, এবং নিজ মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ৩৫ বছর হয়ে গেল আমার চোখে কখনও কষ্ট হয় নি। কখনও চোখে ব্যথাও হয় নি, আলহামদুলিল্লাহ্।

তারপর দেখলাম হুযূর (আঃ) আমার দিকে চেয়ে দেখছেন। আমি সুযোগ পেয়ে আরয করলাম,

আমার বাঁ চোখে একটি গুটি আছে এখন তেমন কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু ভয় হয় যদি পরে কষ্ট হয়। হযরত (আঃ) বললেন, " কষ্ট হবে না। ইনশাআল্লাহ্ আরাম হয়ে যাবে।" অতঃপর হযরত (আঃ) একটি ঔষধের নাম বলেছিলেন ব্যবহারের জন্য, কিন্তু আমি ঐ ঔষধের নাম ভুলে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর ঐ গুটি পেকে বেরিয়ে গেল এবং আমার আরাম হয়ে গেল।

হযরত শেখ মুহাম্মদ হোসেন (রাঃ) পিতা গোলাম রসূল পিন্সর সাব জজ ইসলামীয়া পার্ক, ১৯০১। অথবা ১৯০২ সনের বয়াত। আমি হযরত (আঃ)-কে বয়াতের পূর্বে দেখেছি বয়াতের পরেও সাক্ষাত করতাম। হযরত (আঃ)-এর নামাযে জানাযায়ও উপস্থিত ছিলাম।

একবার হযরত (আঃ) মিয়া চেরাগদীন পিতা মুনীর হোসেন সাহেব মরহুমে ঈসা-এর প্রস্তুতকারকের

বাসায় অবস্থান করছিলেন। রাত প্রায় দশটা বাজে, এক মাহফিল হচ্ছিল। একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হুযূর দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। কারণ সে বছর বৃষ্টি না হবার কারণে দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

হুযূর (আঃ) কোন জবাব দিলেন না। মসজিদে কথা-বার্তা হতে থাকল। ঐ দিন অথবা পরের দিন আর একজন বললেন, হুযূর বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হুযূর (আঃ) কোন উত্তর দিলেন না। কয়েকদিন পর একজন বৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করলেন। হযরত (আঃ) হাত তুলে দোয়া আরম্ভ করলেন। পৃথিবী তখন চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল। মেঘের কোন নাম গন্ধও ছিল না। কিন্তু যেই হযরত সাহেব (আঃ) দোয়া আরম্ভ করলেন, সাথে সাথে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। যেই হুযূর (আঃ) দোয়া শেষ করলেন সাথে সাথে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। অতিসামান্যই বৃষ্টি হয়েছিল। এ ঘটনা আমার উপস্থিতিতে ঘটেছিল।

এখানে মনে হচ্ছে যে, ঐ সময় আল্লাহ্‌র তকদীর মতে বেশী বৃষ্টি হবার কথা ছিল না। তাই কেবল হযরত (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ দোয়া কবুলের নিদর্শনস্বরূপ দোয়া চলাকালে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল।

লাহোরের হযরত মুহাম্মদ আহমদ সাহেব, পিতা হুসেন বখ্‌শ সাহেব বর্ণনা করেছেন, "যে সময় আমি হুযূরের (আঃ) হাতে বয়াত করেছিলাম ঐ সময় আমি একটি কোম্পানীতে চাকুরীরত ছিলাম। বয়াতের কিছুদিন পরে আমি হযরতের খেদমতে আরয করলাম। হুযূর, আমার এই কোম্পানীতে চাকুরী করতে অনীহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আমি চাকুরী ছেড়ে দেবার ইচ্ছা করছি। হযরত (আঃ) বললেন, কখনও না। রোজগার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে। আপনার জন্য দোয়া করা হবে। হযরত (আঃ)-এর দোয়ার ফল কত মধুর । কিছু দিনের মধ্যেই বদলী করে, আমাকে এমন জায়গায় দেয়া হ'ল যা আমার পসন্দনীয় কাজ অর্থাৎ প্রিন্টিং প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ। তাছাড়া এ কোম্পানী এবং প্রেস সরকারী ছিল। এটা জম্মুর ঘটনা।

হযরত নূর মুহাম্মদ (রাঃ) পিতা সালেহ মুহাম্মদ সাহেব খোখর। মুলতান বর্ণনা করেছেন, একবার, এমন ঘটনা ঘটে গেল যে, হাজী মুহাম্মদ কামলানার বিরুদ্ধে খুনের মামলা হয়ে গেল। হাজী মুহাম্মদ সাহেব আমার ভাইকে কাদিয়ান পাঠালেন হযরত সাহেবের (আঃ) খেদমতে দোয়ার জন্য। হাজী মুহাম্মদ সাহেব আমার ছোট ভাইকে বললেন, যতদিন হযরত সাহেব ফেরত আসতে না বলেন ততদিন পর্যন্ত আপনি কাদিয়ানেই থাকবেন এবং হুযূর (আঃ)-কে প্রতিদিন দোয়ার জন্য বলতেই থাকবেন। আমার ভাই একমাসের বেশী সময় কাদিয়ানে অবস্থান করলেন। যে দিন হাজী মুহাম্মদ কামলানা ভড়িয়াম, জিলা ঝং মামলা থেকে রেহাই পেলেন, ঐ দিন হযরত সাহেব আমার ভাইকে ফেরত আসার জন্য বিদায় দিলেন। অতএব, যেদিন হাজী সাহেব মুক্তি পেলেন সেদিনই আমার ভাই কাদিয়ান থেকে ফেরৎ যাত্রা করলেন। হযরত সাহেব এর হৃদয়ের পবিত্রতার পরিচয় এখন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত হাকীম আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব(রাঃ) পিতা নিজামউদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেছেন, "মীর আবেদ আলী শাহ্ (রাঃ) যিনি বদর মান্ডির অধিবাসী ছিলেন, বলেছেন হযরত (আঃ) লাহোরে গিয়েছিলেন, আমার এক বন্ধু যার নাম সরফরাজ খান। আমাকে বললেন, আপনাদের মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে আমার জন্য দোয়ার আবেদন করবেন। আল্লাহ্ যেন আমাকে হেদায়াত দেন। হযরত (আঃ) তখন লাহোরে ছিলেন। আমি দোয়ার জন্য আরয করলাম। হযরত (আঃ) তখনই হাত তুলে দোয়া করলেন। তিনি (আঃ) যে সময় দোয়া করলেন ঠিক ঐ সময় আমার বন্ধু সরফরাজ খান বয়াতের পত্র লিখে পোষ্ট করে পাঠিয়েছিলেন। মীর আবেদ আলী শাহ্ (রাঃ) যখন গ্রামে গিয়ে তাকে বললেন যে, তোমার জন্য হযরত সাহেব এর খেদমতে দোয়ার জন্য বলেছিলাম। সরফরাজ খান বললেন, আমি ঘড়িতে সময় দেখে বয়াতের পত্র লিখেছি। মীর আবেদ আলী সময় দেখে বললেন, ঠিক ঐ সময় যখন হুযূর দোয়া করেছিলেন, তখনই সরফরাজ খান বয়াতের পত্র লিখেছিলেন।

মৌলভী রহীম বখ্‌শ এম এ বর্ণনা করেছেন আমাদের দাদা যাকে মানুষ সাধারণভাবে খলীফা বলত, এবং হুযূর (আঃ)-এর কঠোর বিরোধী ছিলেন। এবং তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধে বিশ্রী ভাষায় গালি-গালাজ করতেন। আব্বাজানকে খুব কষ্ট দেয়া হত। আব্বাজান অবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে উত্তর আসল যে, "আমি দোয়া করেছি।" আমার আব্বা সবাইকে হযরত সাহেবের পত্র দেখিয়ে বললেন, "হযরত সাহেব দোয়া করেছেন। এবার দেখবে খলীফা গালি দিবে না।" কয়েকদিন পরে জুমুআর নামাযে দাদা গেলেন। জুমুআর দাদা অস্বাভাবিকভাবে চুপ করে রইলেন। অথচ বিশেষ করে জুমুআ পরে গালি দেয়ার অভ্যাস ছিল। সবাই আশ্চর্য হয়ে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন যে, আজ মির্যা সাহেবের বিষয়ে কেন চুপ করে আছ? উনি বললেন, খামাখা কাউকে গালি দিয়ে কী লাভ। আজ মৌলভী সাহেবও জুমুআর ওয়াযে বলেছেন, কেউ যদি খুব খারাপ লোকও হয় তবুও তাকে গালি দেয়া ঠিক নয়। অনেক মানুষ বলল, আচ্ছা! তবে তো বাবুর কথাই ঠিক হোল (আমার আব্বা)। সে বলছিল যে, ঐ দিনের পর থেকে খলীফা বিরোধীদের উস্কানী সত্ত্বেও কখনও হযরত সাহেবকে গালি দেয় নি। এবং আমার আব্বাকেও কষ্ট দেয় নি আহমদী হবার কারণে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ভ্রমণের পর গৃহে ফিরে আসছিলেন। দূর থেকে একজন সাহায্য চেয়ে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি (আঃ) খেয়াল করেন নি ভেতরে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত সাহেবের খেয়াল হয়েছে যে, হয়ত কেউ সাহায্য চেয়েছিলো। তখন তিনি (আঃ) বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, যে সাহায্য চাইতে এসেছিল সে কোথায় গেল? তখন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি চলে গেছে। হুযূর (আঃ) ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় এসে সাহায্য চাইলো। হযরত সাহেব খুব দ্রুত বাইরে এসে তাকে কিছু টাকা সাহায্য দিলেন। তারপর আমাদের বললেন, "এই ব্যক্তিকে সাহায্য দিতে না পেরে আমার কষ্ট হচ্ছিল, দোয়াও করেছিলাম আল্লাহ্ যেন তাকে ফেরৎ নিয়ে আসেন।"

হযরত মালেক বরকত আলী পিতা মালেক উযির বখ্‌শ সাহেব বর্ণনা করেছেন, "একবার যখন আমি ক্যানাল বিভাগে চাকুরিরত ছিলাম সারগোধা জেলার একস্থানে, তখন একজন সাবডিভিশনাল অফিসার মিঃ হাওয়ার্ড আমার বিরোধী হয়ে গেলেন। আমি হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখে পাঠালাম। হযরত সাহেব (আঃ)-এর পক্ষ থেকে উত্তর এল, "দোয়া করেছি, আল্লাহ্ দয়া করবেন।"

হযরত সাহেবের পত্রখানা পোষ্ট কার্ডে লেখাছিল এবং ঘটনাক্রমে পত্রখানা এক ব্যক্তির হাতে পড়লে সে আমার পত্র পড়েছে এবং আমাকে এসে বলল যে, মামলার রায় আপনার পক্ষে হয়ে গেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী ভাবে জানলেন? সে ঐ কার্ড পড়ে শুনালে আমি বললাম, এখানে আমার মুক্তি কথা লেখা নেই। সে বলল, এতবড় বুযূর্গের দোয়া হয়েছে অতএব অবশ্যই আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন।

কিছুদিনের মধ্যে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হলাম। অথচ মামলা একজন উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ছিল এবং অভিযোগ তদন্তের জন্য মিঃ হিমেলটন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারা খুব ভালভাবে তদন্ত করতঃ আমাকে নির্দোষ বলে মুক্তি দিলেন।

হযরত ডাঃ রঈস উদ্দিন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য আবেদন করলাম। হযরত সাহেব বললেন, " তিনবার-

"রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ্" পড়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষা দিবে।" আসি এমন করেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ হয়েছিলাম।

হযরত কারী গোলাম ইয়াসীন (রাঃ), গ্রাম রসূলপুর, জেলা গুজরাট বর্ণনা করেছেন, " আমি যখন বয়াত করেছিলাম আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ হায়াতকে বললাম, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত করেছি তুমিও তাঁর বয়াত কর। সে বলল, আমি সত্য বলে মান্য করে নিতে পারি। কিন্তু শর্ত এই যে, যদি তিনি সত্য হয়ে থাকেন তবে আমার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মামলা হয়ে আছে এতে আমাকে যেন কেউ ধর পাকড় বা জিজ্ঞাসাবাদ না করে। গোলাম কাদের বললেন, এমনভাবে বলো না, এমন বলা ঠিক না। তবে হ্যাঁ আমরা হযরত (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখব। সে বলল, লিখ বা না লিখ শর্ত ঐ একটাই যে, আমাকে যেন জবাবদিহীতার সম্মুখীন করা না হয়। গোলাম কাদের দোয়ার জন্য হযরত (আঃ)-এর খেদমতে লিখে দিলেন। তার বিরুদ্ধে মামলা ছিল এই, এক বিধবা মহিলার দেবর তার বিরুদ্ধে নারী অপহরণের মিথ্যা মামলা করেছিল। মোহাম্মদ হায়াতের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করা হয়ে গিয়েছিল এবং আদালতে মামলার তারিখ নির্ধারিত ছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ হায়াত বললেন, যদি এই মামলায় আমাকে জবাবদিহি করতে না হয় তবে আমি মাহ্দী (আঃ)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করব। গোলাম কাদের বলেছিলেন যে, এমন শর্ত রাখা সঠিক হচ্ছে না। নির্ধারিত তারিখে মুহাম্মদ হায়াত আদালতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাদী উপস্থিত ছিল না। সুতরাং মামলার জন্য আদালতের পক্ষে তাকে ডাকা হোল না। মুহাম্মদ হায়াত বাড়ীতে ফেরত এসেই বললেন যে, নিশ্চয় ইমাম মাহ্দী (আঃ) সত্য। আমার বয়াতের পত্র হুযূরের খেদমতে লিখে দাও। আমি মেনে নিয়েছি। তিনি অন্যদেরও বলতে লাগলেন যে, তোমরাও হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মেনে নাও। আমি শর্ত রেখে ছিলাম এই মামলায় কেউ যেন আমাকে হয়রানী না করে। গতকাল আমি আদালতে গিয়েছিলাম, কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। অতএব, হযরত মির্যা সাহেব সত্য মাহ্দী। আমি মেনে নিয়েছি। তোমরাও মেনে নাও। সে বড়ই খুশী এবং সর্বত্রই বলে বেড়াচ্ছিল। মানুষ আশ্চর্য্য হচ্ছিল যে, কী কারণে, কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি তাকে। অবশেষে বাদী পক্ষ খোঁজ নিয়ে জানতে পারল ঐ তারিখে মামলার কাগজ পত্রই পাওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা বাদী পক্ষ পুনরায় মামলা দায়ের করল এবং আবার মামলা আরম্ভ হোল। ওয়ারেন্ট জারী হোল। তারিখ নির্ধারণ হোল। গ্রামের লোকেরা আবার হাসা-হাসি আরম্ভ করল যে, এবার দেখব তোমাদের মির্যা সাহেব কি করে তোমাকে আদালতের জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু আসামী মুহাম্মদ হায়াত বলতে লাগলেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, হযরত (আঃ) সত্য এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

অবশেষে মামলার নির্ধারিত তারিখ এসে গেল মুহাম্মদ হায়াত এবং গ্রামের অনেকে বড় আগ্রহের সাথে আদালতে গেলেন যে, এবার দেখা যাক কী হয়। আদালতের পক্ষ থেকে যথাসময়ে বাদীকে হাজির হবার জন্য ডাক পড়ল। কিন্তু বাদী উপস্থিত ছিল না। তিনবার ডাক পড়ল। বাদীর পক্ষের কেউই উপস্থিত ছিল না। আসামী মুহাম্মদ হায়াত তো উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আসামীকে ডাকা হোল না। আদালতের সময় শেষ হয়ে গেল। মুহাম্মদ বার বার বলতে থাকলেন যে, দেখেছ! আমি বলেছিলাম না যে, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। এখনও তোমাদের সন্দেহ বাকি আছে? এখনও বিশ্বাস হয় না যে, মির্যা সাহেব সত্য? গোলাম কাদের ও মুহাম্মদ হায়াত সাহেবের মনে প্রশ্ন জাগল যে, দেখা তো দরকার ঘটনা কী? কেন বাদী হাজির হোল না? বাদীর বাড়ী ছিল দূরের এক গ্রামে তখন চারিদিকে প্লেগের আক্রমণ জোরদার ছিল। খোঁজ-খবর করে জানা গেল যে, মামলার নির্দিষ্ট তারিখে বাদী তো প্লেগের আক্রমণে রোগাক্রান্ত হয়ে মরে গিয়েছিল। হাজির কে হবে!"

আল্লাহ্তাআলা এ যুগের বিরোধী মৌলবীদের বোধ শক্তিদান করুন। এত বড় বড় আশ্চর্যজনক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের নিদর্শন দেখেও তারা মানতে চায় না। একের পর এক অগণিত দোয়া কবুলের নিদর্শন, যে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "যারা দোয়া করেন আল্লাহ্ তাদেরকে মু'জিযা দেখাবেন। আর যারা মান্য করবেন তাদেরকে এক অসাধারণ নেয়ামত (অমূল্য ধন) দেয়া হবে। দোয়া আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে এবং আল্লাহ্র দিকে ফিরে যায়। দোয়ার ফলে আল্লাহ্ এমন নিকটবর্তী হন যেমন, তোমাদের প্রাণ তোমাদের নিকটে। দোয়ার সুফল প্রথমতঃ এই যে, মানুষের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর সিফাতের মধ্যে পরিবর্তন করেন। অথচ তাঁর সিফাত (গুণাবলী) অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ্র পৃথক জ্যোতির বিকাশ ঘটে থাকে যে সম্পর্কে মানুষ অবগত নহে। এমন মনে হয় যেমন ইনি অন্য কোন খোদা। অথচ অন্য আর কোন খোদা নেই। কিন্তু আল্লাহ্র সিফাতের অসাধারণ ও নতুন নতুন বিকাশ নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এই নতুন ও বিশেষ জ্যোতির বিকাশ সেই ব্যক্তির পক্ষে এমন কার্য সম্পাদন করে যা অন্যের জন্য করে না। একই বলে আলৌকিক নিদর্শন"।

সুতরাং দোয়া এমন এক মহৌষধ যা এক মুষ্টি মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয়। এমন এক পানি যা অভ্যন্তরীণ ময়লা ও দুষণকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এই দোয়ার সাথে রূপ (আত্মা) পানির মত বিগলিত হয়ে মহান আল্লাহ্র আস্তানার উপর নিপতিত হয়।"

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
মুরব্বী সেলসেলা

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ

ঔষধ সেবন করার সঠিক সময় ঃ

আহারের ঠিক আগে আধ ঘন্টা কিংবা আহারের ঠিক আধ ঘন্টা পর্যন্ত পর ঔষধ সেবন করা ঠিক নয়। এ সময়ের মধ্যে ঔষধ সেবন করলে ঔষধের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হবে ঠিকই কিন্তু ঔষধ সেবনের সর্বোত্তম নিয়ম হলো খালি পেটে সেবন করা। যদি হঠাৎ জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে যে কোন সময়ে ঔষধ নেয়া যেতে পারে। যাই হোক, সকাল বেলা খালি পেটে বা রাতের খাবার খেয়ে দু'চার ঘন্টা পর ঔষধ সেবন করাই উত্তম।

রোগীর পথ্য কী হবে ?

হোমিও চিকিৎসা-পদ্ধতিতে রোগীর পথ্যের বিশেষ কোন বাছ-বিচার নেই। রোগী কী খাবে আর কী খাবে না -এ নিয়ে বিশেষ কড়াকড়ি নেই। সব রকম খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও হোমিও ঔষধ পূর্ণরূপে কার্যকারিতা দেখিয়ে থাকে এতে কোন ধরনের ক্ষতি হয় না। কিন্তু একই সাথে একথাও ঠিক, প্রত্যেক রোগীকে এমন ধরনের খাবার পরিহার করে চলা উচিত যা খেলে তার কষ্ট বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে, চিকিৎসকের তুলনায় একজন রোগী নিজেই বেশী ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

হোমিও ঔষধ সংরক্ষণের পদ্ধতি ঃ

হোমিও ঔষধ দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হয় না। একশ' বছরের অধিক সময়ও যদি এগুলো পড়ে থাকে তারপরও এদের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এগুলোকে নাতিশীতোষ্ণ শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত। ঔষধের বোতলের ছিপি ভালভাবে বন্ধ রাখতে হবে। সাধারণতঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধিলাভ করলে ঔষধ নষ্ট হয় না, কিন্তু ছিপি ভালভাবে আটকানো না থাকলে তরল আকারের ঔষধের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঔষধ শুকিয়ে যায়। যদি বোতলের ঔষধ একেবারেই শুকিয়ে যায় তাহলে নতুন করে ঔষধ বানাতে হবে কিন্তু যদি এক ফোঁটা ঔষধও অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে এতে পুনরায় দ্রবণ মিশিয়ে ঔষধের শিশি পূর্ণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ঔষধের পোটেন্সী এক মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ৩০-এর স্থলে ৩১ কিংবা ২০০-র স্থলে ২০১ হয়ে যাবে। সাধারণতঃ এতে ঔষধের প্রভাবে বিশেষ কোন তারতম্য হয় না।

হোমিও ঔষধের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, **এগুলো যেন কখনো সরাসরি রোদে রাখা না হয়**। কেননা, সূর্যরশ্মির কারণে ঔষধের গুণাগুণ বিনষ্ট হ'তে পারে। যদি ঔষধের খালি শিশি-বোতল পুনরায় অন্য ঔষধের জন্য ব্যবহার করতে চান তাহলে ফুটন্ত পানিতে সেগুলো ধুয়ে রোদে শুকোতে দিন যেন এগুলোতে পূর্ববর্তী ঔষধের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যায়।

প্রত্যেকটি ঔষধ পৃথক পৃথক শিশিতে-সংরক্ষণ করা উচিত। যদিও একাধিক ঔষধের সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না তথাপি যেসব ঔষধ পরস্পরের গুণাগুণকে নষ্ট করে আর একটি অপরটির স্বভাব-বিরুদ্ধ – এগুলোর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রাখা আবশ্যক। প্রয়োজনের সময় মিশ্রণ তৈরী করা আগের থেকে মিশ্রণ প্রস্তুত করে রাখার চেয়ে উত্তম।

যথাসম্ভব হোমিও ঔষধকে তীব্র সুগন্ধীর প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখা উচিত। বিশেষ করে কর্পূরের গন্ধ বেশীরভাগ হোমিও ঔষধের গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়। যদি কোন কক্ষে সুগন্ধীর বা অন্য কোন ঔষধ স্প্রে করা হয়ে থাকে তাহলে এর প্রভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে হোমিও ঔষধের শিশি খুলবেন না।

Electrolyte (ইলেক্ট্রোলাইট) ঃ

রক্তের সেই তরল অংশ যাতে লোহিত ও শ্বেতকণিকা মিশ্রিত থাকে একে **ইলেক্ট্রোলাইট** বলা হয়। এতে ১২ (বার) ধরনের জৈবিক লবণ বিদ্যমান। একটি প্রচলিত মতাদর্শন অনুযায়ী এসব জৈবিক লবণের ভারসাম্য নষ্ট হবার নামই **'অসুস্থতা'**। এই দর্শনকে বায়োকেমিক (Bio-Chemic) দর্শন বলা হয় আর এই দর্শনাবলম্বীদের মতে, এই বারটি জৈবিক লবণের সঠিক ব্যবহারই যাবতীয় রোগ নিরসনে সক্ষম। তাদের এই দাবীর পেছনে কিছু না কিছু সত্য আছে বটে কিন্তু এতে কিছুটা অতিরঞ্জনও আছে।

হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিকের মাঝে তফাৎ ঃ

বায়োকেমিকের অপর নাম 12 Tissue Remedie । মানব রক্তে ১২ (বার) ধরনের কেমিকেল (Chemicals) একটি বিশেষ অনুপাতে বিদ্যমান। যদি এর ভারসাম্য নষ্ট হয় তবে মানুষ অবশ্যই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, এই বারটি রাসায়নিক ধাতুর আনুপাতিক ভারসাম্য বজায় থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যে পরিমাণে আর যে অনুপাতে আল্লাহ্‌তাআলা এগুলোকে রক্তে সংমিশ্রিত করেছেন তার আনুপাতিক ভারসাম্য নষ্ট হ'লেই নিশ্চয় কোন রোগ সৃষ্টি হবে।

কখনো কখনো এসব জৈবিক লবণের ভারসাম্য বিনষ্টের কারণে নয় বরং বহিরাগত উপকরণের কারণে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।যেমন, বাইরের মারাত্মক সব রোগ-জীবাণু মানবদেহে আক্রমণ করে। এ ধরনের বহিরাক্রমণের ফলশ্রুতিতে এই জৈবিক লবণগুলোর ভারসাম্যে হানি ঘটে। একবার এই ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট হ'লে ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দেয় আর কখনো কখনো রোগীর জন্য জীবন বিনাশীও সাব্যস্ত হয়।

বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখিত এসব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুতকৃত বায়োকেমিক ঔষধ কোন্ কোন্ ধরনের রোগ আর কী কী লক্ষণ নিরাময়ের উপকারী এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। যেমন ঃ বেশীরভাগ স্নায়বিক রোগ-ব্যাধিতে **ক্যালিফস** উপকারী ঔষধ বলে বর্ণিত আর বেশীরভাগ খিচুনী রোগে **'ম্যাগফস'** উপযোগী বলে বর্ণনা করা হয়।

Bio (বায়ো) শব্দের অর্থ হলো জীবন। আর কেমিক শব্দটি Chemicals -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যেসব কেমিকাল জীবনের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় এদের মধ্যে একটি ঔষধ হ'লো সাইলেসিয়া (Silicea)। এটা কোন রাসায়নিক সংমিশ্রণ দ্বারা গঠিত নয় বরং সিলিকন (Silicon) থেকে প্রস্তুতকৃত। এটা মাটির একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান যা সব ধরনের মাটিতেই বিদ্যমান। মানবদেহে সাইলেসিয়ার প্রধান প্রভাব বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে

শরীরকে সচল ও সচেতন করে দেয়ার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। এই একই উপাদান থেকে উচ্চ শক্তিতে হোমিও ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। এখানেই শেষ নয়। সমস্ত বায়োকেমিক ঔষধ X শক্তির প্রক্রিয়ার স্থলে C প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় হোমিও পোটেন্সীতে তৈরী করা হয় আর সাফল্যের সাথে হোমিও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিছু সংখ্যক চিকিৎসক মনে করেন, বায়োকেমিক ঔষধপত্রের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থেকে তারা সব ধরনের রোগ নিরাময় করতে সক্ষম। তাই এই চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতির একটি পৃথক শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ, হোমিও চিকিৎসকরা অন্যান্য সব শর্তে হোমিও ঔষধ ছাড়াও বায়োকেমিক ঔষধও ব্যবহার করে থাকেন। একটি রোগ সৃষ্টি হবার পেছনে রক্তের মাঝে বিদ্যমান ১২টি জৈবিক লবণের পারস্পরিক ভারসাম্য প্রথমে নষ্ট হওয়া মোটেও আবশ্যক নয়। এমন হাজার হাজার রোগ-বালাই আছে যেগুলো জৈবিক লবণের ভারসাম্য বজায় থাকা সত্ত্বেও পৃথক কারণ আর পৃথক উপকরণের মাধ্যমে জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, টাইফয়েড আর পোলিও রোগ শরীরের বাইরের জীবাণুর আক্রমণে জন্ম নেয় আর এমন দেহেও এগুলো সম্প্রসারিত হতে পারে যার রক্তের জৈবিক লবণগুলো ভারসাম্যপূর্ণ অনুপাতে বিদ্যমান। যদি অন্যান্য হোমিও ঔষধপত্র দিয়ে টাইফয়েড আর পোলিওর সঠিক চিকিৎসা করা হয় আর দেহের স্নায়ুতে যদি সামান্য জীবনীশক্তি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই জীবনীশক্তি এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে আর ধীরে ধীরে রোগের প্রভাব দূরীভূত হতে আরম্ভ করে।

একটি সতর্কবাণী ঃ

সমস্ত চিকিৎসকদের একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই। নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা না চালিয়ে বায়োকেমিক ঔষধপত্র অনবরত দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা খুবই মারাত্মক ফলাফলের কারণ হতে পারে। এগুলোর যথেচ্ছা অপপ্রয়োগ জৈবিক লবণগুলোর ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে এদের ভারসাম্যে অপূরণীয় ক্ষতি-সাধন করতে পারে। একটি শিশুরোগীর ক্ষেত্রে টনিক হিসাবে বায়োকেমিক ঔষধ দীর্ঘকাল ধরে সেবন করায় 'ব্লাড ক্যান্সার' হবার ঘটনাও জানা যায়। তাকে অনেকভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা সম্ভব হয় নি। এসব বিষয় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

একটি ভুল সংশোধন ঃ

হোমিও ঔষধ একেবারেই নিরাপদ অর্থাৎ এদের অপপ্রয়োগেও কোনরূপ ক্ষতি নেই –এ রকম ধারণা সঠিক নয়। এর উপমা হ'লো, একজন অদক্ষ ও বোকা চালকের হাতে যদি দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ী ছেড়ে দেয়া হয়, সেই গাড়ী তার নির্মাণশৈলীতে যতই নিরাপদ আর সুদৃঢ় গড়ন হয়ে থাকুক অদক্ষ ও বোকা চালকের হাতে সেটা বড়ই মারাত্মক সাব্যস্ত হতে পারে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের অপারগতা হলো, তাঁরা যতই বিচক্ষণ হোন না কেন– তাঁদের প্রদত্ত ঔষধ একটি রোগকে নিরাময় করতে গিয়ে অন্য আরেকটি রোগ সৃষ্টি করে ফেলে।

নতুন সংস্করণের বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কথা ঃ

যখন ইংল্যান্ডে প্রথমবার হোমিওপ্যাথি ক্লাসের সূচনা হয় তখন এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (MTA) -এর কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে হোমিও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিস্তৃতি প্রদান করা।

গোড়ার দিকে যে সব ছাত্রদের ষ্টুডিওতে একত্রিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার আর হোমিও চিকিৎসকও ছিলেন। কিন্তু এরা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। বেশীরভাগ ছাত্রছাত্রী হোমিও ব্যবস্থার জ্ঞান দূরে থাক্ সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক,খ-ও জানতেন না। এদের বেশীরভাগ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বেশী জ্ঞান রাখতেন না। আমার জন্য বিষয়টা অনেকটা চ্যালেঞ্জের মত ছিল, আমাকে এমনভাবে হোমিওপ্যাথি পড়াতে হবে যেন হোমিও চিকিৎসা দর্শন ছাড়াও এদেরকে হোমিওপ্যাথির বিবিধ ঔষধ ও এদের বিভিন্ন প্রভাব, রোগী ও রোগ সনাক্ত করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারি।

এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে আমি চিন্তা করে একটি পন্থা বের করলাম। সেটা ছিল, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত যতগুলি ঔষধ সম্বন্ধে আমি পড়াবো-সেগুলো পড়ানোর সময় প্রতিটি অধ্যায়ে কেবল সেই ঔষধেরই বিস্তারিত উল্লেখ না করে সেই ঔষধ সদৃশ অন্যান্য সব ঔষধেরও উল্লেখ করবো। একইভাবে রোগীদের ধরন ও লক্ষণ সম্বন্ধেও বিস্তারিত জানাবো আর কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে টোটকা চিকিৎসা-পত্রও প্রস্তাব করবো যেগুলোকে হোমিওপ্যাথির প্রাথমিক স্তরের ছাত্ররা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে লাভবান হতে পারেন। এর ফলশ্রুতিতে হোমিওপ্যাথির উপর আমার ছাত্রদের আস্থা দৃঢ়তর হবার ছিল। এই শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি প্রতিটি ঔষধের অধ্যায়ে এর সদৃশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঔষধপত্রের কথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। যেসব রোগ-ব্যাধি আলোচ্য ঔষধের প্রভাবে দূর করা সম্ভব সেগুলো সম্বন্ধেও বর্ণনা করেছি আবার ঔষধগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছি। অর্থাৎ, প্রত্যেক ঔষধের বেলায় আমি অন্যান্য ঔষধের আর রোগের উল্লেখ বারে বারে করেছি, কেননা প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদেরকে **'মুখে তুলে'** খাওয়াতে হয়েছে। লেকচার আকারে ক্লাসের এই পদ্ধতি অতীব সফল আর কার্যকরী ছিল ঠিকই কিন্তু একটি স্থায়ী বই আকারে প্রকাশের সময় এসব বিষয়ের বার বার পুনরাবৃত্তি সমীচীন ছিল না।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের শব্দগত সংশোধনী আমি করে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে মুদ্রণের অনেক ভুল রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একজন পাঠকের উপর পূর্বে উল্লেখিত পুনরাবৃত্তির কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পূর্ববর্তী সংস্করণের পান্ডুলিপি দেখার সুযোগ পাই নি। বই প্রকাশিত হবার পর যখন আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে একে পড়ে দেখলাম তখন এটাকে ভীষণ বিব্রতকর মনে হলো। একজন নতুন পাঠক সেটা পড়লে মনে করতে পারে, বই লেখকের স্মৃতিশক্তি ভীষণ দুর্বল কেননা, তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন যার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এই বইকে অনুবাদ করিয়ে আমি ইংরেজী আর অন্যান্য ভাষায় অধিকসংখ্যায় প্রকাশ করতে চাচ্ছি তাই এই নব সংস্করণ অতি সাবধানতার সাথে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এতে পুনরাবৃত্তির বিষয়টি ঠিক ততটুকুই রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে যতটা পাঠকের জন্য অস্বস্তিকর না হয় বরং তার স্মৃতিপটকে যেন সতেজ করে তোলে। এছাড়া পরস্পর সদৃশ ঔষধের নাম কেবল সেই ঔষধের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সাথে এগুলো সংশ্লিষ্ট। এগুলোর কেবল নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর কোন কোন ক্ষেত্রে লিখে দেয়া হয়েছে, বিস্তারিত দেখতে চাইলে অমুক অধ্যায় পড়ে নিন। এভাবে বইয়ের আকার কমে গেলেও এর কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নব সংস্করণের জন্য সূচীপত্রও নতুন করে পুনরায় প্রস্তুত করতে হয়েছে আর এর মধ্যে দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখিত ঔষধগুলোকে বর্ণমালার ক্রমানুসারে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেও নতুন সূচীপত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। সুখের বিষয়, দ্বিতীয় খন্ডের ঔষধ প্রথম খন্ডের ঔষধগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও বই-এর কলেবর বৃদ্ধি লাভ করার স্থলে হ্রাস পেয়েছে। বইয়ের এই নতুন সংস্করণে ঔষধ তৈরীর মূল লতাগুল্মের কিংবা ধাতব বা খনিজ পদার্থের কয়েকটি রঙিন ছবিও সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে নিবেদন, আমার মানবীয় কারণে এই সংস্করণেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। একইভাবে মুদ্রণ প্রমাদও থাকতে পারে যেগুলো সাধারণতঃ বইয়ের লেখকের প্রতিই আরোপিত হয়। এ ধরনের সব ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমি পাঠকদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্‌তাআলাও যেন ক্ষমা করেন আর এই প্রচেষ্টা যেন কতিপয় ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও মানবজাতির জন্য অসাধারণ উপকারী সাব্যস্ত হয়, আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার ঃ **মির্যা তাহের আহমদ**

অনুবাদ – **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)

(১৮তম কিস্তি)

মুরতাদের শাস্তি হত্যা ইসলামের সাথে শত্রুতার সমতুল্য

আহমদী জামাত যা কিনা আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে ইসলামের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং স্বীয় প্রিয় ও অবিসংবাদিত ইমাম সৈয়্যদনা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ন্যায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে ঃ

খোদার আশিসক্রমে আমরা মুসলমান, মুস্তাফা (সঃ) আমাদের ইমাম ও নেতা।

॥ আমরা এ দীনের ওপরে থাকা অবস্থায়ই মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি ॥আর আমরা এ দীনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই দুনিয়া ছেড়ে যাবো ॥

পুনরায় ঘোষণা করেন ঃ

আমরা তো মুসলমানদের ধর্ম পালন করি, যারা অন্তর দিয়ে খাতামুল মুরসালীন-এর সেবক। সকল আদেশের 'পরে রয়েছে মোদের ঈমান, মন ও প্রাণ এ পথে করেছি কুরবান (উৎসর্গীত)॥

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর আমরা এ বিষয়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে, আমাদের ধর্ম এ ইসলাম ব্যতিরেকে আর কিছু নয় যা কিনা সৈয়্যদনা শাফীইনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে খোদাতাআলা অবতীর্ণ করেছেন। সর্বদা মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত আছি। যদি আহরারী বা অন্য কোন জামাত এ বিষয়ে আমাদের সাথে মুবাহালা করতে চায় তাহলে আমাদেরকে সর্বৈব প্রস্তুত পাবে।

খোদাতাআলা ঐ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিবেন যাদেরকে মিথ্যা পাবেন। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিবেন। কিন্তু আহরারদের মধ্যে কি এ সাহস আছে যে, তারা মাঠে অবতীর্ণ হয়। আমি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, তারা অবশ্যই এ মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হবে না, কেননা তারা মনে মনে খুব জানে যে, তারা মিথ্যাবাদী। এজন্যে কেউ আমাদের কাফির বলুক বা মুরতাদ আমরা উহার অণু পরিমাণও পরওয়া করি না। কেননা, আমরা ও আমাদের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্তাআলা অবহিত আছেন যে, আমরা আল্লাহ্র আশিসে মুসলমান। যদি কেউ আমাদেরকে মুরতাদ সাব্যস্ত করে তাহলে সে খোদার নিকটে জবাবদিহী করবে। সুতরাং আহরারী বা তাদের সমগোত্রের দুষ্ট লোকেরা চিল্লাচিল্লি করুক যে, আহমদী মুরতাদ। অবশ্যই হত্যাযোগ্য - আমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে না, যেহেতু আমরা আমাদের খোদার সমীপে মুসলমান সুতরাং তাদের কথা অবশ্যই ইসলামের পবিত্র শিক্ষার ওপরে এক অপবিত্র আক্রমণ আর এর খুব সুন্দর চেহারার ওপরে কুৎসিৎ কলঙ্ক। এর ফলে ইসলামের জন্যে যে কতটা ক্ষতিকারক এর চিন্তা করে ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী ও উন্নতিকামীদের দেহে কম্পন সৃষ্টি করে দেয়। যদি এসব মোল্লারা এ অধিকার লাভ করে যে, তারা পাকিস্তানে এ আইন জারী করে যে, মুসলমানের মধ্য থেকে যে কেউ অন্য ধর্ম অবলম্বন করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে - তাহলে হিন্দুস্তানের হিন্দুদেরও এ আইন প্রবর্তন করার অধিকার জন্মিবে যে, যে কোন হিন্দু মুসলমান হবে বা অন্য কোন ধর্মগ্রহণ করবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। তাই ইহা কি বলা যেতে পারে যে, হিন্দুস্তানে হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি আফ্রিকা আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের খৃষ্টান সরকাররা এ আইন প্রবর্তন করে দেয় যে, যে খৃষ্টান স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তখন এ বিষয়ে আশা করা যেতে পারে যে, এ অবস্থা ইসলামের ক্ষতির কারন হবে? আমাদের কি এ অধিকার জন্মাবে যে, তাদের এ আইন প্রবর্তন করার কারণে তাদেরকে অপরাধী আখ্যা দেয়া হয়? যখন কিনা আমরা নিজেরাই আইন নিজেদের দেশে প্রবর্তন করছি?

সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও বলেছেন- তুমি মু'মিন তখনই হবে যখন কিনা তুমি লোকদের জন্যেও তা-ই পসন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পসন্দ করবে। অতএব আমাদের ন্যায় বিচার ও সততার দিক থেকে আমাদের কোন অধিকার জন্মিবে না যে, অন্যদেরকে এমন আইন প্রয়োগ করতে বিরত রাখা হয়। আর উহাকে ভুল আখ্যা দেয়া হয়। ইহা বলা যে, তাদের ধর্মতো রহিত হয়ে গেছে এজন্যে তাদের এ অধিকার নেই যে, তারা এ ধরনের আইন প্রণয়ন করে- ইহা ঠিক হতে পারে না। কেননা, তারা নিজেদের ধর্মকে সঠিক ও অন্য ধর্মকে বাতিল বলে গণ্য করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা কুরআনে বলেন-

" আর তোমরা তাদেরকে গালি দিও না যাদেরকে তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্কে গালি দিবে। এভাবে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কাজকে মনোরম করে দেখিয়েছি" (সূরাতুল আন'আম ঃ ১০৯ আয়াতাংশ)।

তারা একে ভালই মনে করে। সুতরাং সকল জাতির ইসলামের তুলনায় এ অধিকার থাকবে যে, তারাও ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি হত্যা নির্ধারণ করবে। এর ফলে ইসলাম প্রচারের সবচে' বড় মাধ্যম যে তবলীগ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদন্ডের প্রবক্তরা বলে যে, প্রথমে তো অন্যান্য সরকারগুলো এমন কোন আইন প্রবর্তন করে নি এবং যদি করেও তাহলে বুদ্ধিগতভাবে আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের ঘরের লোককে সংরক্ষণ এবং তাদেরকে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করা আবশ্যক, শক্তিপ্রয়োগ করার প্রয়োজনই হোক না কেন? এসব লোকদের খাতিরে যাদের কিনা ইসলামে প্রবেশ করার আশা আছে, আমরা নিজেদের হাতে এসে যাওয়া লোকগুলোকে কীভাবে নষ্ট করতে পারি? বাহ্যিকভাবে এ ধারণা খুবই উৎকৃষ্ট মনে হয় কিন্তু তাদের ইহা বলা প্রকাশ্যভাবে দুর্বলতার পরিচায়ক। কেননা, যখন আমাদের নিকট যুক্তি-প্রমাণের চকচকে তলোয়ার কুরআন মাজীদ মজুদ আছে তখন ভয় কিসের? যখন সব দেশে তবলীগের অর্গল খুলে যাবে আর আমরা ইসলামের সত্যতা সারা বিশ্বে স্বাধীনভাবে উপস্থাপন করতে থাকবো তখন মুসলমানদের সংখ্যায় নিশ্চিৎ প্রবৃদ্ধি ঘটবে আর যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে যাবে তারা তাদের একশ' ভাগের একভাগও হবে না যারা বিভিন্ন জাতি ও দেশ থেকে ইসলামে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্তাআলা মু'মিনদেরকে কুরআন মজীদে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, "অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে যায় তাহলে খোদাতাআলা তাদের পরিবর্তে তোমাদেরকে এক জাতি দিবেন যারা ভালবাসা রাখবে আর তারা তাঁর প্রকৃত প্রেমিক হবে" (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৫৫ আয়াতাংশ)।

ইহা সুস্পষ্ট যে, এখন মুসলিম সরকারগুলোর অবস্থা অমুসলিম সরকারগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের মত। আর তারা সব বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার করতলগত।

আবার এ ধারণা কি করে করা যেতে পারে যে, ইসলাম ধর্মে শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশ্বে ইসলামের প্রচার করা যেতে পারে?

অর্থাৎ এ ধারণা সর্বৈব অসম্ভব এবং পাগলামী। আর যদি অমুসলিম সরকারগুলোর রীতিনীতিকে দেখে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুর আইন প্রবর্তন করে তাহলে মুসলমান অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যখন এমন শক্তিধর জাতিগুলো ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তারা নিষ্ঠুর অত্যাচারীর কাজ করবে, এমনকি যে, জাতিসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্পেনে মুসলমানেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসন করেছে। কিন্তু যখন খ্রীষ্টানরা বিজয়ী হলো এবং মুসলমানদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা চলে গেলো। তাই অবস্থা এমনই হলো যে, যেন সেখানে কখনও মুসলমান ছিলোই না। (চলবে)

অনুবাদ -মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আমরা সেই ঐশী জামাত

উচ্চ মোকাম যাদের তরে,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
ঘৃণ্য যাদের পাপ ও যুলুম,
লক্ষ্য যাদের তাহারাত,
আমরাই সেই ঐশী জামাত।
হাত রহে কাজের পানে,
মুখে বিভু জয়গান,
সাড়া বিশ্বে শুনিয়ে যায়,
তৌহীদের আহ্বান।
করছে জেহাদ করতে কায়েম,
আসমানী বাদশাহাত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
আছে যাদের খেলাফত,
আছে রুহানি ইমাম,
আছে মোবাল্লিগীন ছড়িয়ে,
এই তামাম জাহান,
ভুবনে ছড়ায় কুরআনের আলো,
বানাতে ধরায় জান্নাত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
শুনিয়ে খোদার যিক্‌র,
কলব হয় উদ্বেলিত,
দেখিয়ে ঐশী নিশান,
ঈমান হয় সঞ্জীবীত।
সম্পদে ও আপদে ক'রে যায়,
সদাকাত ও খয়রাত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
সুখে -দুঃখে খোদাকে জানে,
দুলোক ভূলোক সারথী,
সবার 'পরে ছড়িয়ে রয়,
যার সীমাহীন শকতি,
রাখে ইমাম - মুলকে শ্যাম,
সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইসরাঈল
স্টেটকে বলা হয় শ্যাম দেশ।
ঘিরে আসন্ন এক কেয়ামতে,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
উপরে আকাশ, নীচে জমি,
নাই কোন আর নবী,
সমতুল্য মুহাম্মদ রসূল,
খোদারই প্রতিচ্ছবি।
মসীহের যমানা অবতারিত,
ঘোষিতে তাঁর সাদাকাত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
যাদের নুসরৎ তরে,
নেমে আসেন খোদা জাহানে,
করেন শত্রু নিধন,
জালজালা তুফান ও বানে,
ফিরিশ্‌তারা নামে কাতার সারি,
করতে তাদের হালকত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
গায়েবি খবর পান যাঁরা,
ইলহাম কাশ্‌ফ স্বপনে,
ফিরিশ্‌তারা রহে যাদের,
পাশে, হামেশা সংগোপনে,
আল্লাহ্‌র রাহে কুরবান যারা,
তাদের তরে এই জান্নাত,
আমরা সেই ঐশী জামাত।
নাই ভীতি পরওয়া ইসরাঈলে,
নাই রাশিয়া আমেরিকায়,
একীন যাদের এদের জীবন,
খোদার হাতের মুঠোয়,
ইসরাফিলের পাখার ঝাপ্‌টায়,
হবে এরা কুপোকাৎ,
আমরাই সেই ঐশী জামাত।
খোদা ও রসূলের তরে যারা,
আপন স্বজন বর্জিত,
যাদের কলবে খোদা ঈমান,
করে দিয়েছেন অংকিত,
অভিনন্দিত সেই খোদার দলের,
বিজয়ের বাশারাত,
আমরাই সেই ঐশী জামাত।
এক মহীরূহ কাদিয়ানে
খোদার স্বহস্তে রোপিত,
সবুজ শাখা- প্রশাখা যার,
সারা ভুবনে প্রসারিত
রং বেরঙের পাখী গাইছে তথায়,
সালাত ও না'ত
আমরা সেই ঐশী জামাত।

– ডাঃ মীর্যা আলী আকন্দ

মু'মিন করিসনারে ভয়

ওরে ও মু'মিন ভাই করিস্ নারে ভয়
ইসলামের এই দুর্দিন যাচ্ছে, হবে হবে জয়।
মাথায় সাদা কাপড় বাঁধিয়ে
চল সবাই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে।
আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি দিয়া
বীর কদমে চল ধাইয়া
বাধা-বিঘ্ন, মৃত্যুর ভয়
আমরা করি না।
আমরা মরলে হবো শহীদ
বেঁচে থাকলে হবো গাজী।
মোদের ত্রাণ-কর্তা আছেন বেঁচে
দোয়া করছেন সকল মুজাহেদীনরে ...।
আল্লাহ্ মোদের সাথে আছেন
চলব বিশ্বময়।
ওরেও মু'মিন ভাই করিস্ নারে ভয়,
আহমদীয়তের দুর্দিন যাচ্ছে হবে হবে জয়।
ইসলামেরও শওকত নিয়া
চল সবাই হংকার দিয়া।
হাঙ্গর কুমীর লেজ গুটাবে
আহমদী আদর্শের ধাক্কায়।
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ি;
কুরআনের বাণী প্রচার করি।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।
কলিমা পড়ি সব সময়।
আহমদী মুসলমান, আছ যত নওজোয়ান
আগে চল, আগে চল,
পিছু হেঁটো না।
ইসলামের এই ঝান্ডা নিয়া
চল শির উচ্চ করিয়া।
আহমদী ফেরকার বিশ্ববিজয়
হইবেই নিশ্চয়।
ওরেও মু'মিন ভাই করিস নারে ভয়,
ইসলামের এই দুর্দিন যাচ্ছে হবে হবে জয়।

– মাহমুদ আহমদ জুয়েল

ইমাম মাহ্‌দী (আইঃ)

সাক্ষী হলো চন্দ্র সূর্য সত্য মাহ্‌দী তুমি
তোমার সত্যে সাক্ষী দিল কেঁপে কেঁপে ভূমি,
ধুমকেতু এল পূব আকাশে জানায় আমন্ত্রণ
ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ সবার আপনজন॥
একই রমযানে চন্দ্র সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল
মুহাম্মদের (সঃ) বাণী যা সত্যি হবার সত্য হয়েছিল
দু'টি গোলার্ধে সবার তরে হলো দু'টি গ্রহণ
ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ সবার আপনজন॥
নেতারা দলের ফাসেক হবে গায়িকারা বৃদ্ধি পাবে
মসজিদ হবে আলো ঝলমল হেদায়াত-শূন্য হবে
অক্ষরে রবে আমল হবে না কুরআন নামী ধন
ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ সবার আপনজন॥
শরাব পিয়ে সবাই বিভোর আপন আপন মনে
একটিবারও ভাবে নি কেউ দীন ধর্মের তরে
সব সাক্ষ্য পূর্ণ হলো মাহ্‌দী সত্যজন
ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ সবার আপনজন॥

মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব (জয়)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পত্র বিনিময়

জনাব সৈয়্যদ মোহাম্মদ আসকারী সাহেবকে লিখিত ঃ

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আমার জীবন শুধু ধর্মকে জীবন দান করার জন্যে এবং দুনিয়া সম্বন্ধে আমার নীতি এই যে, যে পর্যন্ত এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফেরানো না যায়, সে পর্যন্ত ঈমান রক্ষা করা দায়। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই কেটে যায়। যদি আমরা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রতি কোন পরোয়া না করেন। দুনিয়া কী গুরুত্ব রাখে এবং সুখ-দুঃখের মূল্য কি। যারা পরকালের সুখ প্রয়াসী তাদের কর্তব্য দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট খুশীর সাথে সহ্য করা। এবং অপবিত্র ঘরকে (দুনিয়াকে – সংকলক) কোন বিষয়-বস্তুই মনে না করা। এই দুনিয়া বড়ই ধোঁকাবাজের স্থান। যে ব্যক্তির পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমান রয়েছে ঐ ব্যক্তি কখনো এখানকার চিন্তায় চিন্তান্বিত এবং আনন্দে আনন্দিত হবে না। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার গোলাম আহমদ, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ইং
(আল্ হাকাম, জিঃ ৩৯, নং ১৮-১৯)

(১)

হযরত পীর সেরাজুল হক নোমানী (রাযিঃ) সমীপে ঃ

(এই পত্রটি পূর্ণ নয়, বরং কাগজের মধ্যে প্রাপ্ত টুকরো মাত্র। সংকলক –শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী)

পত্র– আপনার শুভাগমনের প্রত্যাশী। খোদাতাআলা আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দান করুন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং আরব সাহেব (এখানেই) আপনার অপেক্ষায় আছেন। এবং মুন্সী মোহাম্মদ আযম সাহেবের পত্রও আমি পাঠ করেছি এবং তাঁর জন্যে দোয়াও করেছি। তাঁকে সংবাদ দিবেন এবং বলবেন যেন ইস্তেগফার খুব বেশী করে পাঠ করেন এবং প্রত্যেক নামাযের পর যেন "লাহাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা" ১১বার করে পাঠ করেন।

খাকসার গোলাম আহমদ, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ইং।

(২)

খেদমতে আখুইম মখদুম ওয়া মোকাররম সাহেবযাদা সেরাজুল হক সাহেব সাল্লামাল্লাহুতাআলা!

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

গতকাল আপনার খেদমতে এক পত্র পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় নি। সুতরাং, আজ উত্তর লিখছি। আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা কোন ছোট বা বড় সফরে থাকো তবে এসব রোযা অন্য সময়ে করে নাও"। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা সফরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করেন নি এবং হযরত নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসেও সফরের সীমা নির্দিষ্ট নেই। বরং সাধারণতঃ যে সফরকে সফর বলে ধরা হয়, তা-ই হচ্ছে সফর। এক মঞ্জিল, যা অল্প পরিশ্রমের তা সফর নয়।

আযেয গোলাম আহমদ ২১শে জুন, ১৮৮৫ইং।

(৩)

মোকাররমী মোহিব্বী আখুইম সাহেবযাদা সেরাজুল হক সাহেব সাল্লামাহু।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনার পত্র পেয়েছি। আমার বিশ্বাস আপনি ঐ এলাকায় খুব জোরের সাথে তবলীগ করছেন। ফলাফল নির্ভরশীল সময়ের উপর। আপনি জোনেদে যে এক ইন্সপেক্টরের নামে কেতাব পাঠানোর জন্যে লিখেছিলেন, ঐ ব্যক্তি খুবই ঘৃণার সাথে কেতাব গ্রহণে অস্বীকার করেছেন এবং কেতাব ফেরত এসেছে। ভবিষ্যতে যদি কোন লোক আপনাকে বলে যে, কেতাব ক্রয় কর তবে, আপনি খুব উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখে নিবেন যে, প্রকৃতই কি আগ্রহের সাথে ক্রয় করতে চান নাকি এমনিই বাহাদুরী দেখাতে। এর কারণ এই যে, এখন মানুষের মধ্যে "হিংসা" বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিষ্ঠার পরিবর্তে হিংসা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার সাক্ষাতের জন্য আমি খুব আগ্রাহান্বিত। দেখি, কখন তা পূর্ণ হয়। আশা করি সাক্ষাতের পূর্বে পত্র দ্বারা মঙ্গলামঙ্গল জানাতে থাকবেন। বাকী সবাই ভাল। ওয়াস্‌সালাম।

আররাকেম খাকসার **মির্যা গোলাম আহমদ**, কাদিয়ান জিলা-গুরুদাসপুর। তাং ২৬শে নভেম্বর, ১৮৯১ইং।

(আলহাকাম কাদিয়ান, জি ঃ ৩৯, নং ৫)।

(৪)

মোকাররমী আখুইম সাহেবযাদা সাহেব সাল্লামাহুল্লাহুতাআলা।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

মৌলভী নজীর হুসেন সাহেবের সাথে এক বড় বাহাস হতে যাচ্ছে। আপনি যদি এ বাহাসের জন্যে ৩ / ৪ দিনের মধ্যে আসতে পারেন তবে খুবই খুশী হতাম। কিন্তু আসতে যেন দেরী না হয়। আপনি যদি আসেন খুব উপকার হবে। ওয়াস্‌সালাম, খাকসার গোলাম আহমদ।

১১ই অক্টোবর, ১৮৯২ইং, নওয়াব সাহেব লোহারের বাড়ী। বেলিমরা বাজার দিল্লী।

নোট– হযরত সাহেবযাদা সাহেব নিজ ডায়রীতে দিল্লীর এই মোবাহাসা ও সফর সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আপন খাদেমগণকে সওয়াবের সব সুযোগ দান করতেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব দিল্লীর সফরে খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছেন। দিল্লীর আলেমরা সত্যকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছিল যে, আকদস হযরত (আঃ)-এর কোন কেতাবের প্রয়োজন হলে ঐ কেতাব যেন না পান। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। হুযূর (আঃ) আপন দরকারী কেতাবগুলো পেয়েছিলেন বিরোধী দলের কাছে। দরকারী সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তারা হাজির হয় নি। দিল্লীর মৌলভী নজীর হুসেন এমন ব্যক্তি যিনি হযরত আকদসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিরোধী ছিলেন, তিনিই হুযূর (আঃ)-এর দিল্লীতে দ্বিতীয় বার বিয়ের সময় বিবাহ পড়িয়েছিলেন এবং দস্তুর মোতাবেক তাঁকে ৫.০০ পাঁচ টাকা দেয়া হয়েছিল।

(৫)

তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ইং

মখদুমী মোকাররমী আখুইম সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনার ভালবাসা পূর্ণ পত্র পেয়েছি। খাকসার সর্বশক্তিমান খোদার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, তিনি আমাকে মোখলেস বন্ধু দান করেছেন। সর্বদা আপনাদের সংবাদাদি জানাতে থাকবেন। খোদার ফযলে এখানকার সবাই ভাল আছে। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার **গোলাম আহমদ**,

নোট ঃ এই পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সাহেবযাদা পীর সেরাজুল হক সাহেব,১৮৮৪ সালের ও পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে বাংলাদেশ জামাতের প্রথম শ্রেণীর আহমদী জনাব মৌলভী আলী আনোয়ার সাহেবের কাছে শুনেছি, হযরত পীর সেরাজুল হক নোমানী সাহেব (রাযিঃ) বাক্ষণবাড়ীয়াতেও শুভাগমন করেছিলেন।

"খাকসার সংকলক"

(৬)

হুযূর সেরাজুল হক সাহেবকে

মোকাররমী মখদুমী আখুইম সাহেবযাদা সাহেব।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনার পত্র এবং আপনার প্রেরিত পাগড়ী পেয়েছি। জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জাযা। প্রকৃতই পাগড়ীটি খুবই উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর। যা আপনার আন্তরিক মহব্বতের নিদর্শন বহন করছে। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে আনন্দিত রাখুন, আমীন। এই অধম বোধ হয় আর একসপ্তাহ বা পক্ষকাল এখানে থাকবে, এর অধিক নয়। ওয়াস্সালাম।

খাকসার গোলাম আহমদ। হুশিয়ারপুর ৯ই মার্চ, ১৮৮৬ইং।

নোট ঃ হযরত আকদস (আঃ)-এর হুশিয়ারপুরের এই সফর শুধুমাত্র সফরই ছিল না। এবং এই সফরের সাথে সংযুক্ত হয়েছে অনেক নিদর্শন। আল্লাহ্তাআলার গুপ্ত ইঙ্গিতে হুযূর (আঃ) গুরুদাসপুর জিলার পাহাড়ী এলাকা সুজানপুরের দিকে গিয়ে এবাদত করতে চেয়েছিলেন। পরে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে খোলা ওহী পেয়ে হুশিয়ারপুর সফর করার কথা প্রকাশ করেন এবং এই সফরে কোন বিশেষ লেখা লিখবেন বলেও প্রকাশ করেন।

পরন্তু চৌধুরী রোস্তম আলী মরহুমকে লিখেছিলেন ঃ

খোদাতাআলার ইঙ্গিতে রেসালার বাকী কাজ শেষ করবার জন্যে এই সফরের এরাদা করেছি। যাতে নির্জন স্থানে একা কাজ করতে পারি এবং কারো সাথে সাক্ষাৎ না হয়। খোদাতাআলা আমাকে এই শহরের নাম অবহিত করেছেন। সেখানে কিছুদিন নির্জনতায় থাকতে হবে। ঐ শহরের নাম হুশিয়ার-পুর। অতঃপর, হুযূর (আঃ) কাদিয়ান থেকে (সেখানে) হুশিয়ারপুর রওয়ানা হয়েছিলেন।

অতঃপর ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং তারিখে হুযূর (আঃ) জনাব হাফেয হামিদ আলী (রাযিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ সন্নৌরী (রাযিঃ) এবং মিঞা ফতেহ খানকে সাথে নিয়ে হুশিয়ারপুর রওয়ানা হয়েছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি হুশিয়ার পুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং পরবর্তী কালে মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেখানে হুযূর শেখ মেহের আলী সাহেবের বাইর বাড়ীর বৈঠক খানায় অবস্থান করেন।

উক্ত সফরকালে মাষ্টার মুড়লীধরের সাথে হুযূর (আঃ)-এর বাহাস হয়েছিল যা সুরমা চশমায়ে আরিয়া নামক গ্রন্থ নামে পরিচিত। **"সম্পাদক আল্ হাকাম"**

(৭)

মখদুমী মোকাররমী আখুইম সাহেবযাদা সাহেব সেরাজুল হক সাল্লামাহুল্লাতাআলা।

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আজ আপনার পত্র এসে আমার মনে আনন্দ দান করেছে। আল্লাহ্তাআলা আপনার সন্তানকে দীর্ঘায়ূ করুন এবং আপনার জন্য মোবারক করুন, আমীন। সুম্মা আমীন। আপনি পাগড়ী পাঠিয়েছেন, তা খুবই উৎকৃষ্ট। এখন লিখেছেন মেহেদী এবং জুতা সম্বন্ধে। যেহেতু আপনি ভালবাসা এবং এখলাসের দরুন লিখেছেন, এজন্যে মঞ্জুর করা গেলো। এই পত্রের মধ্যে যে সূতা পাঠানো হচ্ছে (জুতার মাপ -সংকলক) এটি হলো জুতার অগ্রভাগ পর্যন্ত। অর্থাৎ, পূর্ণমাপ। আফসোস, ইশতেহারগুলো আপনার নিকট পৌছে নি। এখন ইশতেহার মজুদ নেই।

খাকসার গোলাম আহমদ। .....এপ্রিল ১৮৮৬ইং।

(৮)

মখদুমী মোকাররমী আখুইম সাল্লামাহুল্লাহে,

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনা প্রেরিত মং..... টাকা পেয়েছি। আপনি ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে এই অধমের সহায়তার জন্যে অনেক চেষ্টা করছেন। আন্তরিকতা ও মহব্বতের প্রদর্শন আপনার অস্তিত্ব থেকে বৃষ্টির ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে খুশী রাখুন। খাকসার গোলাম আহমদ। ১৪ই জুন, ১৮৮৬ইং।

(৯)

বখেদমতে আখুইম সাহেবযাদা সেরাজুল হক সাহেব।

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনার ইনায়েত নামা পৌছেছে। পাঠ করে অতিশয় আনন্দিত হলাম। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে খুশী রাখুন। অধম কিছুদিন পীড়িত ছিলাম। এখনও দুর্বলতা এমন যে, কোন পরিশ্রমের কাজ করতে পারছি না। এ কারণেই (বারাহীনে আহমদীয়ার) পঞ্চম ভাগের কাজ আরম্ভ করতে পারছি না। স্বাস্থ্য বহাল হ'লে কাজ শুরু করবো, ইনশাল্লাহ্। আপনি যে সূরা ফাতিহা পাঠ করার অনুমতি চেয়েছেন, একাজ কেবল অনুমতিতে হতে পারে না। বরং, প্রকৃত কথা হলো সূরা ফাতিহার মধ্যে যে বিষয়-বস্তু, সে বিষয়-বস্তু মোতাবেক হওয়া চাই। সূরা ফাতিহার বিষয়-বস্তুগুলোর দিকে যদি মানুষের প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপিত হয় এবং আমলের দিক দিয়ে অটল অবিচল থাকে তবে সূরা ফাতিহার বরকত লাভ করতে পারবেন। আপনার স্বভাব খুবই উৎকৃষ্ট। আমি আশা করি আল্লাহ্তাআলা আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টার উৎকৃষ্ট ফল দান করবেন। ওয়াস্সালাম।

খাকসার গোলাম আহমদ ২৭শে মার্চ, ১৮৮৫ইং।

(১০)

হযরত পীর সেরাজুল হক নোমানী (রাযিঃ) শুধু পীরই ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন পীর বংশের। পীরগণের সাধারণ বিশ্বাস হলো, কোন কিছুর উপর আমল করতে হলে কোন পীরের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। আহমদীয়ত গ্রহণ করার পূর্বে হযরত পীর সেরাজুল হক (রাযিঃ)-এরও এই বিশ্বাস ছিল। এবং এর বশবর্তী হয়েই তিনি হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে সূরা ফাতিহা পাঠের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু জামানার মসীহ্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, অনুমতি কিছুই নয়। বরং প্রকৃত কাজ হলো, সূরা ফাতেহাতে খোদাতাআলা যা বলেছেন, তার উপর প্রকৃত বিশ্বাস আনয়নপূর্বক সঠিকভাবে আমল করা। তাহলেই এই সূরার বরকতসমূহ লাভ করা সম্ভব হবে। "খাকসার সংকলক"

জনাব খান সাহেব আব্দুল মজিদ খান সাহেব (রাযিঃ)

কপুরথলা স্টেটের হযরত খান মোহাম্মদ খান সাহেব (রাযিঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অতি পুরনো সাহাবী ছিলেন। জামাতের কেতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এক নিবেদিত প্রাণ খাদেম। তাঁরই সাহেবযাদা জনাব খান সাহেব আব্দুল মজিদ খান সাহেবও ছিলেন হুযূর (আঃ)-এর জন্যে ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী। তিনি হুযূর (আঃ)কে পত্র লেখা জারী রাখতেন।

হুযূর (আঃ)-এর নিয়ম ছিল, কারো পত্র পেলে ঐ পত্রের উত্তর দেয়ার জন্যে কোন খাদেমকে আদেশ দিতেন যে, এই পত্রের এই উত্তর লিখে দিন। জনাব খান সাহেব আব্দুল মজিদ খান সাহেবের বেলায়ও তাই হতো। কিন্তু জনাব খান সাহেব অন্যের দ্বারা লেখানো পত্রকে পত্র না পাওয়ার মতোই মনে করতেন এবং হুযূর (আঃ)-এর স্বহস্ত লিখিত চিঠি না পেলে শান্তি পেতেন না। এ ধরনেরই তাঁর এক পত্রের উত্তর যা হুযূর (আঃ)-এর তৎকালীন প্রাইভেট সেক্রেটারী হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রাযিঃ) লিখেছিলেন, এখানে পত্রস্থ করা হলো।

হযরত মুফতী সাহেব (রাযিঃ) লিখেছেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লিহিল কারীম। মখদুমী, মোকাররমী খান সাহেব। আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আজ আপনার পত্র পেয়েই, যাতে তাগিদ রয়েছে যে, হযরতের (আঃ) নামে লিখিত আপনাদের

পত্রের উত্তর অন্য কেউ যেন না লিখেন। একই সাথে হযরত সাহেব (আঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন সে, আব্দুল মজিদ খান সাহেবের পত্রের উত্তর কেন দেয়া হচ্ছে না।

আমি আশ্চর্য বোধ করছি হযরত সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে আসা আপনার পত্রের তৎক্ষণাৎই উত্তর দেয়া হয়, যা সাধারণতঃ আমি লিখে থাকি। বরং হুযূর (আঃ)-এর লেখা পত্রও পাঠিয়ে থাকি। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনি হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে এমন কথা লিখেছেন, যাতে হুযূর (আঃ)-এর মনে এমন খেয়াল পয়দা হয়েছে যে, আপনার পত্রের উত্তরই দেয়া হয় না। আপনার একথা লেখা কর্তব্য ছিল যে, আমার পত্রের উত্তর হুযূর (আঃ)-এর পক্ষ থেকে মুফতী মোহাম্মদ সাদেকের দস্তখতে আসে। কিন্তু আমি এটি চাই না। এখন আপনি বিষয়টি খোলাখুলিভাবে হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে লিখে জানিয়ে দিন। বাকী থাকলো একথা যে, আমি আপনার পত্রের উত্তর লিখবো কি লিখবো না। আমি আপনার মতানুসারেই কাজ করতাম। কিন্তু আমি হুযূর (আঃ)-এর আদেশ পালন করতে বাধ্য। হুযূর (আঃ)-এর পক্ষ থেকে যখন আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয় যে,.....পত্রের উত্তর লিখে দিন, তখন আমাকে তা লিখতেই হয়। আমার এই লেখা কেউ পসন্দ করুন বা না করুন। ঐ খেয়াল আমার নেই। আমার কর্তব্য হলো, হুযূর (আঃ)-এর এতায়াৎ করা। আজ হুযূর (আঃ) আমাকে হুকুম দিয়েছেন আপনার পত্রের উত্তর লিখতে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর হুযূর (আঃ) বলেন, আচ্ছা, আমিও লিখবো, আপনি লিখুন। বলুন তো এখন আমি কি করি? আপনার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার ফযল হোক। আমীন। ওয়াস্‌সালাম। খাদেম **মোহাম্মদ সাদেক**। ২রা জুন,.....ইং (সন পড়া যায় নি –সংকলক)

জনাব খান সাহেব আব্দুল মজিদ সাহেবের পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম।

জনাবে আলী,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

হুযূর! এই আযেয কয়েকটি পত্র হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে পাঠানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন উত্তর পাই নি। যে জন্যে মন উচাটন। এজন্যেই বার বার পত্র লিখে হুযূরকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। এখানে প্লেগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। হুযূর আমাদের জন্যে দোয়া করুন। হুযূরের সাথে যে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, এই দোহাই দিয়ে আমরা খোদাতাআলার নিকট দোয়া করছি। অন্যথায় আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থাতো খুবই পূতিগন্ধময়। হুযূরের উত্তরের প্রত্যাশী।

হুযূরের গোলাম **আব্দুল মজিদ**। কপুরথলা, ৩০শে মার্চ, ১৯০৭ইং।

হুযূর (আঃ)-এর পক্ষ থেকে জনাব খান সাহেবের নিকট লিখিত পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সুসংবাদ জ্ঞাপক পত্র আপনাকে লিখছি। খোদাতাআলার ফযল আপনার সাথী হোক। আমীন। স্বাক্ষর **মোহাম্মদ সাদেক** । প্রাইভেট সেক্রেটারী, হযরত আকদস (আঃ)

(আল্ হাকাম, কাদিয়ান,জি: তয়, নং ৭-৮ (তারিখ নেই –সংকলক)

খান সাহেবের পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম।

কপুরথলা থেকে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ইং।

জনাবে আলী,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

হুযূর (আঃ)-এর স্বাস্থ্য খারাপ বলে জানতে পেরে মনে খুব আঘাত লেগেছে। খোদাতাআলা অগৌণে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করুন। আমীন।(আসলে) হুযূর (আঃ) হলেন প্রাণ এবং সারা পৃথিবী হলো দেহ। হুযূর (আঃ) ফেরৎ ডাকে আপন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত করতে মর্জি হয়। ঐ ব্যাপারে, যে ব্যাপারে হুযূর মনোযোগ দিয়েছিলেন তা এখন দুরন্ত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ, সাহেব বাহাদুর যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন,তা ফেরৎ নেয়া নিকটবর্তী হয়েছে। হুযূরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে লিখছি যে, কায়মনোবাক্যে দোয়া করুন, যেন মহারাজ সাহেবের মন নরম হয় এবং তিনি সাহেব বাহাদুরের মনস্তুষ্টি, করেন। এতে সাহেব খুশী হবেন এবং কাজ রীতিমত চলতে থাকবে।

সাহেব বাহাদুরের মেম সাহেবা অতিশয় কাকুতি মিনতির সাথে হুযূরের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। তিনি স্বয়ং হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হতে চান। কিন্তু, বর্তমান অবস্থা তা সমর্থন করছে না। পরে তিনি এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন, হুযূরের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

আযেয গোলাম বান্দা, আব্দুল মজিদ, সহকারী সেক্রেটারী।

নোট ঃ এই পত্র পাঠে মনে হয় যে, জনাব খান সাহেব আব্দুল মজিদ খান কপুরথলা মহারাজার সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। জনৈক ইংরেজ সাহেবও মহারাজারই কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মহারাজার কোন রাগের কারণে ঐ ইংরেজ অফিসার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। পরে ঐ প্রেক্ষিতে জনাব খান সাহেব ইংরেজ অফিসারের জন্যে হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্যে পত্র লিখেছিলেন। এবং দোয়ার ফলে পদত্যাগ পত্র ফেরৎ নেয়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ ইংরেজ সাহেবের স্ত্রী হুযূর (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন ইত্যাদি "সংকলক"

জনাব খান সাহেবকে হুযূর (আঃ)-এর লিখিত পত্র

মুহিব্বী আখুইম মিঞা আব্দুল মজিদ খান সাহেব।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। কিছুদিন যাবৎ আমার [হুযূর (আঃ)-এর –সংকলক] স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, নিজ হাতে কিছুই লিখতে পারছি না। তবুও আপনার মনের সন্তুষ্টির জন্যে এই কয়েকটি কথা লিখছি। আমার অসুস্থতার জন্যে উত্তর দিতে বিলম্ব হলো, বাকী সবাই ভাল।

ওয়াস্‌সালাম। **মির্যা গোলাম আহমদ**।

জনাব খান সাহেবের পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম।

কপুরথলা ১৬ই মার্চ, ১৯০৮ইং।

জনাবে আলী,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

অধম আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্নেহের বশীর আহমদকে সাহারনপুর হর্টিকালচারেল কলেজে ভর্তি করাতে চাই। হুযূরের অনুমতি ব্যতীত এবং ভর্তির পূর্বে তার জন্যে দোয়া ব্যতীত সেখানে পাঠাতে পারছি না। হুযূরের আদেশ চেয়ে একপত্র পাঠিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত উত্তর পাই নি। কলেজে ভর্তির সময় খুব অল্প দিন বাকী রয়েছে। তাই এই পত্র লোক মারফত পাঠালাম যেন শীঘ্র হুযূরের অনুমতি পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হওয়া যায়। এই কলেজটি নতুন খোলা হয়েছে। পড়তে হবে তিন বছর পর্যন্ত। পড়াশুনাকালীন সরকারী বৃত্তি পাওয়া যায়। পাশ করার পর চাকুরী দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। হুযূর (আঃ) যদি এই কলেজে ভর্তি হওয়া অনুমোদন করেন, তাহলে অনুমতি দিয়ে পত্রের উত্তর দিলে তাকে ভর্তি করিয়ে দিব। অন্যথায়, হুযূরের আদেশ মোতাবেক কাজ করবো। হুযূরের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

হুযূরের গোলাম, **আব্দুল মজিদ**।

(আল্ হাকাম, কাদিয়ান, জি: -৩৯, নং ৭-৮)

অনুবাদ – **আহসানউল্লাহ্ সিকদার (মরহুম)**

রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মুহাম্মদ ইসমাইল মুনীর

(শেষ কিস্তি)

রাশিয়ার জন্য দোয়ার বিশেষ তাহ্‌রীক

"রাশিয়ার জন্য আমি দোয়ার বিশেষ তাহ্‌রীক করতে চাচ্ছি। যখন আমি রাশিয়া বলি তখন আমি ইউ এস এস আর এর সকল সম্মিলিত রাষ্ট্রকে অর্থাৎ ঐ এলাকা যার মধ্যে এ সকল রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল বা এর মধ্য থেকে যে সকল রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু কোন এক সময় রাশিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাদের সব কয়টিকে বুঝাতে চাই। আরো অনেক দেশ আছে যেখানে উই এস এস আর -কে রাশিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাইবেলেও রাশিয়া নামই লেখা আছে, যা প্রকৃতপক্ষে এ সকল জাতির সমষ্টিগত শক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। অতএব রাশিয়া সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, মন থেকে এ ধারণা ঝেড়ে ফেলুন যে, এই দেশ দুর্বল হয়ে গেছে এবং ভেঙ্গে গেছে। **ইহা নিশ্চয় আবার শক্তিশালী হবে।** রাশিয়ার মধ্যে ঐ শক্তির উৎস মজুদ আছে। তাদের মধ্যে উন্নতি করার যোগ্যতা রয়েছে। এখন আপনারা উৎস দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির মর্মকথা এই যে, যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তা কিছুকাল পরে বেড়ে যায়, ফুলে ফলে সুশোভিত হয় এবং অধিকতর হয়ে যায়। রাশিয়ায় বিরাট শক্তির উৎস মজুদ আছে। বিগত ৭০ বৎসরের অর্থনৈতিক ভুল-ভ্রান্তিসমূহের ফলে রাশিয়ায় যে ক্ষতি হয়েছিল তা স্থায়ী ক্ষতি নয়। **রাশিয়া নিশ্চিতভাবে একটি বড় শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। হতে পারে সকল রাষ্ট্র একত্রে থেকে উন্নতি করবে বা পৃথক পৃথক থেকে উন্নতি করবে। পরবর্তীতে তারা একে অন্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে একটি কনফেডারেশন বানিয়ে নেবে। ব্যাপারটি এমনটিও হতে পারে।** কিন্তু যাই হউক না কেন এই এলাকার তকদীরে দেখছি যে, ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয় পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই জন্য আমি রাশিয়ার প্রতি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাদের জন্য দোয়াও করুন। কেননা ইতঃপূর্বে যখন রাশিয়া সম্পর্কে সারা বিশ্বে ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল এবং পশ্চিমা প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ইহাকে পৃথিবীর মানুষের সবচে' দুশমন শক্তিরূপে দেখানো হচ্ছিল, তাতেও ইহা রাশিয়ারই আশীষ ছিল যে, গরীব দেশগুলো নিঃশ্বাস নেয়ার স্বাধীনতা পেয়েছিল। ছোট হয়েও বড়দেরকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি ছিল। তাদের এই সুযোগ ছিল যে, যদি তাদের উপর যুলুম হতো তারা প্রকাশ্যে বলতে পারতো তাদের উপর যুলুম হচ্ছে। ছোট ছোট দেশসমূহের প্রতি রাশিয়ার সমর্থনের ভয় ছিল, যা বড় বড় শক্তিগুলোকে নিজেদের অবস্থানে সংযত রাখতো। তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে অগ্রবর্তী হয়ে বেশী যুলুম করার সাহস তাদের ছিল না। যে যুলুমের হাত চলতে থাকতো এবং ঐ গোলা বা কামান থেকে বের হতে পারতো তারা ঐ হাত ও গোলাকেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতো। মিশরে কী হয়েছিল? এর ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে আছে। সুয়েজ খালের, বিবাদের সময় কি ঘটনা ঘটেছিল এবং পরে কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলার সময় নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বহুলোক আছে, যাদের ব্যাপারটি স্মরণ আছে। যাদের স্মরণ নেই তারা একে অন্যের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। আমেরিকা নরম হয়ে গেল। পশ্চিমা শক্তিগুলো নরম হয়ে গেল। তারা অসহায় হয়ে গেল।·ইউরোপকে নমনীয় করলো এবং ইসরাঈলকেও নমনীয় করলো এবং মিশরের বিরুদ্ধে যে, নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা হলো। এরূপ ঘটনা কেন ঘটছিল ? ইহা ছিল রাশিয়ার আগ্রহ। অতএব এই এহসান ইচ্ছাকৃত ছিল বা অবস্থার চাপের ফলশ্রুতিতে এমনিতেই করা হয়েছিল, তাতে কি যায় আসে। অনুগ্রহ অনুগ্রহই। পৃথিবীর অদৃষ্টে এক ধরনের শান্তি ছিল। পৃথিবী থেকে সেই শান্তি উঠে গেছে। তাই আপনাদের এই উপকারীকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। **দোয়া করুন খোদা যেন রাশিয়াকে আবার একটি মহান শক্তিতে পরিণত করেন। কিন্তু খোদা তাদেরকে এরূপ শক্তিতে পরিণত করুন, যারা নিজেদের দেশের অধিবাসীদের জন্যও উত্তম প্রমাণিত হয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্যও উত্তম প্রমাণিত হয়। তারা এরূপ শক্তিতে পরিণত হোক, যারা ইসলামের এই নীতিকে বক্ষে ধারণ করে উঠবে যে, আমাদেরকে সারা বিশ্বে ন্যায়-বিচার কায়েম করতে হবে ও নির্যাতিতদের সহায়তা করতে হবে এবং পুণ্যকাজে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।** এই ব্যাপারে পূর্বে আমি যে সকল তাহ্‌রীক করেছি তাদের মধ্যে সব শেষে আমি আপনাদেরকে একটি তাহ্‌রীক স্মরণ করাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে এ কথা বলে দিতে চাই যে, রাশিয়ার ব্যর্থতায় অর্থাৎ রাশিয়ার ব্যবস্থার ব্যর্থতায় কেবলমাত্র সাম্যবাদী দর্শন দায়ী ছিল না। এ জন্যে রাশিয়ার শক্তি চূর্ণ হয়েছে যে, এই ব্যবস্থার রক্ষাকারীরা বিশ্বস্ত থাকে নি। এই ব্যবস্থায় কয়েকটি দিক্ রয়েছে। আমি অর্থনৈতিক দিকের কথা বলছি। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে বলতে হয় যে, ইহা অবশ্য ব্যর্থ হওয়ারই কথা ছিল। যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় এবং ইহার মূল কারণ ব্যবস্থা পরিচালনাকারীদের ক্রমবর্ধমান অবিশ্বস্ততা হয়, তখন দেশে দারিদ্র যত বাড়ে অবিশ্বস্ততার মানও ততই উঁচু হতে থাকে এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইহাও একটি সাধারণ নিয়ম, যা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অতএব রাশিয়ান ট্রাজেডির সারকথা এই যে, আমরা দু'ভাবে রাশিয়ার খেদমত করতে পারি। একটি হলো অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে। জামাতের যতটুকু ক্ষমতা আছে জামাত ততখানি রাশিয়ার ব্যাপারে আগ্রহ নিয়ে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সামলানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে রাশিয়াকে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়টি নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। একথা বুঝতে হবে যে, **আপনাদের শক্তির রহস্য নিহিত রয়েছে আপনাদের নৈতিক শক্তির মধ্যে। তাই আপনারা নৈতিক দিক থেকে নিজেদেরকে সংশোধন করে নিন এবং বিশ্বমানের নৈতিক ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। ইসলাম কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক, ইসলামের নৈতিক নীতিমালা বিশ্বমানের।** এই নীতিমালা স্থানীয় মানেরই নয়। যে শিক্ষা বিশ্বমানের তার সাথে ভৌগলিক সীমার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব ইসলামের নামতো নিবেন। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও জানিয়ে দেবেন যে, আমরা বিশ্বমানের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী নীতিমালার কথা বলছি। এই নীতিমালা সকল দেশে সমভাবে প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ইহা সকল দেশে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। এই আঙ্গিকে তাদের নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন, তাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে নৈতিক নীতিমালার কথা বলছি। এই নীতিমালা সকল দেশে সমভাবে প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ইহা সকল দেশে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। এই আঙ্গিকে তাদের নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন, তাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে নৈতিক নীতিমালার কথা বলুন। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এখন রাশিয়ার লোকদের ভাল কথা শুনে তা গ্রহণ করার অসাধারণ যোগ্যতা আছে। তারা সত্যকে সত্য বলে মানে। বিরুদ্ধবাদীরা যতই চাপ সৃষ্টি করুক না কেন, তারা সত্যের মোকাবেলায় কোন চাপ কবুল করে না। আমরা যে সকল এলাকায় আহমদীয়তের পয়গাম পৌঁছিয়েছি, খোদার ফযলে সে সকল এলাকায় এর প্রতিক্রিয়া এত ইতিবাচক ও এরূপ আশ্চর্যজনক হয়েছে যে, হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং খোদার শোকরে অশ্রুধারা বইতে শুরু করে। একটি প্রতিনিধিদল রাশিয়া থেকে এখনই ফিরে এসেছে। তারা এই রিপোর্ট দিয়েছে যে, আমরা যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানেই তারা আহমদীয়তের পয়গাম সত্য বলে স্বীকার করেছে। তারা এই পয়গামকে নিজেদের জন্য উপকারী বলে জেনেছে। এই প্রতিনিধিদল আরো জানিয়েছে, এমনকি একটি দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট রীতিমত টেলিভিশনে এই ঘোষণা দেওয়ালেন যে, ইহা আহমদীয়তের পয়গাম, আমরা ইহা গ্রহণ করি, ইহা সত্য, এবং আমরা আহমদীদেরকে দু'হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা আসুন এবং এ দেশে মানবতার খেদমত করুন। প্রতিনিধিদল একথাও জানায়, সব জায়গায় লোকেরা বলেছে যে, আমরা ঐ জাতি নই যাদেরকে সউদী আরব বা অন্য কেউ

টাকা-পয়সা দিয়ে খরিদ করতে পারে। আহমদীদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সউদী আরব কঠোর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। তারা মৌলবাদেরকে পয়সা দিয়ে লোকদেরকে খরিদ করে নেওয়ার বা শিক্ষকদেরকে খরিদ করে নেওয়ার বা মসজিদ নির্মাণের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে মসজিদের অভিভাবক হওয়ার চেষ্টা করেছে। পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে বর্তমানে রাশিয়ায় কীরূপ প্রবণতা রয়েছে। তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসছে। কোন কোন আলো, যা তারা এই অন্ধকারে নিজেরাই অর্জন করেছে, তা তারা অর্জন করেছে মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই আলো তারা নিজেদের বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। এই আলো বিসর্জন দেয় নি। অতএব ইহা ঐ প্রবণতা, যা সকল ভাল কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। আমি আগাগোড়া তিনটি প্রবন্ধ রাশিয়াকে সম্বোধন করে লিখেছি। এর প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, কোন কোন প্রবন্ধ সব চেয়ে অধিক প্রচারিত পত্রিকাগুলো নিজেরাই আনন্দের সাথে প্রকাশ করে। অবশ্য অনুমতি নিয়েই প্রকাশ করে। কোন কোন লোক নিজেরাই প্রবন্ধগুলো পুস্তাকারে প্রকাশ করে বিতরণ করতে থাকে। কোন কোন স্থানে টেলিভিশনে ঐ সকল প্রবন্ধ শুনানো হয়েছে। অতি সম্প্রতি আমি ঐ শেষ পয়গামও পাঠিয়েছি, যার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, টেলিভিশনের মাধ্যমে এই পয়গাম সারা দেশে সম্প্রচার করা হবে। যদিও এই পয়গাম বিশেষভাবে রাশিয়ার কোন একটি জাতিকে সম্বোধিত ছিল, তথাপি সারা রাশিয়াকেই অর্থাৎ সমগ্র ইউ এস এস আর কেই সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব ইনশাল্লাহ্তাআলা এ সকল লোকের মধ্যে পুণ্য ও সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা মজুদ আছে। সেখানে অনেক খেদমতের সুযোগ আছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা খুবই অস্থির অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। প্রকৃতপক্ষে এই সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় নি। এ সকল সম্পদ এমনিই পড়ে আছে। কোন মানুষ আসুক এবং এগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিক। কিন্তু তারা ভয়ও পায়। না জানি কোন শোষণকারী অর্থাৎ কারো দুর্বলতা ও ইজ্জতের সুযোগগ্রহণকারী ধনী জাতি এসে তাদেরকে আরো না লুটপাট করে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করে বাইরের দেশে পাঠানো আরম্ভ করে না দেয়। এই সমস্যার উত্তম সমাধান হচ্ছে আহমদীয়া জামাত, যারা মৌলিকভাবে সকল ধরনের লুটতরাজ, যুলুম ও আত্মসাৎ এর বিরোধী। **অতএব আমি জামাতের ব্যবসায়ীগণকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা উজবেকিস্তান, কাজিকিস্তান, তাতারস্তান এবং এ ধরনের সকল মুসলমান এলাকায় যান এবং ব্যাপকভাবে নিজেরাই সফর করুন।** আপনারা দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে, এ সকল দেশে কত সুযোগ রয়েছে। এ সকল সুযোগ কাজে লাগান। সেখানে কারখানা স্থাপন করুন। কিন্তু একটি নিয়্যত নিয়ে যাবেন। **নূন্যপক্ষে বেঁচে থাকার জন্য মুনাফার যে সীমা আছে তাকেই যথেষ্ট মনে করে তাদের অর্থনৈতির চেহারা পাল্টে দিতে হবে।** এসকল দেশে এর উত্তম সুযোগ রয়েছে। বিশ্বস্ততার সাথে জাতির খেদমত করতে হবে। এই খেদমতের সাথে তাদের আধ্যাত্মিক খেদমত এমনিতেই হবে। অতএব আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তওফীক দান করুন। পৃথিবীর সমস্যাতো অনেক এবং সকলের বোঝা আমরা নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করি। আমাদের হৃদয় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের প্রসাদে সারা পৃথিবীর মানবতার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের হৃদয়ও তাঁর (সাঃ) দাসত্বের কৃপায় তদ্রূপ প্রশস্ততাই লাভ করবে এবং ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়েও সমগ্র মানবতার হৃদয় স্পন্দিত হয়ে সারা পৃথিবীর সংশোধনের কারণে পরিণত হবে। ইনশাল্লাহতাআলা।"

(জামাতে আহমদীয়ার সম্মানিত ইমামের জুমুআর খুতবা, লন্ডন, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং)

তাজা নিদর্শন ও আমাদের দায়িত্ব

"এখন যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এখন ঐ সময় এসে গেছে। আল্লাহ্তাআলার ফযলে রাশিয়ার ভূখন্ড আহমদীয়ত গ্রহণের জন্যে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে, হৃদয়ের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে খুব দ্রুততার সাথে প্রস্তুত হচ্ছে। **অতএব এই ভূখন্ডকে (রাশিয়াকে) দোয়ায় স্মরণ রাখবেন যাতে আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে ঐ সকল খেদমতের তওফীক দান করেন যা খোদার দরবারে গৃহীত হবে এবং নিজেদের চোখে যেন ঐসকল ফযল অবতীর্ণ হতে দেখি। এতো আল্লাহ্র তকদীর। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই সকল ফযল যেন আমাদের যুগে অবতীর্ণ হয় এবং আমরা যেন এগুলো আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ হতে দেখি"।**

(আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, যা ১৯৯৩ সালের ৩০শে মে খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর সালানা ইজতেমায় প্রদান করেছিলেন)।

"অতএব রাশিয়াকে নূতন জীবনদানকারী হবো আমরাই। এই জন্য দোয়াও করুন। নিজেদেরকে ওয়াকফের জন্যও পেশ করুন এবং বিশ্বাস রাখুন যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রথম অংশ পূর্ণ হয়েছে সেভাবে অবশিষ্ট অংশও পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল, ২২শে আগষ্ট, ১৯৯০ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেসের একটি আজীমুশ্বান ঘোষণা পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঃ

(জুমুআর খুতবা, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫ইং)

"আমি জামাতকে এ কথা বলতে চাই যে, আগামী পঁচিশ ত্রিশ বৎসর জামাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পৃথিবীতে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। আমি বলতে পারি না তারা কোন্ কোন্ সৌভাগ্যবান জাতি হবে যারা সকলেই বা তাদের অধিকাংশ আহমদীয়তে প্রবেশ করবে। আমি বলতে পারি না তা কি আফ্রিকায় হবে না কী দ্বীপগুলোতে হবে বা অন্য কোন এলাকায় হবে। কিন্তু আমি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, ঐ দিন দূরে নয় যখন পৃথিবীতে এরূপ দেশ ও এলাকা দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে অধিকাংশ মানুষ আহমদীয়ত গ্রহণ করবে।"

(আল্ ফযল, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ইং)

এছাড়া তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, " ১৯৯০ইং থেকে ১৯৯৫ইং সালের মধ্যে খোদাতাআলা পৃথিবীকে এরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বিকাশ দেখাবেন, যাতে ইসলামের বিজয়ের চিহ্নাবলী সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।"

(মাসিক খালেদ, সেপ্টেম্বর,১৯৭৩ইং)

রাশিয়ার দার্শনিক এবং নোবেল বিজয়ী কাউন্ট টলষ্টয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ঃ

"আমার মস্তিষ্কে একটি মহান ও চমৎকার চিন্তা আছে যে, মানবতার কল্যাণের জন্য একটি নূতন ধর্ম ও কর্মের তৈরী করা দরকার, যা কেবলমাত্র পরকালের সুসংবাদই দেবে না, বরং বর্তমান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি নিয়ে আসবে যাতে সমগ্র মানবজাতি অংশীদার হবে"।

(কাউন্ট টলষ্টয়ের ডায়েরী, ৫ই মার্চ, ১৮৫৫ইং)

ইংল্যান্ডের দার্শনিক গ্রন্থকার জর্জ বার্নাড শ এর গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ঃ

"আমি বিশ্বাস করি এই শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই সমগ্র ইংল্যান্ড এক ধরনের সংশোধিত ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মকে এর উপকারিতার প্রেক্ষিতে সর্বদাই বড় মান-সম্মানের সাথে দেখি। আমার মতে ইসলাম ঐ একমাত্র ধর্ম যার মধ্যে জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা পাওয়া যায়। ইহা সকল যুগের মানুষের নিকট আবেদন রাখতে পারে"।

(Getting Married)

রাশিয়ান ডিক্টেটর লেলিন আমীর সাকেব আরসালান এর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় এ কথা স্বীকার করেন যে, **পৃথিবীতে যখনই ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ইহার আকার ইসলাম ছাড়া আর কিছু হবে না। কেননা ইসলামের ব্যবস্থা মানবজাতির জীবনের উত্তম জামানত।**

(পয়আমে আমন, লেখক – আবদুল্লাহ্ মিনহাজ, পৃষ্ঠা ১৮৪)

অনুবাদ – নাজির আহমদ ভূঁইয়া

ছোটদের পাতা

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াফকে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(২০তম কিস্তি)

এখন আমি মন্দের ব্যাপারে মোটামুটি ব্যাখ্যা করছি ঃ

প্রথমতঃ ঐ পাপ যা কিনা ব্যক্তিগত হয়ে থাকে অর্থাৎ যার প্রভাব কেবল ব্যক্তির নিজ সত্তার ওপরে পড়ে।

(২) ঐ পাপ যা অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ উহার প্রভাব মানুষের নিজের সত্তার ওপরেই পড়ে না বরং অন্যদের ওপরেও প্রভাব পড়ে থাকে।

(৩) ঐসব পাপ যা জাতীয় পর্যায়ে হয়ে থাকে। অর্থাৎ জাতির যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ঐ পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে।

(৪) ঐসব পাপ যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে। এর মোকাবেলায় পুণ্যেরও ৪টি প্রকারভেদ রয়েছে ঃ

(ক) ব্যক্তিগত পুণ্য অর্থাৎ যার প্রভাব মানুষের নিজ সত্তার ওপরে পড়ে থাকে।

(খ) ঐসব পুণ্য যা কিনা অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ যার প্রভাব অন্যদের ওপরেও পড়ে থাকে।

(গ) জাতীয় পুণ্যসমূহ যা জাতীয় ক্ষেত্রে পুণ্য মনে করা হয়।

(গ) ঐসব পুণ্য যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে।

এখন আমি ঐসব মন্দকর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করছি যা ব্যক্তিগত মন্দকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর ওগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান মন্দকর্মসমূহের তালিকা দিচ্ছি যেন ওগুলো মনে আসলে ওগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শক্তি সৃষ্টি হয়। এর পরে যে মন্দকর্মগুলো রয়েছে ওগুলো ইলহামের মাধ্যমে বলা যেতে পারে ঃ

(১) তাকাব্বর অর্থাৎ নিজের সত্তার মধ্যে নিজেকে বড় মনে করা। অন্য কারও কাছে প্রকাশ না করে এক ব্যক্তি নিজে নিজে মনে করতে পারে যে, আমি বড় লোক হয়ে গেছি। তাই এ কথা তার সত্তাকে পবিত্রতা অর্জন করা থেকে বিরত রাখে।

(২) দাগাবাজী। হাট-বাজারে উদভ্রান্তের মত ঘুরা ফিরা বা বসা এবং নিকৃষ্ট কাজ অবলম্বন করা। ইহাও আত্মার মন্দ বিষয় আর এর কারণেও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ কেউ নিজের অবস্থা ও পেশা না পরিবর্তন করে।

(৩) তাড়াহুড়া করা। বিনা চিন্তায় কোন কাজে শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করে। এর ক্ষতিও, যে তাড়াহুড়া করে তার ওপরে পতিত হয়।

(৪) কুধারণা অর্থাৎ অন্যদের বেলায় এ ধারণা করা যে, সে এরূপ,সে ওরূপ। যদিও এর ওপরে এ ধারণাকে কখনও প্রকাশ করে না এমন কি মারা যায় তবুও ইহা পাপ।

(৫) অবৈধ ভালবাসা হয় অন্তরেই রাখে আর কাউকে না-ও বলে তবুও ইহা পাপ।

(৬) ঈর্ষা – অর্থাৎ মনে এ ধারণা পোষণ করা যে, তার ক্ষতি করবো। এমন কি কার্যতঃ কোন ক্ষতি না করা হলেও।

(৭) ভীরুতা – প্রাণে ভীরুতা সৃষ্টি হওয়া পাপ। এর প্রকাশের যদি কোন সুযোগ না-ও আসে।

(৮) হিংসা –অন্যদের বেলায় এ ধারণা করা যে, তার ক্ষতি হোক আর আমার লাভ হোক।

(৯) বিচলিত – অর্থাৎ বিপদে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর যে কাজ তার করা দরকার করতে না পারা।

(১০) হীনমন্যতা - মানুষ নিজের জন্যে বড় বড় আশা পোষণ করে না ছোট ছোট আশা নিয়ে বসে থাকে।

এ মন্দও বড়ই ধ্বংসের কারণ হয়। ইহা বিশেষ করে রাজা-বাদশাহ্ ও ধনীদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। কেননা, তাদের কাপুরুষতার কারণে তাদের প্রজারাও কাপুরুষ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কতই না আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করেছেন ঃ

'তোমার সত্তারই কসম আমার প্রিয় আহমদ (সঃ)' তোমার অগ্রসর হওয়ার কারণেই আমরা সম্মুখে পদক্ষেপ রেখেছি"। অর্থাৎ তুমি (মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) উন্নতি করেছো তাই আমরাও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছি। অতএব ধনীদের জন্যে হীনমন্যতা খুব বড় পাপ এবং জনগণের জন্যেও পাপ।

(১১) তোষামোদ – এভাবেই কাউকে খুশী করার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা তোষামোদের শামেল। ধনীদের চাকর-বাকরদের মধ্যে এ দোষ অনেক বেশী হয়ে থাকে।

(১২) অকৃজ্ঞতা – এর অর্থ মনে কারও অনুগ্রহকে স্বীকার না করা।

(১৩) অধৈর্য – এক কাজ করতে গিয়ে শেষ না করাকে অধৈর্য বলে।

(১৪) আলস্য – এর কারণে মানুষ কাজই করতে পারে না।

(১৫) গাফেলতী। (১৬) অস্বীকার (১৭) সত্যকে স্বীকার না করার সাহসের অভাব।

(১৮) কোমলতার বাড়াবাড়ি – অর্থাৎ ঐ সত্তা যার প্রতি দুর্বলতা দেখানো উচিত নয় তা দেখানো হয় বা কেউ এতটা পর্যন্ত কোমলতা দেখায় যে কোন কাজে অকর্মণ্য হয়ে যায়।

(১৯) মুর্খতা – জ্ঞান আহরণ না করা।

(২০) লোভ-লালসা – এতে লিপ্ত হওয়াও পাপ।

(২১) লোক দেখানো কাজ করা।

(২২) দুরাকাঙ্ক্ষা – প্রাণে অন্যের ক্ষতির আকাঙ্ক্ষা করা।

(২৩) সাহস হারিয়ে বসা – কিছু সংকটের সম্মুখীন হওয়া আর কাজ পরিত্যাগ করা। ইহা বিশেষ করে ধনীদের পাপ।

(২৪) পাপের প্রতি আসক্তি – অর্থাৎ মন্দকর্ম দেখে মন্দ মনে না করা পাপ।

(২৫) প্রত্যেক প্রকারের নেশা করাও পাপ। এর মধ্যে মদ, আফিম, ভাং, নস্য, চা, হুকা সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

কতক বস্তু এমন, তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন কিনা চা। যদি উহার এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্যের ওপরে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তখন এর ব্যবহারও খারাপ হতে

পারে। কখনও এর প্রয়োজন দেখা দেয়। মানুষ দূর-দূরান্তের গ্রামে তবলীগ করতে যায় ঐ সময়ে যদি ফ্লাক্স ইত্যাদি সাথে নিয়ে নেয় আর চায়ের ব্যবস্থা করে তাহলে তা এমন বোঝা হবে যাতে সে খুব কষ্টে পতিত হবে। যেহেতু ইসলাম ইহা চায় যে, প্রত্যেক মুসলমান যেন একজন সিপাহীতে পরিণত হয় এবং যেখানে পাঠানো হয় সত্বর চলে যায়। এজন্যে এ ধরনের অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে বলে যা কিনা প্রতিবন্ধকার উপকরণের কারণ হয়ে থাকে। আমি কয়েকবার শুনিয়েছি। একবার সফরে এক পাঠানের নস্যি শেষ হয়ে যায় তখন সে এক কাশ্মীরীর কাছে খুবই মিনতির সাথে জিজ্ঞেস করে, ভাই তোমার নিকট কি নস্যি আছে? ইহা দেখে আমি বল্লাম, নস্যি তাকে তার সম্মুখে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

এখানে কতক লোক আছে যাদের হুকোর অভ্যেস আছে। পরে তারা এর কারণে কতক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। প্রাথমিক কালে আমাদের একজন আত্মীয় ছিলেন যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ঘোর বিরোধী হয়ে যায়। আর যেসব লোক এখানে আসতো সে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকতো। তার অভ্যেস ছিলো যে, তার উঠোনে চৌকি ফেলে হুকো রেখে দিতো। লোক হুকো দেখে সেখানে যেতো আর সে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতো আর বলতো, আমি তাদের আত্মীয় এবং তাদের সম্বন্ধে জানি। যদি কোন সত্যতা থাকতো তাহলে আমরা কি মানতাম না। এভাবে কতক লোক হোঁচট খেতো। একবার একজন আহমদী আসলেন। হুকো পান করতে তার কাছে গেলেন। তাকে তা প্রথমেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বিরুদ্ধে কথা শুনাতে থাকলো। যখন সে নিশ্চুপ বসে থাকলো তখন আবার তার সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে গালিও দিলো। এতেও সে কিছু বল্লো না। তুমি কি চিন্তা করছো? কথা বলছো না কেন? সে বলতে লাগলো, হুকোর শয়তানী অভ্যাস আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। যদি ইহা না হোত তাহলে আমি এখানে আসতাম না এবং হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে কথা শুনতাম না।

এখন আমি প্রসঙ্গতঃ বলে দিতে চাই যে, প্রথমেও কয়েকবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, হুকো খুবই নোংরা জিনিষ। এভাবে অন্যান্য নেশাদ্রব্যও খুবই ক্ষতিকারক। ইহা পরিহার করা আবশ্যক। কতক নেশা এমন যে, এদের কারণে মিথ্যের অভ্যেস সৃষ্টি হয়। আমি তাদের নাম নিচ্ছি না কেননা, যারা এতে অভ্যস্ত তাদের ব্যাপারে কু-ধারণার সৃষ্টি না হয়। তবে একথা ঠিক যে, ইহা সর্বৈব সত্য। কতক নেশাদ্রব্য স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং কোন প্রকার নেশার অভ্যেসই হওয়া উচিত নয়। আমার কোন জিনিষেরই অভ্যেস নেই। আমাকে বাল্যকালে অসুখের কারণে আফিম খাওয়ানো হতো। ছ'মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হতো। একদিন দেয়া হয় নি তখন আম্মা সাহেবা বলেন, না দেয়ার কারণে আমার ওপরে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয় নি। এতে হযরত সাহেব (আঃ) বলেন, খোদাতাআলা ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই এখন আর দিও না। তাই আমি যে কোন জিনিষই ব্যবহার করতাম, যদি ছেড়ে দিতাম তাহলে কোন কষ্ট হোত না। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে চায়ের ব্যাপারে যা কিনা আমাদের ঘরে নাশ্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, কখনও কখনও ছেড়ে দিতাম যেন অভ্যেসে পরিণত না হয়। মু'মিনের কোন বস্তুর নেশার অভ্যেসের দাসে পরিণত হওয়া উচিত নয়। ইহাও এক মন্দ অভ্যেস।

(২৬) অন্যকে হেয় মনে করা।

(২৭) অন্তরের শত্রুতা। শত্রুতা প্রকাশ করা হোক বা না হোক অন্তরে পোষণ করলে ইহাও ভাল নয়।

(২৮) অন্যদের ওপরে আস্থা না রাখা। মানুষ অন্যের ওপরে কোন কাজ ন্যস্ত করতে ভয় পায়।

(২৯) লোভ – ইহাও অন্তরের খারাপি।

(৩০) সীমাতিরিক্ত দুঃখ করাও খারাপ। অর্থাৎ মানুষ দুঃখে এতটা বেড়ে যায় যে, কর্ম-ভিত্তিক শক্তিকে অলস করে দেয়।

(৩১) সীমাতিরিক্ত আনন্দও খারাপ।

(৩২) সম্পর্কহীন কথা-বার্তায় নাক গলানো। এমনসব কথা যার সাথে তার কোন সম্পর্ক না থাকে অথচ অযথা এর পেছনে পড়ে যায়।

(৩৩) গাম্ভীর্যহীনতা – এর অর্থ বেশী বেশী কথা বলা। যখন কোন মানুষের বেশী বেশী কথা বলার অভ্যেস হয় তখন না বুঝেও কথার জবাব দিয়ে দেয়।

(৩৪) কঠোর প্রাণ – অর্থাৎ দয়া না করাও এক পাপ বিশেষ।

(৩৫) অন্যকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়াতে মজা পাওয়া।

(৩৬) অপব্যয়।

(৩৭) আত্মহত্যা।

(৩৮) ঐসব মিথ্যে যাতে কারও কোন ক্ষতি হয় না। কতক লোক অযথাও মিথ্যে কথা বলে। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

কাদিয়ান জলসা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

যারা এবার কাদিয়ান জলসায় যোগদানের জন্যে আবেদন করেছেন তাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, কাদিয়ান থেকে দাওয়াত-পত্র এসেছে। তারা যেন ৩-১১-২০০০ তারিখের মধ্যে কার্ড সংগ্রহ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ও এতদ্সংশ্লিষ্ট কাজ নিজ নিজ চেষ্টায় সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন যাতে যথাসময়ে তারা কলকাতা জামাতের সাথে যোগাযোগ করে বাটালা যাওয়ার টিকেট সংগ্রহ করতে পারেন।

আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কাদিয়ান জলসা বাছাই কমিটি

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ৯ই অক্টোবর-২০০০ইং তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে তেবাড়ীয়া জামাতের একজন প্রবীণ আহমদী জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী (৭০) মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ... রাজেউন)। তিনি ৬ ছেলে ৪ মেয়ে অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।

আল্লাহ্তাআলা তাঁকে যেন বেহেশ্ত নসীব করেন এবং মরহুমের পরিবার পরিজনদের সাবরে জামীল দান করেন, তার জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী, জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়া

মোকদ্দমার কিছু রায় ঃ

গত দু'বছরে ৩টি জাতীয় দৈনিক (দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ ও Bangladesh Observer হ'তে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মাত্র ৫টি রায় সংগ্রহ করা হয়েছে। হয়তো আরো দু'চারটি কেইসের রায় দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে একটি রায়ে গাঁজা পাচারের জন্য এক ব্যক্তিকে ৬ বছর জেল ও ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদায়ে ব্যর্থ হ'লে আরো এক বছর কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। অপর একটি কেইসে ৪জনকে মাদকদ্রব্য পাচারের জন্য ৭বছর কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। হিরোইন পাচারের জন্য সৌদি আরবে একজন পাকিস্তানীকে শিরচ্ছেদ করা হয় (Bangladesh Observer 17.6.2000)। ২০.৪.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে একটি খবরে বলা হয়েছে- মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার দায়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি আদালতে চার পাকিস্তানীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। ৯.১১.৯৯ তারিখের Bangladesh Observer এ একটি খবরের হেডলাইন ছিলো Five get death Penalty for drug trafficking in Vietnam উপরোক্ত তথ্যাদি সম্পর্কে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ তা হলো, যে অনুপাতে সারা বিশ্বে অবৈধ মাদক দ্রব্যাদির প্রসার ঘটছে, সে তুলনায় শাস্তির সংখ্যা 'সিন্ধু মাঝে বিন্দু যথা'। এ কথার জোরালো প্রমাণ মিলে ৩.৭.২০০০ তারিখের দৈনিক সোনালী বার্তায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন -এর হেড লাইন ছিলো ঃ

মাদক বিরোধী আইনে বগুড়ায় আট বছরে ২৬৬টি মামলা ॥ গত চার বছরে একটিও নিষ্পত্তি হয় নি।

এতে মনে হয় অনেক দেশই মাদকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ রুখতে না পারলে এর সর্বনাশা গতিতে দেশ ও সমাজ ভেসে যাবে, ধ্বংসে পড়বে।

আরো কথা আছে ঃ

এখানে তারিখের ক্রমে বিষয়-বস্তু তুলে ধরা হচ্ছে। কোথাও উদ্ধৃতি, কোথাও শুধু হেডিং এবং কোথাও মন্তব্য রাখা হবে। ২০.৭.৯৯ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের হেডিং ছিলো ঃ 'যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই' এর সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মাদক প্রতিরোধ উদ্যোগের অবকাঠামো তৈরীর জন্য জাতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ নীতি দফতরের পাশা-পাশি

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(৫৯ তম কিস্তি)

৫০টির বেশী ফেডারেল সংস্থা কাজ করে চলেছে। একই সাথে যারা দেশের হাজার হাজার স্থানীয় গ্রুপ মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এড়িয়ে চলার জন্য এবং এ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে লোকজনকে সাহায্য করছে। সাম্প্রতিক কালে যুক্ত রাষ্ট্রে মাদক দ্রব্যের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় ১৯৭৯ সালে সে সময় দেশের ১৩ শতাংশ লোক অবৈধ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতো বলে জানা যায়। ১৯৯৭ সালে এ সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নেমে আসে।

প্রত্যেক দেশকে সুসংগঠিতভাবে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে মাদকতার মূল উটপাটনে অগ্রসর হতে হবে। বিভিন্ন দেশের মাঝেও এজন্যে কার্যকর সংহতি এবং সহযোগিতা দ্রুত গড়ে তুলতে হবে।

২৬.৭.৯৯ তারিখের সংবাদের অতিথি কলামে **মদ ও মৃত্যু ঃ বাংলাদেশ ষ্টাইল** নামে লেখাটির প্রথম প্যারাটি হলো ঃ এলকোহল অতি পরিচিত একটি নাম। এলকোহল পানে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ইদানীং এই বস্তুটিকে আরো বেশী পরিচিত করে তুলেছে আমাদের দেশে। গাইবান্ধা ট্রাজেডি। দুটোই বড় মাপের ট্রাজেডি। মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। **সর্বসাকল্যে চার শতাধিক**। আমাদের মতো গরিব দেশে একজন মরে আরো দশজনকে ভাসিয়ে দিয়ে। এ ধরনের মরাকে মরা বললে নেহায়েত ভুল হবে। এটা অবশ্যই আত্মহত্যার শামিল। এভাবে জেনেশুনে বিষপান নিছক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বোঝা ও বিশ্লেষণ সম্ভবত দুঃসাধ্য ব্যাপার। না হলে এলকোহল পানে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মৃত্যুর খবর রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এবং পত্রপত্রিকায় দিনের পর দিন এ নিয়ে লেখালেখির পরও মানুষ কিভাবে নিশ্চিত মনে সারারাত ধরে আকণ্ঠ মদ পান করে অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে বোঝা ভার।

নেশাতে চোখের সামনে সাথীদের মরণ দেখেও যারা স্মরণ রাখতে পারে না তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ নয়। তা জেনে শোনেই আমাদেরকে ধৈর্য ও স্নেহমমতা ও ভালবাসার আন্তরিক পরশ দিয়েই এগোতে হবে। এ পরশ যত নিবিড় হবে সাফল্য প্রচেষ্টা ততই কার্যকর হবে।

১.৪.২০০০ তারিখের প্রথম আলোর 'পাঠকের অভিমত' তথা চিঠিপত্রের কলামে নাহার ইসলামের [৩৮৫/এ খিলগাঁও তিলপাপাড়া] 'মাদকাসক্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা এর প্রথম ও শেষ প্যারা দু'টোর উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

মাদকাসক্তি আমাদের দেশের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। মাদকাসক্তি একদিকে যেমন আসক্ত ব্যক্তির সৃজনশীলতা, কর্মক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা তথা স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ধ্বংস করে অকাল মৃত্যু ডেকে আনে অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে করে তোলে হতাশাগ্রস্ত, আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত এবং তাকে ও তার পরিবারকে সামাজিকভাবে হতে হয় হেয় প্রতিপন্ন।

পত্র লেখিকার বক্তব্য খুবই তাৎপর্যবহ। এসব কার্যকর রূপ দিতে হলে সরকারকে প্রয়োজনের উপযোগী আইন কানুন করতে হবে এবং তা করতে হবে অতি সত্বর।

মদপান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সফলতা নির্ভর করে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। সরকার চাইলে মাদকাপরাধ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মাদকাসক্তিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকাসক্তির কারণসমূহ চিহ্নিত করে এর নিরাময় এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে হবে মাদকের প্রাদুর্ভাব থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে হবে।

৫.৭.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের হেডিং ও প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

মাদক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে মাফিয়াচক্র

রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠেছে মাফিয়া চক্র। মাফিয়া চক্র মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করে চলছে। আগ্নেয়াস্ত্র, ক্যাডার, গাড়ি, মোবাইল, প্রশাসনকে। হেরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন, আফিম, কোকেন, গাঁজা, মদ, মাদক ব্যবসায় প্রতিবছর কেনাবেচায় লেনদেন হচ্ছে সহস্রধিক কোটি টাকা। মাদক ব্যবসার গোপনীয়তা ফাঁস, স্বার্থহানি, ঝুটঝামেলার কারণে প্রায়ই হচ্ছে দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনোখুনি।

একই তারিখে ঐ পত্রিকায় অপর একটি খবরের হেডিং ও প্রথম প্যারাটি হলো ঃ

বগুড়ায় ফেনসি কুইন রীনার বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড কুঠুরি॥ মাফিয়া চক্রের গোপন বৈঠক

সমুদ্র হক ॥ মাফিয়া চক্রের ট্রায়েঙ্গেল নেটওয়ার্কের মতোই বগুড়া মাদকদ্রব্যের ঘাঁটির মলাটে অবৈধ অস্ত্রের ঘাঁটিতে পরিণত হচ্ছে। এই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে অপরাধীদের সাম্রাজ্য। আর এই সাম্রাজ্যের গডফাদারদের ইঙ্গিতে একটি বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী অপরাধী চক্র। অস্ত্রধারী এই চক্রটির বিচরণ এখন সর্বত্রই। বগুড়ায় সামান্য 'টু' শব্দ হলে দ্রুত খবর পৌঁছে যায় মাফিয়া হেড-কোয়ার্টারে।সেখান থেকে বিশেষ নির্দেশে গোপন বৈঠক বসে বগুড়ায়। চলে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে ম্যানেজ করার চেষ্টা। আর ম্যানেজ না হলে মাফিয়া কায়দায় চিরতরে উধাও করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয় বলেও জানা গেছে।

নেশা নিরাময় ঃ

কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীদেরকে গৃহে অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে বুঝতে হবে, নেশাতে ক্ষতি ছাড়া কারো জন্য কোনই উপকার নেই। নেশায় আসক্ত হওয়া বোকামির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হওয়ার শামেল। সন্তান-সন্ততিদেরকে বুঝানোর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো অভিভাবকদের। যে যত নিকট আত্মীয় এ কাজে তার দায়িত্ব ততবেশী ও গুরুত্ববহ। এ দায়িত্ব পালনে পূর্ণ নিষ্ঠা ও স্নেহমমতার পরশ থাকতে হবে। নেশাগ্রস্ত হওয়া দ্বারা কেউ কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না বরং বহু মারাত্মক সমস্যার জন্ম দেয়। নেশা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা তথা মেধাকে ধ্বংস করে। বস্তুত মেধার কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

নেশা গ্রস্তরা নিজেদের দায়িত্ব বোধ ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। পরিবারের সুখ্যাতি ও সুখ শান্তিতে মারাত্মক আঘাত হানে। সমাজের ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। তাদেরকে আরও বুঝাতে হবে যে,কৌতুক বশত: বা মজা দেখার জন্য বিড়ি সিগারেট বা অন্য কোন মাদকদ্রব্যই ব্যবহার করতে নেই। যদি তা বিনা মূল্যেও পাওয়া যায়। বিনামূল্যে মেধা নষ্ট করতে যাওয়ার মত বোকামি বুঝতে তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

নেশাখোর ক্রমাগত অপব্যয়ের পথ প্রশান্ত করে। নেশার অর্থ যোগানে ব্যর্থ হলে সে নেশাতো ছাড়েই না বরং অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করে। প্রথমে নিজের বাড়িতেই চুরিচামারি শুরু করে। এতে নেশার প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হ'লে রাস্তাঘাটে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহে হাত পাকায়। এতে জীবনের উপর ঝুঁকি নেয়া হয়। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কখন কখন রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এতে প্রমাণিত হয় নেশাখোর কতই না অসহায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা নিজকে তিলে তিলে হনন করে এবং মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। এ বোকামির শেষ সীমায় করে সবাই হায় হায়!

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে নেশা করা মানব প্রকৃতির অংগ নয়। তাই তা দূর করা যত কঠিনই হোক না কেন, অসম্ভব নয়। তা না হলে কখনও এর বিস্তারে ভাঁটা আসতো না। সদা জোয়ারই বিরাজ করতো। দেহে কাঁটা ফুটলে, যত কষ্টকরই হোক না কেন তা তুলে ফেলতেই হয় নতুবা কষ্ট বাড়তেই থাকে। সমস্যা যত বড় এর সমাধানে তত ব্যাপক সুসংগঠিত প্রয়াশ থাকা চাই।

মাদকতা বিরোধী প্রচেষ্টার প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

(১) গণ সচেতনাকে ব্যাপকভাবে জাগ্রত ও সক্রিয় করতে হবে। দেশময় গণ আন্দোলনে সাফল্যের জন্য নেতাকর্মী সবাইকে নৈতিক গুণে ভূষিত হতে হবে। নতুবা যে কোন স্তরে আন্দোলনে ছেদ দেখা দিয়ে সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এসব কথা বলার কারণ হলো যারা মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত তারা নানা ফন্দিতে মাদকতা বিরোধী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

(২) এ আন্দোলনে গণমাধ্যমগুলোকে সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(৩) এ আন্দোলনের সাথে যারা যেভাবে জড়িত সবকে অঙ্গীভূত করে সরকারকে আইন পাশ করতে হবে যাতে অন্যায়কারীরা প্রয়োজনীয় ও যথাশীঘ্র শাস্তি পায়। আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব পালনে সরকারকে বিশেষ তৎপর হতে হবে। সর্বস্তরের জনগণ যাতে এতে সংযুক্ত হয় সে ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

(৪) মাদকতামুক্ত সমাজ গড়ায় শিক্ষা বিভাগকে বিশেষ অবদান রাখতে হবে। ক্লাস V, VI,VI বা VI, VII, VIII এর সিলেবাসে মাদকতা বিরোধী অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে। আগেই শিক্ষা দিলে প্রমোটাররা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্থান পাবে না।

এ সিলেবাসের লক্ষ্য হবে সহজ সরল ভাষায় মাদকতার ক্ষতিকর দিক এবং কীভাবে ওসব হতে দূরে থাকা যায় তা বলা। তাছাড়া অন্যদেরকে অবহিত করার জন্য দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

(৫) মাদকাসক্তদের জন্য যথাসত্বর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) যে সব সংস্থা সমাজকে মাদকমুক্ত করার জন্য কাজ করছে বা উদ্যোগ নিচ্ছে ওসবের মাঝে কার্যকর ঐক্যমত অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাদির মাঝেও কার্যকর সমঝোতা থাকতে হবে।

মদ ও জুয়া সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ঃ

মদ ও জুয়াতে মানুষের ক্ষতিকারক বিষয়ে মিল থাকায় আল্লাহ্ এগুলো সম্পর্কে এক সাথে নির্দেশনা দিয়েছেন মনে হয়। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মানুষকে দূরে রাখা ও নেশায় অভ্যস্তদেরকে মুক্ত করার জন্য হঠাৎ করে সম্পূর্ণ নিষেধ জারি করেন নি। বরং ক্রমাগ্রসরণের নীতি অবলম্বন করেছেন। স্তরে স্তরে ভাল অভ্যেস দ্বারা এসবের প্রভাব হতে সাহাবাগণ(রাঃ)-কে দূরে সরিয়ে আনেন। সর্বশেষে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নেশামুক্ত করেন। যে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো ঐ যামানায় বর্তমানের ন্যায় আরবে মাদকতা চিকিৎসার কোন হাসপাতাল ছিল না। এ মহান প্রয়াসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন তাদের নিষ্ঠাবান পথপ্রদর্শক।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ই.ফা) কর্তৃক প্রকাশিত মদ ও জুয়া সংক্রান্ত আয়াতসমূহের বাংলা তর্জমা দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, ই.ফার আয়াতের সংখ্যার সাথে বিস্‌মিল্লাহ্‌র দরুন এক যোগ করা হয়েছে। তা'ছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনের তর্জমা ও তফসীরের সহায়তাও নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! মদ্যপান অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তা বুঝিতে পার'(৪ ঃ ৪৪ আয়াতাংশ)। সালাত তথা নামায দ্বারা সাহাবাগণ (রাঃ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন তখন নেশামুক্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে বলা হলো। এতে সাহাবাগণ(রাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেয়া মাদকাসক্ত থাকার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব পেলো। তাতে নেশা পরিত্যাগ করা সহজতর হয়ে আসলো।

'হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক-তর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।' (৫ ঃ ৯১)

তখন যে পরিবেশ ছিলো জীবনে সফলকাম হওয়ার আহ্বান খুবই গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। মানব জীবনে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা ও এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর পথে নেশার আসক্তি গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে ছিলো।

এতে আটকে পড়ে জীবনকে ব্যর্থ হতে দেয়া কখনও সুবুদ্ধির পরিচয় বহন করে না তা সাহাবাগণ উপলব্ধি করাতে মহানবী (সঃ) তাদেরকে নেশা মুক্ত করতে সক্ষম হলেন।

"শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?' (৫ঃ ৯২)

অনেক সময় মদ ও জুয়া দ্বারা (নেশার সব উপাদানকে বুঝানো হয়েছে) অযথা নিজেদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। মদ ও জুয়া পরিত্যাগ করলে ওসবও ঝরে পড়ে।

'লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক (২ ঃ ২২০)। মদ ও জুয়াতে যে সব মহাপাপ এবং সামান্য উপকার আছে ওসব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা চিহ্নিত করে অত্যাবশ্যক হলে উপকারের ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মহাপাপগুলোকে কখনও নয়। আয়াতটিতে প্রথমে লোকে জিজ্ঞাসা করে বলার দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবাগণ (রাঃ) উপলব্ধি করতে ছিলেন যে, মাদকতা দ্বারা মানুষ নিজেদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। বস্তুত বর্তমান যামানায় সমাজকে সর্বনাশা নেশা হতে মুক্ত করার জন্য গণ আন্দোলনকে জোরদার করার সাথে সাথে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। নিজেদের আচার আচরণে নৈতিকতার গভীর চিহ্ন বহন করতে হবে। স্মরণীয় যে, এর কোনই বিকল্প নেই। উটেচড়া নবীর (সঃ)আবির্ভাবের যুগে নিরক্ষর মানুষেরা (অধিকাংশ লোক) যে শিক্ষা ও আদর্শের বলে নিজেদেরকে নেশা মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ লোকেরা তা পারছে না কেন? এ জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর হলো, চাই জীবনে নিখুঁত আদর্শের সাথে বলিষ্ঠ ও নিচ্ছিদ্র সংযোগ।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আমাদের চাঁদা

ইসলাম ধর্মের উদ্দেশ্য ঃ

মহান আল্লাহ্‌তাআলার নিকট ইসলামই একমাত্র ধর্ম। আর এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভ করা। আরাধ্য বা ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করতে হলে কুরবানী বা উৎসর্গের লীলা খেলা আমরা অহরহই দেখে থাকি প্রকৃতির মধ্যে। আল্লাহ্‌তাআলাকেও লাভ করতে হলে তাঁর পথে প্রিয় থেকে প্রিয়তর সব কিছু কুরবানীর আহ্বান আমরা দেখতে পাই মহান কিতাব আল্ কুরআনে। মহান কিতাব ঘোষণা করেছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পার না যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয়-বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর" (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ৯৩ আয়াত)।

মানুষের জন্য পার্থিব সর্বাধিক প্রিয়-বস্তু ঃ

জীবের ধর্ম সে বাঁচতে চায়। তাই প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে বংশ বিস্তার করে। মানুষও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। সে-ও বাঁচতে চায়। তাই সে বংশ বৃদ্ধির জন্য বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে এবং ভালভাবে খাওয়া পড়ার জন্য ধন-সম্পদ আহরণ করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জমা করে রাখে। আদিকাল থেকেই মানবের মধ্যে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ইহজগতে সন্তান-সন্ততি এবং ধন-দৌলত মানুষের নিকট সবচাইতে প্রিয়-বস্তু একথা আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি। মহান আল্লাহ্‌তাআলাও সূরাতুল কাহাফের ৪৭ আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ "ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য"। আর এই সৌন্দর্য ও অলংকারের সঠিক এবং সদ্ব্যবহারের ফলে মানব জীবন হতে পারে সুষমামণ্ডিত ও সাফল্যমণ্ডিত। যা মানবের জন্যে কল্যাণকর এর সঠিক প্রয়োগ না করলে তা-ই মানবের জন্য অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। পানি মানবের জীবন ধারণের জন্যে এত প্রয়োজনীয় যে, তার আর এক নাম মানব জীবন। কিন্তু এই পানির আধিক্যের দরুন বন্যায় আমাদের দেশের কি অবর্ণনীয় ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় তা কারোরই অজানা নয়। সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ যদিও মানব-জীবনের সৌন্দর্যের উপকরণ তথাপি এর সঠিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের অভাবে জীবন খুবই ক্ষতির সম্মুখীন হয়; হয় নিরানন্দ এবং ধ্বংসোন্মুখ। তাই মহান আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে সুরাতুল আনফালের ২৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ, "তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে ফিতনা বা পরীক্ষাস্বরূপ"। পরীক্ষার পরই পুরস্কারের আশা করা যায়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেমন পুরস্কারের আশা করা যায় তেমনি অকৃতকার্য হলে তিরস্কারের সম্ভাবনাও থাকে। তেমনই ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির সঠিক ব্যবহারে মানুষ গৌরবান্বিত হতে পারে এবং তার অপপ্রয়োগের কারণে নিন্দিত এবং লাঞ্ছিত হওয়ার পথও খোলা রয়েছে বৈকি। তাই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কোন্ পথে চললে আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে।

আহমদী জামাত কী ঃ

ইসলামই আল্লাহ্‌তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম একদিন সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে এবং একদিন ইসলামের মোকাবেলায় দুনিয়াতে আর কোন ধর্ম থাকবে না। আল-কুরআনের সূরাতুস-সাফফ্-এর ১০ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-"তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে যেন ইহা সকল ধর্মের উপর প্রবল বা প্রকাশিত হয়, যদিও মুশরিকগণ ইহা পসন্দ করে না।' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারকগণ একমত যে, ইসলামের এই বিশ্ববিজয় হবে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে (ইবনে জরীর ১৫০ পৃঃ, জামেউল বয়ান ২৯ পৃঃ, বেহারুল আনওয়ার ১৩ খন্ড পৃঃ ১২ এবং কুম্মীর বরাতে তফসীর শাফী দ্রষ্টব্য) তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমেই ঘটবে আঁ হযরত (সঃ)-এর দ্বিতীয় বিকাশ (সূরাতুল জুমুআ ঃ ৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)। ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে আখেরী যামানায় যে হেদায়াতপ্রাপ্ত জামাত খাড়া হবে এর নাম হবে জামাতে আহমদীয়া একথা পূর্ববর্তী বুযুর্গ মোল্লা আলী কারী (রাঃ) বলে গেছেন। (মিশকাত, শরাহ মিরকাত ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃঃ)। সুতরাং জামাতে আহমদীয়া আঁ হযরত (সঃ)-এর দীন ইসলামকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দেয়ার কাজকে সম্পাদন করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এই জামাত এর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই শত বাধা-বিঘ পায়ে ঠেলে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত তা করে যেতে থাকবে।

আহমদী জামাতের উদ্দেশ্য কী ঃ

জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন ঃ **"ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। উহা কী ? এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা-বিকাশ নির্ভর করে। এবং ইহাই সেই জিনিষ, অন্য কথায় যার নাম ইসলাম।** খোদাতাআলা এখন এ ইসলামকে সঞ্জীবিত করতে ইচ্ছা করেছেন। এ মহান জরুরী কার্য সাধনের জন্যে সকল দিক দিয়ে ফলপ্রদ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান তাঁর তরফ হতে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান খোদা জগদ্বাসীর সংস্কারের জন্য এই অধমকে প্রেরণ করে তা-ই করেছেন এবং জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে সত্যের সাহায্য ও ইসলাম প্রচার কার্যকে কতিপয় শাখায় বিভক্ত করেছেন" (ফত্হে ইসলাম পৃঃ ৫৬ বাংলা সংস্করণ)

তিনি আরও বলেন ঃ

"হে ভারত ! তোমার মধ্যে কি এমন কোন সাহসী সম্পদশালী ব্যক্তি নেই, যিনি আর কিছু না হয় অন্ততঃ একটি শাখার ব্যয়ভার বহন করতে পারেন ? যদি পাঁচজন সঙ্গতিশালী মু'মিন এই সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তবে তা পাঁচটি শাখার কার্য পরিচালনার ব্যয়ভার নিজ নিজ জিম্মায় নিতে পারেন। হে খোদাওন্দ খোদা ! তুমি স্বয়ং সেই হৃদয়গুলিকে জাগ্রত কর। ইসলামের উপর এখনো এমন নিঃস্ব অবস্থা আসে নি, হৃদয়ের সংকীর্ণতা আছে বটে, কিন্তু তারা রিক্ত নয়। যারা পূর্ণ সঙ্গতি রাখে না, তারাও এভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করতে পারে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ আর্থিক অবস্থা অনুসারে মাসিক সাহায্য হিসাবে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে কিছু কিছু অর্থ এর জন্য নজরস্বরূপ দেয়। আলস্য, ঔদাসীন্য ও কুধারণা দ্বারা কখনো ধর্মের উপকার সাধিত হতে পারে না। কুধারণা গৃহকে ধ্বংস করে দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। দেখ, যাঁরা নবীর যুগ পেয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কতভাবেই না আত্মত্যাগ করেছিলেন। ধনী ব্যক্তি যেমন প্রিয় ধন ধর্মের পথে উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকারী ফকির নিজের সাধের রুটির টুকরা দ্বারা পূর্ণ ঝুলি উপস্থিত করে দিয়েছেন এবং যে পর্যন্ত না খোদাতাআলার তরফ হতে বিজয়কাল উপস্থিত হয়েছে, সে পর্যন্ত তারা এরূপই করেছেন। 'মুসলমান' হওয়া সহজসাধ্য নহে। 'মু'মিন' উপাধি পাওয়াও সহজ নয়। অতএব হে মানবগণ ! তোমাদের মধ্যে যদি সেই সত্যের রূহ থাকে যা মু'মিনদিগকে দান করা হয়, তবে আমার এই আহ্বানকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখবে না। পুণ্য অর্জনের চেষ্টা কর। কেননা, খোদাতাআলা আকাশ হতে তোমাদেরকে দেখছেন, তোমরা এই পয়গাম শুনে কী জবাব দাও!

হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে যারা পূর্ববর্তী স্থির-প্রতিজ্ঞ মু'মিনদের শেষ নিদর্শনস্বরূপ এবং পুণ্যাত্মাগণের বংশধর, তোমরা অস্বীকার এবং কুধারণা পোষণ করতে ব্যগ্র হয়ো না এবং সেই ভয়ঙ্কর মহামারীকে ভয় কর যা তোমাদের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করছে এবং অগণিত লোক যার প্রতারণার ফাঁদের ভিতর এসে গিয়েছে। তোমরা দেখেছো ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার জন্যে কি প্রবল প্রচেষ্টা চলছে! তোমাদের কি কর্তব্য নয় যে, তোমরাও চেষ্টা কর? ইসলাম মানবরচিত ধর্ম নয় যে, মানুষের চেষ্টায় ইহা ধ্বংস হয় যাবে। কিন্তু আফসোস্ সে সকল লোকের জন্যে, যারা এর মূল উৎপাটন করতে সচেষ্ট; দ্বিতীয়তঃ সেই লোকদের জন্যও আফসোস, যাদের নিকট নিজেদের স্ত্রী, সন্তান ও ভোগ-বিলাসের জন্য সব কিছু থাকে, কিন্তু ইসলামের জন্য তাদের পকেটে কিছুই থাকে না। হে অলসগণ! তোমাদের জন্যে আফসোস, তোমরা ইসলামের বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে এবং ধর্মের জ্যোতিঃ প্রদর্শনের জন্যে কোন শক্তি রাখ না। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রভা বিকাশ করার জন্যে আগত খোদাতাআলার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকেও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে পার না। ইসলাম আজকাল সেই প্রদীপের ন্যায় যা একটি সিন্দুকে আবদ্ধ রাখা হয় অথবা সেই সুমিষ্ট পানির উৎসের ন্যায় যা আবর্জনা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। এই কারণেই ইসলাম অবনতির অবস্থায় পতিত। এর সুশ্রী চেহারা দৃষ্টি গোচর হয় না। এর মনোহর অবয়ব দেখা যায় না। মুলসমানদের উচিত ছিল, এর পরিপূর্ণ আকৃতি প্রদর্শনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং ধন-সম্পদ কি ছার, রক্ত পর্যন্ত পানির মত প্রবাহিত করে দেয়া। কিন্তু তারা তা করে নি" (ফত্হে ইসলাম ঃ পৃঃ ৭৯-৮১ বাংলা সংস্করণ)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) পুনরায় বলেন ঃ

"অতএব, হে ইসলামের সঙ্গতিশীল লোকগণ! দেখুন, এই বাণী আপনাদেরকে পৌছে দিচ্ছি যে, এই সংস্কার-সাধনকারী প্রতিষ্ঠানকে যা খোদাতাআলার তরফ হতে উদ্ভুত হয়েছে, নিজেদের সমস্ত হৃদয়, সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সাহায্য করা এবং এর সকল শাখাকে সম্মানের চক্ষে দেখা এবং যথাশীঘ্র খেদমতের কর্তব্য আপনাদের সম্পাদন করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুসারে মাসিক কিছু কিছু দান করতে ইচ্ছা করেন, তবে তা অবশ্য কর্তব্য ও পরিশোধনীয় ঋণস্বরূপ মনে করে স্বয়ং মাসে মাসে নিজ চেষ্টায় আদায় করবেন। এই দানকে প্রকৃতই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এক দান-স্বরূপ মনে করবেন এবং তা আদায়ে শৈথিল্য বা অবহেলা করবেন না। যিনি এককালীন সাহায্যস্বরূপ দান করতে চান, তিনি সেভাবেই দান করুন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, যদ্দারা এ প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত গতি আশা করা যায় সেই মূল বিষয়টি হ'ল ধর্মের প্রকৃত হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ আয় অনুসারে এরূপ সহজসাধ্য চাঁদা মাসিক আদায় করা নিজেদের এক অবশ্য পালনীয় ওয়াদা বলে মনে করবেন, যা কোন দৈব-বিঘ্ন উপস্থিত না হ'লে অনায়াসে আদায় করতে পারেন। অবশ্য যাকে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সঙ্গতি এবং মনের বল দান করেছেন, তিনি এই মাসিক চাঁদা ছাড়া নিজ সাহসের প্রসারতা ও সঙ্গতি অনুযায়ী এককালীন দান হিসাবেও সাহায্য করতে পারেন।

এবং তোমরা হে আমার বন্ধুগণ! প্রিয় ব্যক্তিগণ ! আমার অস্তিত্বরূপ বৃক্ষের সবুজ শাখাসমূহ! তোমরা খোদাতাআলার রহমতে, যা তোমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, আমার নিকট বয়াত গ্রহণ করেছো এবং নিজেদের জীবন, আরাম ও ধন এই পথে বিলিয়ে দিচ্ছো। যদিও আমি জানি যে, আমি যা কিছু বলব তা-ই স্বীকার করে লওয়া তোমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে এবং যথাশক্তি তা করতে কুণ্ঠিত হবে না, তথাপি এই খেদমতের জন্যে আমি নিজ মুখে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু তোমাদের ওপর ধার্য করতে পারব না, যাতে তোমাদের খেদমতে আমার কথায় বাধ্যকর না হয়ে বরং তোমাদের আপন খুশীতে হয়। আমার বন্ধু কে ? আমার প্রিয় কে ? সেই ব্যক্তি, যিনি আমাকে চিনেন। আমাকে কে চিনেন ? তিনিই, যিনি আমার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করেন, যেভাবে প্রেরিত পুরুষগণ গৃহীত হয়ে থাকেন। দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হ'তে নই। কিন্তু যার প্রকৃতিকে সেই (আধ্যাত্মিক) জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তিনি আমাকে গ্রহণ করেন এবং করবেন। আমাকে যে বর্জন করে, সে তাঁকে বর্জন করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, এবং যিনি আমার সাথে সম্পক স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার

হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্য সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে, সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এই যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করবে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর হতে দূরে থাকতে চায়, মৃত্যু তার চারদিকে বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ থাকবে না" (ফত্হে ইসলাম, পৃঃ ৮২-৮৩ বাংলা সংস্করণ)।

'মাল ও কুরবানী শব্দের প্রতি এক নযর ঃ

'মাল' আরবী শব্দ অর্থ-ধন-সম্পদ এর বহুবচন 'আমওয়াল'। 'কুরবানী' 'কুরব্' শব্দ থেকে আসছে যার অর্থ নৈকট্য লাভ করা। সুতরাং ধন-সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জন করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'মালী কুরবানী' বা অন্য কথায় **ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা বলে।

একটি বিশেষ ইবাদত 'মালী কুরবানী' ঃ

আল্লাহ্তাআলাকে লাভ করতে হলে যত প্রকার ইবাদত আছে মালী কুরবানী এর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অত্যধিক। কুরআন করীমে কমপক্ষে ৮২বার সালাত অর্থাৎ নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে যাকাত প্রদান করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। আল্ কুরআনের প্রায় ৭৫০ টি আদেশ নিষেধের মধ্যে মালী কুরবানীর ব্যাপারে প্রায় ২৫০টি আদেশ নিষেধ রয়েছে। সুতরাং মালী কুরবানী ইবাদতের ময়দানে কি গুরুত্ববহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। কোন নবীর যুগেই মালী কুরবানীর ইবাদতের প্রতি কম গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং বলা চলে সত্যিকারভাবে তাদের সফলতার চাবিকাঠি এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। যে জাতি যত বেশী ত্বরিত গতিতে তার মহাপুরুষের মালী কুরবানীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল সে জাতিই তত বেশী এবং তত ত্বরিত গতিতে উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হতে পেরেছিল।

'ঈমান' অর্থ কোন কিছু সম্বন্ধে মৌখিক স্বীকৃতি দান, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন এবং তদনুযায়ী আমল করাকে সামগ্রিকভাবে ইসলামী পরিভাষায় 'ঈমান' বলে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ঈমানের সাথে মালী কুরবানীর কী সম্পর্ক রয়েছে ? মালী কুরবানীর সাথে ঈমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একে অপরের পরিপূরক। সত্যিকার ঈমানদার হতে হলে আল্লাহ্র পথে মালী কুরবানী অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে ঈমানকে সজীব রাখতে হলে মালী কুরবানী ঔষধরূপ। মালী কুরবানীর সাথে ঈমানের যে কত দৃঢ় সম্পর্ক তা কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিধৃত হয়েছে। কতিপয় আয়াতের মাধ্যমে তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব ঃ

মহান আল্লাহ্তাআলা মুত্তাকীর (খোদা-ভীরু) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সূরাতুল বাকারাহ্-এর প্রথম রুকূতে বলেন ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থাৎ তারাই মুত্তাকী "আমরা তাদেরকে যা রিয্ক (জীবনোপকরণ) দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে"। তাই হেদায়াত বা সৎপথ লাভের জন্যে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে আর মুত্তাকী হওয়ার জন্যে মালী কুরবানী একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। পুনরায় আল্লাহ্তাআলা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সূরাতুল মোমেনূনের ৫ আয়াতে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়"। এখানে যদিও 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বা ধন-সম্পদকে পবিত্র করে, তবুও সর্বপ্রকার মালী কুরবানী এর-অন্তর্ভুক্ত। সূরাতুল হুজুরাতের ১৬ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা প্রকৃত ঈমানদারগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

"তারাই প্রকৃত মু'মিন-যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারাই– সত্যবাদী।" পূর্ণ ঈমানদার বলে দাবী করতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাক্ষ্য হিসাবে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ১৫ আয়াতে মরুবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা মুসলমান হয়েছে, কিন্তু ঈমান তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি। প্রকৃত ঈমানদার বা মুসলমান হতে হ'লে সর্বদা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যত্র সূরাতুল আন্ফালের ৪র্থ আয়াতে প্রকৃত মু'মিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

"যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে"।

'মুমিনের ধন-সম্পদ ও জীবন আল্লাহ্র নিকট বিক্রীত। বিক্রীত দ্রব্য ফেরত নেয়া যেমন হঠকারিতা তেমনিই প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ না করাও হঠকারিতা। আল্লাহ্তাআলা সূরাতুত তওবার ১১১ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনের নিকট থেকে তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত।" সুতরাং প্রকৃত ঈমানের দাবীদারকে একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার জীবন এবং ধন-সম্পদের উপর তার কোন অধিকার নেই, যখন তা আল্লাহ্র প্রয়োজনে লাগবে।

মালী কুরবানী ঈমান-বাগিচায় পানি সিঞ্চনকারী ঃ

পূর্বেই বলেছি মালী কুরবানীর মাধ্যমে ঈমান তাজা এবং সজীব থাকে। কোন বাগানের নিকট দিয়ে যদি একটি নহর প্রবাহিত থাকে এবং তা থেকে সতত পানি সিঞ্চনের ফলে সে বাগানের উপর কখনও কখনও জরা-জীর্ণ অবস্থা আসতে পারে না বা যে বাগানের উপর প্রায়ই এক আধ পশলা বৃষ্টি বর্ষিত হয় সে বাগানও চির সবুজ থাকে। মালী কুরবানীও ঐরূপ বৃষ্টি ধারার ন্যায় যা ঈমান-বাগিচাকে সদা সজীব এবং ফলবতী রাখে। তাই আল্ কুরআনের সূরাতুল বাকারার ২৬৬ আয়াতে মহান আল্লাহ্তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

"যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মাকে বলিষ্ঠ করণার্থে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগিচার ন্যায়, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে উহার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে, যদি মুষলধারে বৃষ্টি না-ও হয় তাহলে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবই দেখেন।" যারা সর্বদা আল্লাহ্র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করেন তাদের ঈমানের সজীবতা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে পরীক্ষিত। (চলবে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আখেরী নবী এবং আহমদীয়া মতবাদ

জনাব এ.কে.এম ফারুক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে প্রকাশিত "দৈনিক প্রজাবন্ধু পত্রিকার ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ ইং সংখ্যায় "আখেরী নবী এবং আহমদীয়া মতবাদ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। এই প্রবন্ধ তিনি আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে একই গতানুগতিক ধারার কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ সকল অভিযোগ এবং অপবাদ নতুন কিছু নয়। এগুলো নিছক চর্বিতচর্বণ। বারবার এগুলোর উত্তর আমরা দিয়েছি। আবারো দিচ্ছি।

এ.কে.এ. ফারুক সাহেবের প্রবন্ধ পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তিনি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কোন পুস্তক পড়াতো দূরের কথা, এগুলোর চেহারাও কোন দিন দেখেছেন কিনা। আহমদীয়া জামাতের অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীর লেখা থেকে নকল করে তিনি এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। নকলও তিনি ঠিকভাবে করতে পারেন নি। কারণ এ প্রবন্ধে তিনি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আঃ) কর্তৃক রচিত বইসমূহের যে সকল নাম উল্লেখ করেছেন তদ্রূপ কোন বই পুস্তক নেই। ফারুক সাহেব যে সকল বই-এর নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) আয়সা কামালত, (২) জমিমা, (৩) গনতী কাএফালা, (৪) আনওয়ারুছ ছালাম, (৫) নাতুজুল মুছাল্লা, (৬) আয়না ছাদ্দকাত, (৭) আখবারুল হুকুম ইত্যাদি।

জনাব ফারুক সাহেব, যে সকল বই-এর আপনি উদ্বৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে যদি একটি বইও আপনি আমাদেরকে দেখাতে পারেন আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। কেন মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে নিরীহ সরলমনা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন? আপনাকে অনুরোধ করছি আহমদীয়া জামাতের দু'চারটি বই পড়ুন। নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে পড়ুন। তারপর যদি আপনার অভিযোগ থাকে তবে পত্র-পত্রিকায় যত খুশী লিখুন। নিজে না পড়ে না জেনে অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া কি সমীচীন?

আপনি আরো লিখেছেন, "পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নগরে মির্জা গোলাম আহমদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে।" আমরা দুঃখিত, আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আপনি কোন খবরই রাখেন না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ সালে কাদিয়ান নগরে নয় কাদিয়ান নামক এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁর জন্মের ১৬৫ বৎসর পর আজ কাদিয়ান একটি শহরে পরিণত হয়েছে। ফারুক সাহেব, সরলমনে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করুন। আপনি লিখেছেন, "এই গোলাম আহমদ নিজেকে শুধু নবী বলেই ক্ষান্ত হয় নাই। নিজেকে খোদা বলেও দাবী করেছে"। আপনার এ মিথ্যা রটনার উত্তরে আমরা শুধু বলবো, লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত)। আপনি আহমদীদের যে কোন মস্‌জিদে গিয়ে বা যে কোন আহমদীর গৃহে গিয়ে দেখুন তারা কার ইবাদত করে। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আহমদীরা দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে এবং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহতাআলার ইবাদত করে, কোন মানুষের ইবাদত করে না। বরং আজমীর শরীফ, সিলেট বা অন্যান্য ওলি আল্লাহ্‌র মাজারে গিয়ে কিছু লোক যেভাবে শেরেক করে তাদেরকে নসীহত করুন, তারা যেন মৃত মানুষের কাছে কিছু না চায়। কারণ মৃত মানুষ কাউকে কিছু দিতে পারে না। আপনি নসীহত করুন এ সকল দিশেহারা মানুষকে তারা যেন সর্বশক্তিমান খোদার নিকট চায়। আজ মুসলমানদের মধ্যে বহু ধরনের, শেরেকের প্রচলন হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহম্মদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন এ সকল শেরেক দূর করে প্রকৃত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে। এহেন মহাপুরুষ কীভাবে খোদা বলে দাবী করতে পারেন? নাউযুবিল্লাহ। ফারুক সাহেব, এ ধরনের উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য অভিযোগ না এনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি পড়ুন। তাহলে আল্লাহ্‌র ফযলে আপনি প্রকৃত সত্য জেনেও যেতে পারেন। সত্য বুঝাবার জন্য চাই নিরপেক্ষ মন ও পবিত্র হৃদয়।

আপনার প্রবন্ধে আপনি গতানুগতিক ধারায় সূরা আহযাবের 'খাতামান্নাবীঈন' সম্বলিত আয়াতটির বাংলা অনুবাদ করেছেন "মোহাম্মদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল এবং শেষ নবী"। আপনার বা আপনাদের এ অনুবাদটি, সঠিক নয়। এমনকি মক্কা শরীফ থেকে কুরআন মজীদের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তাতেও 'খাতামান্নাবীঈন' এর অর্থ করা হয়েছে" নবীগণের মোহর"। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "খতমে নবুওয়ত" শীর্ষক পুস্তকটিতেও খাতাম-এর অর্থ করা হয়েছে 'মোহর' 'আংটি' ইত্যাদি। অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) শেষ শরীয়তধারী নবী। কুরআন মজীদই মানব জাতির জন্য শেষ শরীয়ত। এ কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী-ই আহমদীরা বিশ্বাস করে 'উম্মতী নবীর দরজা খোলা আছে (৪:৬৯)। ইসলামে যদি উম্মতী নবী না-ই আসবে তবে মুসলমানদের ৭২ ফিরকার ঝগড়া মিটাবে কে, বিভিন্ন পীর সাহেবদের মধ্যকার দাঙ্গা-ফাসাদ দূর করবে কে, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করবে কে, এবং বিশ্ব মানবকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করবে কে? এ কাজ কি এ যুগের ধর্মীয় আলেমগণের পক্ষে করা সম্ভব, তাদের অধিকাংশইতো মারামারি, ঝগড়া-ঝাটি, ফতুয়াবাজী ও ধর্ম ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তারা কি পারবেন ত্রিত্ববাদকে খন্ডন করতে? বরং তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে জীবিত রেখে ত্রিত্ববাদের মিথ্যা ধারণাকে আরো জোরদার করছেন। অথচ কমপক্ষে ৩০টি আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়। মাওলানা মাওদূদী, মাওলানা আকরম খাঁ প্রভৃতি আলেম আরও মিশরীয় আলেমসহ বহু আলেম হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু স্বীকার করেছেন।

আহমদীয়া জামাতের প্রবর্তক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীই হচ্ছে তিনি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী একজন উম্মতী নবী, তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এর উম্মত ও দাস, তিনি আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইবনে মরিয়ম। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা-এর কাজকে পৃথিবীতে সমুন্নত করাই তাঁর কাজ।

ফারুক সাহেবের আরো একটি অভিযোগ হচ্ছেঃ "বৃটিশের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য জেহাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি এবং প্রচারাভিযান চালায়"। আহমদীয়তের

বিরুদ্ধবাদীরা এ অভিযোগটি বারবার উত্থাপন করে আসছেন। এ যুগের আলেমগণ জেহাদ বলতে মারামারি, খুনাখুনী ও রক্তারক্তি ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না। তাদের মতে ইসলামের জন্য ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় তলোয়ার হাতে নিয়ে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই একমাত্র জেহাদ; যদিও তাদের এ ধারণা বিভ্রান্তিকর, অথচ তারা কিন্তু তাদের এ ধারণা অনুযায়ী কোন আমলই করছেন না। তারা কি কখনো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় জেহাদের উদ্দেশ্যে তলোয়ার হাতে বসনীয়া গেছেন ও তারা কি কখনো কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বার্থে জেহাদের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছেন ও ইরাক-ইরান উপসাগরীয় যুদ্ধে তাদের ভূমিকা কী ছিল? ফিলিস্তানীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা কি জেহাদ করেছেন বা করছেন? সত্য এই যে, খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য কোন জাতির মোকাবেলা করার শক্তি বা সাহস কোনটাই তাদের নেই। তারা কেবল জেহাদের ফতুয়া দিয়ে নিরীহ জনগণকেই উত্তেজিত করতে জানেন। নচেৎ তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আলেমগণের তলোয়ারের জেহাদ করা উচিত ছিল। তা কি তারা করেছিলেন? বরং ইতিহাস থেকে যথেষ্ট প্রমাণ দেয়া যায় যে, তদানীন্তন বড় বড় আলেমরাও ইংরেজদের পক্ষে কথা বলেছেন। এ দোষ কেবল হযরত মির্যা সাহেবের। এ প্রসঙ্গেও কয়েক সংখ্যায় মাওলানা মুঃ মাযহারুল হাক জবাব দিয়ে আসছেন দয়া করে ফারুক এগুলো পাঠ করবেন।

ফারুক সাহেবগণকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তলোয়ারের জেহাদ শর্ত সাপেক্ষ। আল্লাহ্‌তাআলা জানতেন আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহদীর সময়ে তলোয়ারের যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। ধর্ম নিয়ে কেউ যুদ্ধ করবে না। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, হযরত ইমাম মাহদী(আঃ) ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন (ইয়াজহারুল হারব)। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যে সকল বড় বড় জেহাদের কথা বলা হয়েছে যে সকল জেহাদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)আমৃত্যু করেছেন এবং তাঁর অনুসারীরা সারা বিশ্বে আজ এ জেহাদই করে যাচ্ছেন। এ জেহাদ হচ্ছে কলমের জেহাদ, ইসলাম প্রচারের জেহাদ, আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও ধন-সম্পদ সমুদয় কুরবানী করার, জেহাদ, এবং নিজের নফ্‌সকে পবিত্র করার জেহাদ, এ সকল জেহাদের কদর ধর্মীয় আলেমগণ, করতে চান না। আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার পরিবর্তে তারা ধর্মের নামে, ধন-সম্পদ কামাই করাতেই বেশী তৎপর। নিরপেক্ষ সঠিক ব্যক্তি মাত্রই বিষয়টি একটু চিন্তা করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ফারুক সাহেব তার প্রবন্ধের এক পর্যায়ে বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) 'শেষ নবী' এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন প্রকার স্বাধীন স্বতন্ত্র শরীয়তে বাহ্য নবীর আগমন ঘটবেনা। মহানবীর পর নূতন নবুয়তের দাবীদার ও তার অনুসারীরা কাফির ও মুরতাদ এবং আহমদীরাও কাফির ও মুরতাদ। প্রসঙ্গটি আরো একটু টেনে তিনি বলেন,"হুজুর আকরাম (সঃ)-এর জামানায় আছওয়াদে উনাসী এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর জামানার মুসায়লামাহেল কাজ্জাব নবুয়াতের দাবী করায় তাদেরকে কতল করে দেয়া হয়। এরপরও যত ভন্ড নবীর অবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই ----হয়েছে অথবা তারা পালিয়ে গেছে"। জানিনা ফারুক সাহেব একজন ধর্মীয় আলেম কিনা যদি তিনি আলেম হয়ে থাকেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তার ন্যূনতম জ্ঞান থাকা অব্যশ্যক ছিল। তার জানা উচিত ছিল আলোচ্য মুরতাদদেরকে এজন্যে হত্যা করা হয় নি যে, তারা নবী দাবী করেছিল। বরং এ জন্য হত্যা করা হয়েছিল যে, মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে তারা তদানীন্তন সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হত্যা, লুটপাট প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করেছিল এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছিলো। আরও কয়েক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করেছিল। এদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল শাসন-ক্ষমতা দখল এবং আরবের বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয়া। কেবলমাত্র মুরতাদ হওয়ার জন্য কাউকেই হত্যা করা হয় নি।

আজ সমগ্র মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্ব নৈতিক অবক্ষয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। যে কোন পত্র-পত্রিকার প্রথম পাতাই পূর্ণ থাকে হত্যাকান্ড, রাহাজনি লুটতরাজ ডাকাতি সন্ত্রাসী, হাইজাকিং অপহরণ, নারী ধর্ষণ, ভুয়া ব্যাঙ্ক বা এধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে আমানতকারীদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, ইত্যাকার লোমহর্ষক খবরে। ফারুক সাহেব, মুরতাদকে হত্যার ফতুয়া না দিয়ে এ সকল অবক্ষয় রোধে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করুন। দেশের গোটা আলেম সমাজ মিলেও যদি একটি অপরাধীকে হেদায়াতের পথে আনতে পারেন তবে আপনাদের সওয়াবতো হবেই, দেশ ও জাতিও উপকৃত হবে। মুরতাদ হত্যা, কাফির হত্যা এসব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে মানুষকে সৎ মানুষ করার ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করুন। এদেশে অনেক হত্যাকান্ড হচ্ছে। আরও হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত ইসলামের কথা বলুন, শান্তির কথা বলুন। দেশ এমনিতেই অশান্তিতে ভরে গেছে।

ফারুক সাহেব তার প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে বলেন, "বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতকে) সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক"। তিনি আরো বলেন, "একাজটি বাংলাদেশ সরকার তাদের ঈমানের স্বার্থেই করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি", প্রথমতঃ আমরা ফারুক সাহেবের নিকট জানতে চাই পাকিস্তান ব্যতীত বিশ্বের কোন্ কোন্ মুসলিম রাষ্ট্র আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে এর একটি তালিকা প্রকাশ করুন, দ্বিতীয়তঃ আপনার নিকট আরো জানতে চাই, কোন দেশের সংবিধান কি সে দেশের জনগণের ধর্ম নির্ধারণ করে দেয়ার অধিকার রাখে? একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই জানেন, কে মুসলমান এবং কে মুসলমান নয়। সংবিধান কি করে ঈমান পরিবর্তন করে দিতে পারে? ঈমানতো অন্তরের ব্যাপার। আজ যদি বাংলাদেশ সরকারকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, তারা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম নির্ধারণ করে দেবে, তবে অন্যান্য দেশের সরকারেরও তদ্রূপ অধিকার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত সরকার যদি ভারতের মুসলমানদেরকে হিন্দু ঘোষণা করে, শ্রীলংকা সরকার যদি সেখানকার হিন্দুদেরকে বৌদ্ধ ঘোষণা করে, নিউজিল্যান্ডের সরকার যদি সেখানকার আদিবাসীদেরকে খৃষ্টান ঘোষণা করে এবং তদ্রূপ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারও যদি তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের ধর্ম সাংবিধানিকভাবে যা ইচ্ছা তাই ঘোষণা করে দেয় তবে সারাবিশ্বে কি ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে তা কি ভেবে দেখেছেন ফারুক সাহেবগণ? পবিত্র কুরআন বলে, ধর্মে জবরদস্তী নেই। আপনারা তো কুরআনকেই পরিবর্তন করে দিতে চান। হায়রে আখেরী যামানা! হাঁ, এমনটিই যদি না হবে তবে হযরত ঈমাম মাহদী (আঃ) -এর আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হতো না। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন, আমীন।

-নাজির আহমদ ভূঁইয়া

সত্যবাদিতা

ন্যায় ও সত্যের পতাকাবাহী কোন মু'মিন বান্দা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। মহান আল্লাহ্‌কে ছাড়া কোন সত্যবাদী অন্য কাউকে ভয় করে না। তাঁর কাছে নত স্বীকারও করবে না। স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চলার মাঝেই সকলের প্রভূত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। মিথ্যাশ্রয়ীরা মু'মিন-মুত্তাকী বা সৎ পথ প্রাপ্ত লোকদের চলার পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এবং মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করে। সত্য পথ থেকে সরিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা করে। ফলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী রসূলদের দাবীকে বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেনে নেয়া অনেকের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্যাশ্রয়ীরা বরফের ওপরে হামাগুড়ি দিয়েও গন্তব্য স্থলে উপনীত হয় এবং দাবীকারককে সাদরে গ্রহণ ও বরণ করে নেয়। সত্য ও মিথ্যার এই সংগ্রাম অবিরত ধারায় চলছে। কিন্তু মিথ্যাবাদীরা কখনো বিজয় লাভ করতে পারে নি। অবশেষে সত্যের বিজয় স্থায়ীও চূড়ান্তভাবে হয়েছে।

সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবস্থান ও মর্যাদা এত উঁচু পর্যায়ে ছিল যে, তাঁর জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর নাম রেখেছিল 'সুদুক' অধিক সত্যবাদী। তারা তাঁকে আল্ আমীন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল। অধঃপতিত একটি জাতির মাঝে মহানবী (সঃ) একটি উজ্জ্বল আদর্শরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁর অনন্য গুণাবলীও উজ্জ্বল আদর্শ আরবের অসভ্য বর্বর জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হও উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, সুনিপুন হাতের ছোয়া, অনুপম আদর্শের ছোঁয়ায় আরবের বর্বর জাতি ঐশী জ্যোতি স্ফূরণে সত্য পথ খুঁজে পেয়েছিল। তাইতো নবী করীম (সঃ) তাঁর মান্যকারীদের সর্বদাই সত্যবাদিতার উপর কায়েম থাকার জন্য বলে গিয়েছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে এত উচ্চ স্থান উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। মহানবী (সঃ) যথার্থই বলেছিলেন যে, সত্যবাদিতাই পুণ্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং পুণ্যকর্মের ফলেই মানুষ বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে। এছাড়া সত্যবাদিতার আসল মাকাম বা প্রকৃতস্বরূপ হচ্ছে, মানুষ প্রতিনিয়ত সত্য বলবে, যাতে করে সে আল্লাহ্‌র কাছে সত্যবাদী বলে গৃহীত হয় (তিরমিযী)। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে সে আল্লাহ্‌র নিকট সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মিথ্যা হতে বাঁচো, কেননা মিথ্যা পাপ-অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ-অবাধ্যতা মানুষকে আগুনের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলে সে আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় (মুসলিম)।

আল্লাহ্ বলেন, 'আর তোমরা জেনে-বুঝে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপন করো না' (সূরা বাকারা ঃ ৪৩ আয়াত)। ইসলামে মিথ্যা বলা হারাম। মিথ্যা বলা একটি জঘণ্য অপরাধ। যে সকল পাপ আল্লাহ্‌র একটি সবচেয়ে বেশী ঘৃণাব্যঞ্জক তার মধ্যে মিথ্যা অন্যতম। সকল পাপের জননী হ'ল মিথ্যা। এক কথায় মিথ্যা সব পাপ ও অপরাধের মূল। একবার এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার মধ্যে তিনটি দোষ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, কী সেগুলো ? লোকটি বলল, আমি মিথ্যা বলি, যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হই এবং আমি মদ্য পান করি। আমি এই দোষগুলো থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেও সফল হই নি। আপনি একটা কিছু উপায় বলে দিন। মহানবী (সঃ) বললেন, তুমি আমার কাছে একটা পাপ ছাড়ার অঙ্গীকার কর, বাকীগুলো আমি ছাড়িয়ে দেব।' সে বলল, আমি অঙ্গীকার করছি, আপনি বলুন কোন্ পাপটা ছাড়বো।' হুযূর (সঃ) বললেন, 'মিথ্যা ছেড়ে দাও।' কিছুদিন পরে লোকটা আবার এলো এবং বললো, 'আপনার নির্দেশ মত আমি চলেছি, এবং সমস্ত পাপই এখন দূর হয়ে গেছে।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'বলো কী করে হলো।' সে বললো, 'আমার মনে একদিন মদ খাওয়ার ইচ্ছে জাগলো। আমি মদ খাওয়ার জন্য উঠলাম। আমার মনে হলো এর আগে আমার বন্ধু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতো তুমি কি মদ খেয়েছে ? আমি তখন মিথ্যা কথা বলতাম, বলতাম না খাই নি। কিন্তু, এখন তো আমি সত্য বলবার ওয়াদা করেছি। এখন যদি আমি বলি যে, হ্যাঁ, আমি মদ খেয়েছি, তাহলে সে আমার উপরে চটে যাবে। আর যদি বলি যে, না খাই নি, তাহলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হবে। অথচ, মিথ্যা না বলার জন্যই আমি ওয়াদা করেছি।' কাজেই আমি মনে মনে ভাবলাম, এখন থাক পরে খাব। একইভাবে, আমার মনে ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগল। এবং এক্ষেত্রেও আমার মনে একই কথার উদয় হলো যে, যদি আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করে। তাহলে আমি তাকে কি বলবো? যদি বলি যে, হ্যাঁ আমি ব্যভিচার করেছি, তাহলে তো আমার বন্ধু রেগে যাবে। আর যদি বলি, না করি নি। তাহলে, মিথ্যা বলা হবে। আর মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। এভাবে আমার এবং আমার মনের মধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক চলতেই থাকলো। অবশেষে, কিছুদিন পর্যন্ত এই দু'টো দোষ থেকে দূরে থাকার কারণে মন থেকে এগুলোর আকর্ষণ তিরোহিত হয়ে গেল। এবং সত্যবাদিতা মেনে চলার দরুন অন্য সব দোষ থেকেও আমি বেঁচে গেলাম। তাই মিথ্যা কথা বলা ত্যাগ করলে সব পাপ কাজ ও অপরাধ এর রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যায়। সত্য মানুষকে নাজাত দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। মিথ্যাবাদীকে কেউ পসন্দ করে না। কেননা, সে আল্লাহ্‌র দুশমন। মিথ্যাবাদীর দ্বারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং দেশময় বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। মিথ্যাবাদী মুনাফেকও বটে। মুনাফেকের একটি লক্ষণ হলো, সে কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং যা শোনে তা বলে বেড়ায়। নিজের থেকে এমন কথা বানিয়ে বলা নিষেধ যে সম্পর্কে তার আদৌ কোন জ্ঞান নেই।

সঙ্গ-দোষেও অনেকে বিপথগামী হয়। তাইতো সৎভাবে জীবন নির্বাহের জন্য সৎ সঙ্গের সাহচর্য লাভ অতীব জরুরী। আর মহানবী (সঃ) এটাই পসন্দ করতেন যে, তাঁর আশেপাশে সর্বদা সৎ লোকেরাই বিরাজ করুক। প্রিয় নবী (সঃ) কারো মাঝে কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করলে তিনি তাকে একাকী ভদ্রভাবে সদুপদেশ দিতেন। হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রাঃ) বলেছেন, 'নবী করীম (সঃ) বলতেন যে, সৎ বন্ধু ও সৎ মজলিস এবং অসৎ বন্ধু ও অসৎ মজলিসের উপমা হচ্ছে, যেমন ধরো, এক ব্যক্তি মেশ্‌ক (কস্তুরী) নিয়ে যাচ্ছে। সে যদি তা মাখে, তাহলে ফায়দা পাবে, যদি বিক্রি করে তা হলেও লাভবান হবে, কিংবা কিছুই না করে শুধু কাছেই রাখে তাহলেও সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির সঙ্গী সাথীরা বদ বা অসৎ তার উপমা হচ্ছে, সে ব্যক্তি, যে ভাটির আগুনে ফুঁ দেয়। তার জন্য এই আশংকা খুব স্বাভাবিক যে, আগুনের একটা ফুলকি উড়ে এসে তার গায়ে পড়বে এবং তার কাপড়-চোপড় পুড়ে যাবে। কিংবা কয়লার ধূঁয়ার গন্ধে তার মেজাযই খারাপ হয়ে যাবে' (মুসলিম)। 'মানুষের চরিত্র বা আখলাক সে রকমই হয়, যে রকম মজলিসে বা সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সে উঠাবসা করে। কাজেই সব সময় সৎ-সঙ্গ রাখার চেষ্টা করো' (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারী ও মুসলিম হাদীসে বর্ণিত আছে, "হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের বলবো যে, সবচে' বড় গুনাহ্ কী? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ), তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা মিথ্যা কথা বলো না, মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে থাক– এ কথাটা তিনি বার বার বলতে থাকলেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম যেমন, তেমনই মিথ্যা কথা বলা হারাম। কেননা, এই মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে অন্যায় প্রশ্রয় পায়, মানুষের হক নষ্ট হয়। আর মানুষের হক নষ্ট হলে তা আল্লাহ্‌ও ক্ষমা করবেন না।

কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কুধারণা সব থেকে বড় মিথ্যা। গোয়েন্দাগিরি বা ছিদ্রান্বেষণও করা যাবে না। মুসলমানদের ধোঁকাবাজী ও ফেরকাবাজী বা প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তিরমিযী হাদীসে বর্ণিত আছে, ' যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ধোঁকা দেয়, সে জামাতের (সমাজের) উপকারী সদস্য হতে পারে না? ব্যবসায়-বাণিজ্যেও কখনই কোন ধোঁকা বা প্রতারণা থাকা উচিত নয়। এক্ষেত্রে ক্রেতাগণকেও দেখে শুনে যাচাই করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা দরকার। অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা অন্যায় নয়। নিজের দোষ প্রকাশ করাও উচিত নয়। কোন পাপ কাজ করে লোক সমাজে তা বলে বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,'আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি

পৃথিবীতে তাঁর অপর কোন বান্দার পাপ ঢেকে রাখে, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা কিয়ামতের দিন তার পাপ ঢেকে রাখবেন (মুসলিম)। মহানবী (সঃ) এ-ও বলেছেন, 'আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ মুছে যেতে পারে (তওবার মাধ্যমে)। কিন্তু যে নিজের পাপ প্রকাশ করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, কেউ রাতের বেলায় রাখেন, কিন্তু সকাল বেলা যে তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে বলে দেয় যে, হে অমুক! আমি না আজ রাতে এই কাজ করেছি। রাত্রে খোদা তার যে পাপের উপরে পর্দা করে রেখেছিলেন, সকালে সে তার সেই পাপকে নিজেই করে দিল (বুখারী)। পাপের বহিঃ প্রকাশ নির্লজ্জ তাকেই বাড়িয়ে দেয়। গোনাহ বা পাপ যদিও গর্হিত কাজ, কিন্তু যে লোক পাপ করে এবং মনে মনে লজ্জিত হয় ও নিজেকে তিরস্কার করে তার জন্য তওবার দ্বার উম্মুক্ত রয়েছে। আর তখন তাকওয়া বা খোদাভীতিও সৃষ্টি হয়। এমন উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয় যখন তাকওয়া জয়লাভ করে এবং গোনাহ দূরে পলায়ন করে। আর যার মাঝে কোন পাপ বোধই না থাকে তার তো অনুতাপ তওবার কোন প্রশ্নই থাকে না। [দ্রঃ মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) গ্রন্থ]

কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কল্পে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মিথ্যা বলা ও মিথ্যাবাদীর পরিণতি সম্পর্কে বলেন, ' মিথ্যা দ্বারা কোন মানুষ কোন সাময়িক উপকার পেল কিন্তু বাস্তব কথা হলো এই যে, মিথ্যাকে অবলম্বন করলে মানুষের হৃদয় কালো হয়ে যায়। তার ভিতরে ঘুণে ধরে যায়। এবং এক মিথ্যার জন্য তাকে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। কারণ সে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিতে চায়। আর এভাবে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হতে থাকে।..... মনে রেখো মিথ্যা এক মস্ত বড় আপদ যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়' (মলফূযাত ঃ প্রথম খন্ড)।

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন, 'সবচে' প্রথম বিষয়টি হলো সত্য বলার অভ্যাস। আজ দুনিয়াতে যত সব পাপ ছড়িয়ে আছে তাতে মন্দের সর্বাপেক্ষা মৌলিক উপাদান হলো মিথ্যাচারিতা। যেসব জাতি উন্নতি, যারা বাহ্যিকভাবে উচ্চ চরিত্রের অধিকারী বলে আখ্যায়িত হচ্ছে, তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মিথ্যা বলে। তাদের দর্শন মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাদের জীবন-ব্যবস্থা মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাদের অর্থনীতি মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মোট কথা যদি আপনারা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যদিও দৃশ্যতঃ তাদের (দৈনন্দিন) জীবনের কাজ কারবারের উপর সভ্যতা এবং উচ্চাঙ্গীণ কৃষ্টির প্রলেপ লাগানো আছে তথাপি, বস্তুতঃপক্ষে, তাদের ভেতরের কেন্দ্রীয় বিন্দুটি যার চারদিকে এ জাতিগুলো ঘুরপাঁক খাচ্ছে এবং যার ভিত্তিতে তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা অবস্থিত তা আসলে মিথ্যাবাদিতাই।' হুযূর (আইঃ) বলেন, 'যদি না শৈশব কাল থেকে সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে, বড় হয়ে সত্যবাদিতার অভ্যাস করানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।' তিনি বলেন, 'সত্য কথা বলারও বিভিন্ন মাত্রা আছে এবং বিভিন্ন স্তরের সাথে তা সম্পর্ক রাখে। কম সত্যবাদী, অধিক সত্যবাদী, তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী, এবং তার চেয়েও অধিকতর সত্যবাদী, এরূপ অসংখ্য স্তর রয়েছে সত্যবাদিতার। ঐগুলি অতিক্রম করেই পরিশেষে নবুওয়তে পৌঁছায়। এই মাকাম সিদ্দীকের দর্জারও পরে। আল্লাহ্‌তাআলা সত্যবাদিতার যে পূর্ণ মাত্রা ও মাকাম নির্ধারণ করেছেন সেটিকেই নবুওয়ত বলা হয়, অর্থাৎ এরূপ সত্যবাদী যার কোন দিকটিতেও যেন কোন প্রকারের মিথ্যার সংমিশ্রণ না থাকে।' খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বাল্যকাল থেকেই শিশুদেরকে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলার উপর জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, 'আমরা যেন আমাদের শিশু সন্তানদেরকে শুরু থেকেই নম্রতার সাথে এবং প্রয়োজনে রূঢ়তার সাথে ও সত্যবাদিতার উপর কায়েম করি এবং কোন ক্রমেও এবং কোন মূল্যেও যেন তাদের মিথ্যা কৌতুকটুকুও বরদাশ্‌ত না করি।' 'ঐরূপ কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকরা যারা সত্যবাদী হয়ে গড়ে উঠেছে তাদেরকে যদি পরবর্তীতে লাজনার সংগঠনের অথবা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে, তাদের দ্বারা কোন প্রকারের কাজ গ্রহণ করা কঠিন হবে না।' 'সত্যবাদিতা ব্যতিরেকে কোন উচ্চাঙ্গীণ মূল্যবোধ অথবা কোন উচ্চস্তরের (মহান) পরিকল্পনা প্রণয়নও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।' তাই তো শৈশব কাল থেকেই সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত জরুরী (দ্রঃ খুতবা জুমুআ, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৯ইং)। বস্তুতপক্ষে সত্যবাদিতার মূল্য অপরিসীম।

দৈনিক মানব জমিন পত্রিকার ৬ অক্টোবর রোজ শুক্রবার ২০০০ইং সংখ্যার ইসলামী জমিন পাতায় কাজী হোরায়রা তার ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ-৪ ♦ মিথ্যা বলা ও মিথ্যাবাদীর পরিণতি শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, 'মিথ্যা বলা থেকে সর্বদাই দূরে থাকতে হবে। তবে পৃথিবী একটি জটিল জায়গা। এখানে অত্যাচারীদের থেকে বাঁচাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অতীব স্পর্শকাতর অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়েয রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'একজন যালেম হত্যাকারীর ভয়ে যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছে আত্মগোপন করে থাকে। সেই নিরপরাধ ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যা বলা জায়েয।' কেউ লুটতরাজের ভয়ে সম্পদ কাছে জমা রাখলে লুটেরা ব্যক্তিদের কাছে তা ফাঁস না করে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হলে বলা যাবে।'

কাজী হোরায়রা ইসলামী শরীয়তের কোন্ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যা কথা বলার ফতোয়া দিলেন তা বোধগম্য হলো না। তার ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে মিথ্যা কথা বলা শুরু করলে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে বেমালুম উপেক্ষা করে ঐশী কোপে নিপতিত হতে হবে। আখেরী জামানার ইসলামী চিন্তাবিদদের মনগড়া তথাকথিত ফতোয়া যে লোকদের বিপদগামী করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এদিকে এ সকল চিন্তাবিদদের কোন খেয়াল নেই।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আবির্ভূত নবী-রসূলদেরকে পাহাড় সম বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে নানা বিপদাবলীর মাঝেও বিচরণ করতে হয়েছে। অশুভ শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পিছপা হন নি। সত্যের প্রচার থেকে নিবৃত্ত হন নি। সকল নবী-রসূলদের সঙ্গেই মিথ্যাশ্রয়ীরা ঠাট্টা- বিদ্রূপ করেছে। ক্রুশের মৃত্যু যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়েও মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় নি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ইহুদী আলেমদের কাছে নতি স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করা হয় নি। জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে বলপূর্বক ফেলে দেয়ার পরও বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা হয় নি। মিথ্যাও ভিত্তিহীন অভিযোগ কারাগারে অন্তরীণ হয়েও সত্য কথা বলা থেকে নিবৃত্ত হয় নি। হযরত মূসা (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) অশুভ শক্তির মোকাবেলায় চূড়ান্তভাবে বিজয় লাভ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে একাধিকবার হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর সাহাবাদের নির্বিচারে কাফিররা হত্যা করেছে। পাষন্ডরা আঘাতে আঘাতে নবী করীম (সঃ)-কে তায়েফে-উহুদে রক্তাক্ত করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মহানবী (সঃ) সত্যের প্রচার থেকে বিরত হন নি। ইসলামী শক্তির অসাধারণ বিজয়ের ধারা বিশ্বময় সূচিত হয়েছে। অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলেই অশুভ শক্তির মোকাবেলায় বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছে।

ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধেও একটি অপশক্তি দন্ডায়মান রয়েছে। তারা নানাভাবে ইলাহী জামাতের লোকদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মান্যকারীরা শতাধিক বছর ধরে যুলুম নির্যাতন সহ্য করে চলেছে। কিন্তু ইসলামের গৌরবময় ও স্বর্ণোজ্জ্বল শিক্ষার প্রচার থেকে বিরত হয় নি। আজ এরই ফলশ্রুতিতে ১৭০টি দেশে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বৎসর কোটি কোটি লোক আহমদীয়া জামাতের প্রচারে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। এসবই সত্যের জয়। মিথ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের গৌরবান্বিত বিজয়ের পতাকা সুউচ্চ মিনারে সর্বকালের জন্যে উড্ডীন থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সত্যকে সদা অবলম্বন করার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

-আমীর মাহ্‌মুদ ভুঁইয়া

ওয়াকফে নও সম্মেলন

গত ০৮/১০/২০০০ইং রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জে ওয়াকফে নও শিশু এবং মাতা ও পিতাদের নিয়ে ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উক্ত জামাতের সকল ওয়াকফে নও শিশুসহ তাদের পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী ওয়াকফে নও শিশু ও তাদের পিতা-মাতাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম পলাশ
সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

নারায়ণগঞ্জ জামাতের ওয়াকফে নও শিশুদের সাথে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব।

বিভিন্ন স্থানে রিজিওনাল ও স্থানীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত

খুলনা ঃ মুজলিসে আনসারুল্লাহ্, খুলনার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা গত ০৬/১০/২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। তাহাজ্জুদের নামায আদায় দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মোট ২টি অধিবেশনে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশনে মোট ১৮জন আনসারুল্লাহ্ হাজির ছিলেন। প্রথম অধিবেশনের পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ সমাপ্তি অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৯ জন (বহিরাগতসহ)।

মোঃ নাসির উদ্দীন,
যয়ীমে আলা
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, খুলনা

ক্রোড়া ঃ আনন্দের সাথে জানাচ্ছি গত, ১৬ই অক্টোবর, রোজ সোমবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ক্রোড়ার ৫ম বার্ষিক ইজতেমা সারাদিনব্যাপী মসজিদুল মাহ্‌দীতে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ, ১০জন আনসার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

শাকের আহমদ
যয়ীমে আলা
মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ক্রোড়া

দুর্গারামপুর ঃ ১৯/১০/২০০০ইং বৃহস্পতিবার বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দুর্গারামপুর মজলিসের ২য় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, ধর্মীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে বিকেল ৪টায় ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

তারুয়া ঃ ২০/১০/২০০০ইং শুক্রবার বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে তারুয়া মজলিসের ৩য় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতার পর বিকালে সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিতির সংখ্যা ১৯ জন। উল্লেখ্য দোয়ার পূর্বে আহাদনামা পাঠের সময় ১ জন বিশিষ্ট আলেম শরীক হন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আজিজুল হক সাহেবের তবলীগী আলোচনার পর তিনি বয়াত নেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

- আজিজুল হক
কায়েদ তরবীয়ত

চট্টগ্রাম ঃ ২০ ও ২১শে অক্টোবর ২০০০ইং মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে সর্বজনাব আফজল আহমদ খাদেম, নায়েব সদর আউয়াল এবং ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, স্থানীয় জামাতের আমীর মোবাশ্বের উর রহমান, সদর মুরব্বী, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও স্থানীয় জয়ীমে আলা মুর্শেদ আলম বিভিন্ন তালীম-তরবীয়তি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, বক্তৃতা, নযম, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, পয়গামে রেসানী ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ, আহাদ নামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। এতে ৫১ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

মুর্শেদ আলম, জয়ীমে আলা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মসলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ২৬তম বার্ষিক ইজতেমায় বক্তব্য রাখছেন নায়েব সদর জনাব আফজাল আহমদ খাদেম

সংবাদ

ঘাটুরা ঃ ২১/১০/২০০০ইং শনিবার বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ঘাটুরা মজলিসের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা এবং বিকালে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখ্য দুর্গারামপুর, তারুয়া ও ঘাটুরা আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমায় কেন্দ্র থেকে কায়েদ তাজনীদ, মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, কায়েদ তরবীয়ত আজিজুল হক, রিজিওনাল নাযেম শফিউল আলম বরকত, মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম ও আসাদুল্লাহ্‌ আসাদ বক্তব্য রাখেন ও সহায়তা দান করেন।

- আজিজুল হক কায়েদ তরবীয়ত

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র যৌথ উদ্যোগে ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বগুড়া ও নিউসোনাতলা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র যৌথ উদ্যোগে ১৩-১০-২০০০ ইং তারিখে বগুড়া মসজিদে ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। লাজনা ও নাসেরাত মিলে মোট ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

মিসেস সাম্মি জাহান
প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, বগুড়া

শুভ বিবাহ

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

গত ২০-১০-২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার 'বাদ জুমুআ' আমার একমাত্র কন্যা মোসাম্মৎ সাইয়ারা তাসনীম (উজালা)-এর সাথে জনাব মীর এম. রেজা (রতন), পিতা মরহুম মীর মোহাম্মদ দীন সাহেব, সরাইল, বাক্ষণবাড়ীয়া (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত) মোট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক টাকা দেন মোহরানা ধার্যে, ৪ বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় দারুত তবলীগ মসজিদে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। বরের নিয়োগকৃত ওলী তাঁহার চাচা মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ বিবাহের শেষে দোয়া পরিচালনা করেন। এ বিবাহ যেন নব-দম্পতি ও উভয় পরিবারের জন্যে এবং সামগ্রিক ভাবে জামাতের জন্যে আশীষমন্ডিত হয় সে জন্য জামতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার বিণীত আবেদন জানাচ্ছি।

- বি, এ. এম আব্দুস সাত্তার
আহমেদ মঞ্জিল,মুন্সিপাড়া, রংপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ-এর ১৫তম তালীমুল কুরআন ক্লাস, ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা ও ২৩তম জাতীয় মজলিসে শূরা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩ নভেম্বর শুক্রবার থেকে ৮ নভেম্বর ২০০০ইং, বুধবার পর্যন্ত মজলিস আনসরুল্লাহ্‌, বাংলাদেশের ৬ দিনব্যাপী ১৫তম বার্ষিক তালীমুল কুরআন ক্লাস, ৯-১০ নভেম্বর ২০০০ইং রোজ বৃহস্পতিবার-শুক্রবার ২৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা এবং ১১ নভেম্বর ২০০০ইং রোজ শনিবার ২৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক শূরা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। সকল স্থানীয় মজলিস থেকে বেশী বেশী আনসার ও নও-মোবাইনদেরকে উক্ত তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমায় যোগদান করানোর জন্য স্থানীয় যয়ীম /যয়ীমে- আলাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। জেলা ও বিভাগীয় নাযেমগণ এ বিষয়ে নিগড়ানী করবেন।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
কায়েদ উমুমী
মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী
১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক
আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র

The Fortnightly AHMADI
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
Telephone : 9662703 Fax : 880-2-8613414

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ / না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'বার্তা সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪ 'News Editor, **Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Fax : 880-2-8613414 Bangladesh এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ .....

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘর ঃ ..... (পোষ্ট কোড নং) .....

জেলা ঃ .....

** বর্হিদেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 8th Issue | October 31, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly | The AHMADI | রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

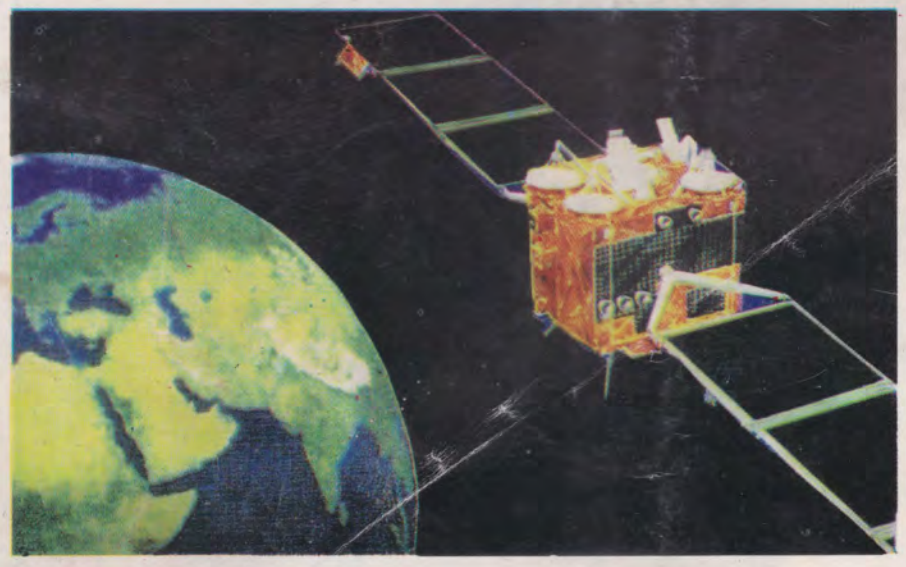

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim MTA AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272